CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 73 Years ■ Issue-93 ■ 2 January, 2026 ■ আগরতলা ২ জানুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ১৭ পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

বন্ধই হচ্ছে না সংখ্যালঘু নির্যাতন

বাংলাদেশে ধারালো অস্ত্রের হামলা ও অগ্নিসংযোগে এবার হিন্দু ব্যবসায়ী গুরুতর আহত

ঢাকা, ১ জানুয়ারি ।। দীপু চন্দ্র দাস ও বজেন্দ্র বিশ্বাস হত্যাকাণ্ডের রেশ কাটতে না কাটতেই বাংলাদেশে আবারও সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের এক সদস্যের ওপর নৃশংস হামলার ঘটনা ঘটেছে। শরীয়তপুরের ডামুড্যা উপজেলার কনেশ্বর ইউনিয়নের কেওরভাঙ্গা বাজার এলাকায় দুর্বৃত্তদের হামলায় গুরুতর আহত হয়েছেন ৫০ বছর বয়সি হিন্দু ব্যবসায়ী খোকন চন্দ্র দাস।

জানা গেছে, বুধবার রাত আনুমানিক ৯টা ৩০ মিনিটে কেওরভাঙ্গা বাজার সংলগ্ন ডামুড্যা—শরীয়তপুর সড়কে এ ঘটনা ঘটে। হামলাকারীরা খোকন চন্দ্র দাসের ওপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে এবং পরে তাঁর শরীরে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়।

আহত খোকন চন্দ্র দাস কনেশ্বর ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের তিলাই গ্রামের বাসিন্দা। তিনি কেওরভাঙ্গা বাজারে ওষুধ ও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের ব্যবসা করতেন। প্রতিদিনের মতো বুধবার রাতে দোকান বন্ধ করে দিনের বিক্রির টাকা নিয়ে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। পথে দুর্বৃত্তরা অটোরিকশাটি থামিয়ে তাঁকে হামলা করে।

হামলার পর প্রাণ বাঁচাতে তিনি সড়কের পাশে একটি পুকুরে ঝাঁপ দেন। স্থানীয়রা চিৎকার করলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। পরে তাঁকে উদ্ধার করে রাত প্রায় ১০টার দিকে শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হওয়ায় সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

শরীয়তপুর সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. নজরুল ইসলাম জানান, রাতে যে রোগীকে আনা হয়েছিল, তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পেটে গুরুতর আঘাত থাকায় তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। মুখ, মাথার পেছন ও হাতে দগ্ধ হওয়ার চিহ্নও রয়েছে। আহত খোকন চন্দ্র দাসের স্ত্রী সীমা দাসের দাবি, হামলাকারীদের মধ্যে দুজনকে তাঁর স্বামী চিনে ফেলায় তাঁকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। তিনি বলেন, আমার স্বামী প্রতিদিন দোকান বন্ধ করে টাকার ব্যাগ নিয়ে বাড়ি ফেরে। বুধবার রাতে সন্ত্রাসীরা হামলা করে। তিনি দুজনকে চিনে ফেলেছিলেন বলেই তাঁকে কুপিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের কারও সঙ্গে শত্রুতা বা বিরোধ নেই। কেন হঠাৎ তাঁকে টার্গেট করা হলো, বুঝতে পারছি না।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি তদন্তাধীন রয়েছে। ডামুড্যা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রবিউল হক বলেন, কেওরভাঙ্গা বাজারে এক ব্যবসায়ীর ওপর সন্ত্রাসী হামলার খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে যাই। দুই হামলাকারীর নাম শনাক্ত হয়েছে। তাঁদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় আর কারা জড়িত, তা শনাক্তে কাজ চলছে।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর একাধিক হামলার ঘটনা দেশজুড়ে উদ্বেগ তৈরি করেছে। শিক্ষার্থী আন্দোলনের পর রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে এসব সহিংস ঘটনার তদন্ত ও দোষীদের দ্রুত বিচারের দাবি উঠছে।

এঞ্জেল চাকমা হত্যাকান্ড : রাজ্যে এলেন উত্তরাখন্ডের প্রাক্তন সাংসদ

রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত, আজ মৃতের পরিবারের সাথে করবেন দেখা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। দেরাদুনে খুন হওয়া এমবিএ পড়ুয়া ত্রিপুরার এঞ্জেল চাকমার পরিবারের প্রতি সহানুভূতি জানাতে রাজ্যে এসেছেন উত্তরাখণ্ডের প্রাক্তন সাংসদ তরুণ বিজয়। আজ রাজ্যে এসে তিনি ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু এবং মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহার সাথে দেখা করেছেন। আগামীকাল তিনি এঞ্জেল চাকমার পরিবারের সাথে দেখা করতে যাবেন। এদিন তিনি রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীকে অবহিত করেছেন, এঞ্জেল চাকমার মৃত্যুতে ত্রিপুরার মতোই সমগ্র উত্তরাখন্ডবাসী গভীর শোকগ্রস্ত। মৃতের পরিবারের পাশে রয়েছে উত্তরাখন্ড সরকার এবং দোষীর সর্বোচ্চ সাজা অবশ্যই নিশ্চিত করা হবে। তিনি বলেন, আমরা দোষীর ফাঁসি চাইছি।

আমরা দোষীর ফাঁসি চাইছি : তরুণ বিজয়

মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত শেষে তিনি টেলিফোনিক সাক্ষাতকারে জানিয়েছেন, উত্তরাখন্ডের বিভিন্ন প্রান্তে এঞ্জেল চাকমার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয়েছে এবং শোকসভার আয়োজন করা হয়েছে। তাঁর সাফ কথা, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যুবক-যুবতীদের সাথে গুন্ডামি উত্তরাখন্ড সরকার বরদাস্ত করবে না। পূর্বোত্তরের যুব সম্প্রদায়ের অপমান সমগ্র দেশ এবং জাতির অপমান। এই গর্হিত অপরাধ ক্ষমাহীন এবং দেশদ্রোহীতার সমান।

তিনি বলেন, এঞ্জেল চাকমা হত্যায় জড়িত ছয়জনের মধ্যে পাঁচ জনকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে। মূল অভিযুক্তকেও অবিলম্বে গ্রেফতার সম্ভব হবে। তিনি জোর গলায় দাবি করেন, ওই ঘটনায় খুনের ধারা রুজু করে অপরাধীর কঠোর সাজা নিশ্চিত করা হবে। তাঁর সাফ কথা, আমরা দোষীর ফাঁসি চাইছি। কারণ, উত্তরাখন্ডের সাথে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রক্তের সম্পর্ক। এই অঞ্চলের বহু ছাত্রছাত্রী উত্তরাখন্ডে পড়াশুনা করছেন। অতীতে কখনো এমন ঘটনা ঘটেনি। তাই, এই ঘটনায় দৃষ্টান্তমূলক সাজা আমরা চাইছি।

এদিন তিনি আক্ষেপ করে বলেন, এঞ্জেল চাকমা খুনের হৃদয়বিদারক ঘটনা নিয়ে শকুনের রাজনীতি করা হচ্ছে। ওই ঘটনার রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার উচিৎ নয়। সাথে তিনি যোগ করেন, ওই ঘটনার সাথে বিদেশী শক্তির ষড়যন্ত্রের কাহিনী দেশ ও সমাজের জন্য হিতকর নয়। তাঁর দাবি, এঞ্জেলের মৃত্যুতে ত্রিপুরবাসী যতটা কষ্ট পেয়েছেন, ততটাই উত্তরাখন্ডের মানুষও শোকগ্রস্ত। তাই, ওই ঘটনায় রাজনীতি কাম্য নয়।

তিনি জানান, এঞ্জেল চাকমার পরিবারের প্রতি সহানুভূতি এবং সহমর্মিতা জানাতেই ত্রিপুরায় এসেছি। তাঁর পরিবারের জন্য উত্তরাখন্ডের মুখ্যমন্ত্রীর সহানুভূতির বার্তা এনেছি। তিনি বলেন, আগামীকাল এঞ্জেল চাকমার পরিবারের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি। রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীকে সমস্ত বিষয় অবহিত করেছি। তিনি জানান, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রতিনিয়ত উত্তরাখন্ডের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ওই ঘটনা নিয়ে যোগাযোগ রেখেছেন।

বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন চালু হবে এই মাসেই গুয়াহাটি-কলকাতা রুটে শীঘ্রই উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি ।। ভারতের রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আজ ঘোষণা করেছেন, ভারতীয় রেলওয়ে নেটওয়ার্কে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন আগামী ১৫ থেকে ২০ দিনের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৭-১৮ জানুয়ারি, গুয়াহাটি (অসম) থেকে কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) রুটে প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের উদ্বোধন করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

নতুন বছরের উপহার হিসেবে ভারতের রেলওয়ে বিভাগ জানিয়েছে যে, প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন এই মাসেই চালু হবে। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের পরীক্ষামূলক চালনা এবং শংসাপত্র প্রাপ্তি সম্পন্ন হয়েছে। তিনি বলেন, 'এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এই ট্রেনটি দীর্ঘ দূরত্বের রাতের যাত্রায় যাত্রীদের জন্য বিশ্বমানের সুবিধা, নিরাপত্তা এবং আধুনিক যাতায়াতের অভিজ্ঞতা প্রদান করবে।'

রেলমন্ত্রী বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের সম্ভাব্য ভাড়াও প্রকাশ করেছেন। গুয়াহাটি-কলকাতা রুটে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের ৩এসি ভাড়া হবে প্রায় ২,৩০০ টাকা, যা খাদ্য অন্তর্ভুক্ত। ২এসি ভাড়া হবে ৩,০০০ টাকা এবং প্রথম শ্রেণির (ফার্স্ট এসি) ভাড়া হবে প্রায় ৩,৬০০ টাকা। তিনি আরও জানান, গুয়াহাটি-কলকাতা রুটে এয়ারফেয়ারের দাম সাধারণত ৬,০০০ থেকে ৮,০০০ টাকার মধ্যে থাকে, যা কখনো কখনো ১০,০০০ টাকাও পৌঁছাতে পারে।

বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মন্ত্রী বলেন, 'বিশেষভাবে সাসপেনশন ডিজাইনে প্রচুর মনোযোগ দেওয়া হয়েছে, যা যাত্রীদের প্রিমিয়াম, মসৃণ যাতায়াত অভিজ্ঞতা প্রদান করবে।' তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এই প্রযুক্তি ভারত থেকে রপ্তানি করা হতে পারে যদি গুণমান এবং মূল্য প্রতিযোগিতামূলক হয়। রেলমন্ত্রী আরও ☛৫ এর পাতায় দেখুন

বর্ষবরণের উল্লাসের সাথে

রক্তে ভিজল রাজপথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। বর্ষবিদায়ের রাতে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত এক যুবক বর্তমানে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। আহত যুবকের নাম সাগর সরকার। তিনি বিশ্রামগঞ্জ বড়জলা এলাকার বাসিন্দা। জানা গেছে, বুধবার গভীর রাতে বিশালগড় বাইপাস সড়কের উত্তর রাউৎখলা ট্রাইজংশনে একটি গাড়ির সঙ্গে সাগর সরকারের বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতায় তিনি গুরুতর আহত হন। ঘটনার পর স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে আগরতলার জিবি হাসপাতালে রেফার করেন। বর্তমানে জিবি হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন সাগর সরকার। বছরের শুরুতেই যান দুর্ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। নতুন বছরে সড়ক দুর্ঘটনা এড়াতে যান চালকদের আরো সচেতন হওয়ার আহবান জানিয়েছেন সচেতন নাগরিকরা।

এদিকে, ইংরেজি নববর্ষের প্রথমদিনে বিশালগড় ফায়ার সার্ভিস সংলগ্ন এলাকায় একটি বাইক দুর্ঘটনায় একজন ব্যক্তি আহত হন। আহত ব্যক্তির নাম পঙ্কজ দত্ত (৪৮)। নববর্ষের সকালে হঠাৎ ঘটে যাওয়া এই দুর্ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা গেছে, দ্রুত গতিতে বাইক চালানোর সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। বাইকটি রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে গেলে চালক গুরুতরভাবে আহত হন। ঘটনার খবর পেয়ে বিশালগড় ফায়ার সার্ভিসের আধিকারিকরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করেন। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা পঙ্কজ দত্তকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তার চিকিৎসা শুরু করেন। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানা গেছে।

এদিকে, নতুন বছরের প্রথম দিনেই কৈলাসহর সেন্ট্রাল রোড এলাকায় ঘটে গেল এক মর্মান্তিক বাইক দুর্ঘটনা। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে সুমন দে (৩৫) নামের এক যুবকের। তিনি পেশায় ছিলেন মিষ্টির দোকানের কারিগর।

জানা যায়, বুধবার রাত প্রায় ১২টা ১০ মিনিট নাগাদ কাজ শেষে বাড়ি ফেরার সময় তিনি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ডিভাইডারের সঙ্গে ধাক্কা খান। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন।

সুমন দে ছিলেন একটি অত্যন্ত গরিব পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। তাঁর মৃত্যুতে স্ত্রী, দুই কন্যা ও বৃদ্ধা মা গভীর শোকের সাগরে ভেসে গেছেন। পরিবার ও এলাকাজুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। অন্যদিকে, নববর্ষের প্রথম দিনেই চড়িলাম স্কুলের সামনে দুই বাসের সংঘর্ষ ঘটে। এতে আহত হন বৃদ্ধা, শিশু এবং অন্যান্য যাত্রীরা। আহতদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাঁদের চিকিৎসা শুরু করা হয়।

জানা গিয়েছে, চড়িলাম স্কুলের সামনে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। তাতে বৃদ্ধা, শিশু এবং অন্যান্য যাত্রীরা আহত হয়েছেন। স্থানীয়রা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে দমকলবাহিনীকে খবর দিয়েছেন। দমকলকর্মীরা ☛৫ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরার রেলযাত্রায় নতুন সূচনা

আগরতলা-ধর্মনগর ট্রেন আধুনিক এলএইচবি র‍্যাকে রূপান্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। নতুন বছরের প্রথম দিনেই ত্রিপুরাবাসীর জন্য বিশেষ সুখবর দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আগরতলা-ধর্মনগর-আগরতলা এক্সপ্রেস ট্রেনকে আইসিএফ র‍্যাক থেকে আধুনিক এলএইচবি র‍্যাকে রূপান্তর করার ফ্ল্যাগ-অফ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

এদিন তিনি বলেন, এই রূপান্তরের ফলে যাত্রীদের নিরাপত্তা, স্বাচ্ছন্দ্য এবং রেল পরিষেবার মান আরও উন্নত হবে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রেল যোগাযোগকে আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। উন্নয়নমূলক এই উদ্যোগের জন্য রেলমন্ত্রককে প্রধানমন্ত্রী আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। এই রূপান্তরের মাধ্যমে ত্রিপুরার যাত্রাপ্রিয় মানুষদের জন্য আরও আধুনিক ও সুবিধাজনক যাত্রা নিশ্চিত হবে।

মুঙ্গিয়াকামি স্টেশনে আগরতলা শিলচর এক্সপ্রেস থামার অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। মুঙ্গিয়াকামি ও পার্শবর্তী এলাকার দীর্ঘদিনের দাবি মেনে মুঙ্গিয়াকামি স্টেশনে আগরতলা—শিলচর এক্সপ্রেস ট্রেন থামার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের জন্য ভারত সরকারের রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব-কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

আগরতলা শিলচর এক্সপ্রেস ট্রেন থামার জন্য কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব মুঙ্গিয়াকামি স্টেশনে আগরতলা শিলচর এক্সপ্রেস ট্রেন থামার অনুমোদন দিলেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে প্রত্যন্ত ☛৫ এর পাতায় দেখুন

সময়োপযোগী শিক্ষাদানের জন্য রাজ্য সরকারও বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। পুথিগত বিদ্যা অর্জনের পাশাপাশি ব্যবহারিক শিক্ষা অর্জনের জন্য আধুনিক প্রযুক্তিকেও কাজে লাগাতে হবে। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে পাশাপাশি নৈতিকতার পথও বেছে নিতে হবে। শিক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে সমাজে নিজেকে একজন বিশেষ ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। তার থেকেও বড় কাজ নিজেকে সমাজের কাছে একটা ইনস্টিটিউশন হিসেবে গড়ে তোলা। আজ আগরতলার নজরুল কলাক্ষেত্রে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ পালন উৎসবের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মনকে শান্ত রাখার জন্য আধ্যাত্মিকতার দিকে কিছু সময় ব্যয় করলে ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হবে। তিনি বলেন, আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যেন সময়োপযোগী হয় তার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পরামর্শে নতুন শিক্ষানীতি চালু করা হয়েছে। শিক্ষিত যুব সমাজ সারা বিশ্বেরই অন্যতম সম্পদ। দেশের শিক্ষিত যুব সমাজের কল্যাণে এবং তাদের আরও বেশি শক্তিশালী করার জন্য নতুন শিক্ষানীতি চালু করা হয়েছে। শিক্ষার সঙ্গে প্রযুক্তির সংযোগ ঘটানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেশকে শিক্ষার হাব হিসেবে তৈরী করার চেষ্টা করছেন। সময়োপযোগী শিক্ষাদানের জন্য রাজ্য সরকারও বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১৯৭৬ সালে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ স্থাপিত হয়। এবছর বোর্ডের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ। বর্তমান মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে চলার ক্ষেত্রে বোর্ডের পুরনো আধিকারিক ও কর্মীদের কাছ থেকে ভাল পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণের পর থেকে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অধীনে পরীক্ষা দেওয়া ছাত্রছাত্রীরা ভাল ফলাফল করছে। তাদের ফলাফল আরও ভাল করার জন্য পর্ষদকে উদ্যোগ নিতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সঠিক পথে চালিত করতে নিপুন ত্রিপুরা, মিশন মুকুল, বিদ্যা সেতু মডিউল প্রভৃতি চালু করা হয়েছে। ছাত্রীদের সাইকেল দেওয়া হচ্ছে। উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে সুপার ৩০ প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

শুধু ছাত্রছাত্রী নয় শিক্ষক শিক্ষিকাদেরও সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ৭,৭০০ জন শিক্ষক শিক্ষিকাকে প্রশিক্ষণ ☛৫ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎই উন্নয়নের চালিকাশক্তি

পরিকাঠামোয় আমূল পরিবর্তনের পথে ত্রিপুরা ঃ বিদ্যুৎমন্ত্রী

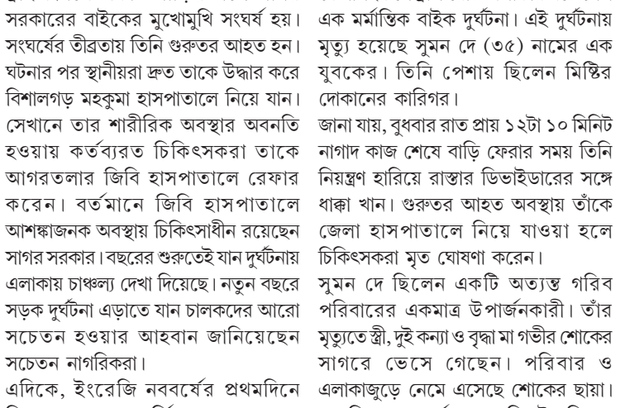

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে আরও এক গর্বের অধ্যায় যুক্ত হলো। ত্রিপুরা স্টেট লোড ডিসপ্যাচ সেন্টার উত্তর-পূর্ব ভারতের মধ্যে একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে আন্তর্জাতিক মানের আইএসও/আইইসি ২৭০০১:২০২২ সাইবার সিকিউরিটি সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে।

এই স্বীকৃতি রাজ্যের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে সাইবার আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত রাখতে এক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য।

আগরতলায়, ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড-এর ২২তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই তথ্য জানান বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ।

মন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের নির্দেশিকা অনুযায়ী দেশের প্রতিটি ত্রিপুরা স্টেট লোড ডিসপ্যাচ সেন্টার-এর জন্য এই সার্টিফিকেশন বাধ্যতামূলক। এর উদ্দেশ্য হলো জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রিড এবং সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল ব্যবস্থাগুলিকে ক্রমবর্ধমান সাইবার হুমকি থেকে সুরক্ষিত রাখা। তিনি জানান, এসটিকিউসি-এর মাধ্যমে ☛৫ এর পাতায় দেখুন

নববর্ষে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ সাব্রুমের থাইবুং এলাকায় উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। নতুন বছরের শুরুতেই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটে সাব্রুমের থাইবুং এলাকায়। এক যুবককে পিটিয়ে ও লাথি মেরে আধমরা করার অভিযোগ উঠল দুই প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে। আক্রান্তের শারীরিক অবস্থার চরম অবনতি হওয়ায় তাকে জরুরি ভিত্তিতে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত ৩১ ডিসেম্বর রাত ১০টা নাগাদ থাইবুং বাজারে প্রবীর দাস ও অপু দাস নামক দুই ব্যক্তি হৃদয় দাসের ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অভিযোগ, কোনো কারণ ছাড়াই তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করার পর বুক, পিঠ ও মাথায় এলোপাথাড়ি লাথি ও ঘুসি মারতে থাকে অভিযুক্তরা। এক পর্যায়ে তাকে মাটিতে ফেলে নির্মমভাবে মারধর করা হয়। স্থানীয়রা ছুটে এসে তাকে উদ্ধার না করলে বড়সড় অঘটন ঘটে ☛৫ এর পাতায় দেখুন

৬০ হাজার কিলোমিটারের সংকল্পযাত্রা ঃ সাইকেলে রাজস্থান থেকে ত্রিপুরায় 'এভারেস্ট বিজয়ী' পাপ্পু রাম চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১ জানুয়ারি।। মানুষের ইচ্ছাশক্তি যদি হিমালয়ের মতো অটল হয়, তবে কোনো বাধাই তাকে থামাতে পারে না এই কথাকেই যেন বাস্তবে প্রমাণ করে চলেছেন রাজস্থানের যুবক পাপ্পু রাম চৌধুরী। সাইকেলে চড়ে ৬০ হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে রাজস্থানের নাগাউর জেলা থেকে শুরু হওয়া তাঁর অদম্য যাত্রা এবার পৌঁছেছে ত্রিপুরার ধর্মনগরে।

পাপ্পু রাম চৌধুরীর বাড়ি রাজস্থানের খিমসারে। সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা এই যুবক শুরু করেছেন এক অসাধারণ অভিযান, যার নাম তিনি দিয়েছেন 'শক্তি সংকল্প সফর'। ইতিমধ্যেই তিনি প্রায় ৩৯ হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে দেশের ২৩টি রাজ্য এবং ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ভ্রমণ করেছেন। উত্তর-পূর্ব ভারতের আসাম, মেঘালয় ও ☛৫ এর পাতায় দেখুন

আজ শুরু হচ্ছে ৪৪তম আগরতলা বইমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। আগামীকাল হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হচ্ছে জ্ঞানের উৎসব, মননের উৎসব আগরতলা বইমেলা। আগামীকাল বিকাল ৪ টায় ১৩ দিনব্যাপী ৪৪তম আগরতলা বইমেলার উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা।

বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল, আগরতলা পুরনিগমের মেয়র ও বিধায়ক দীপক মজুমদার, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল। ☛৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

Page 1.pmd 1 02-01-2026, 00:42

জাগরণ
আগরতলা,২ জানুয়ারি,২০২৬ইং
১৭ পৌষ, শুক্রবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ডাকে বিতর্ক

হিন্দু দম্পতিদের এক সন্তানে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া অন্তত দুই থেকে তিনটি সন্তান নেয়ার আহ্বান জানাইয়াছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এই বক্তব্য ও তার প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করিয়া অসমের রাজনীতিতে নয়া বিতর্ক তৈরি হইয়াছে। রাজ্যের জনসংখ্যাগত প্রবণতা নিয়া বক্তব্য রাখিতে গিয়া মুখ্যমন্ত্রী বলিয়াছেন, ২০২৭ সালের জনগণনায় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত 'মিয়া' মুসলিমদের জনসংখ্যা ৪০ শতাংশে পৌঁছিতে পারে। তিনি জানাইয়াছেন, অল আসাম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন-এর সহিত রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে ওই জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা ছিল প্রায় ২১ শতাংশ, যাহা ২০১১ সালের জনগণনায় বাড়িয়া ৩১ শতাংশে দাঁড়াইয়াছে। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলিয়াছেন, তাঁহাদের জনসংখ্যা ৪০ শতাংশেরও বেশি হইবে। এমন দিন দূরে নহে, যখন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দেখিবে অসমীয়া জনগণের অনুপাত ৩৫ শতাংশের নিচে নামিয়া যাইতেছে। তিনি আরও বলিয়াছেন, বাংলাদেশের দিক হইতে প্রায়শই বলা হইতেছে, উত্তর-পূর্ব ভারতকে আলাদা করিয়া বাংলাদেশে জুড়িয়া দেয়া উচিৎ। তাঁহাদের যুদ্ধ করিতে হইবে না। একবার যদি তাঁহাদের জনসংখ্যা ৫০ শতাংশ ছাড়িয়া যায়, স্বয়ংক্রিয়ভাবেই উত্তর-পূর্ব ভারত তাঁহাদের হাতে চলিয়া যাইবে। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলিলেন, বিজেপি হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে অসমীয়া জনগণের জন্য আসন সংরক্ষণের কথা বলিতেছে। অথচ কংগ্রেস মুসলিমদের জন্য আলাদা সংরক্ষণের দাবি তুলিতেছে। তাঁহার সংযোজন, কংগ্রেসের গোটা বাস্তুতন্ত্রই ওই জনগোষ্ঠীর ওপর নির্ভরশীল।

একথা অস্বীকার করিবার সুযোগ নাই, মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের জনসংখ্যাগত প্রবণতা নিয়া প্রকাশ্যে কথা বলিয়া একটি সংবেদনশীল বিষয়কে আলোচনার কেন্দ্রে আনিয়াছেন। দীর্ঘদিন ধরিয়া যে প্রশ্নগুলো নীরবে রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে ঘুরপাক খাইতেছিল, সেগুলি স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারিত হইয়াছে। ইহাও সত্য, অভিবাসন, নাগরিকত্ব ও পরিচয়ের মতো জটিল সমস্যার সঙ্গে জনসংখ্যা পরিবর্তনের সম্পর্ক তুলিয়া ধরিয়া তিনি ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ নিয়ে সতর্কবার্তা দেয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্যে একটি অংশের মধ্যে জনসংখ্যা হ্রাসজনিত উদ্বেগ প্রতিফলিত হইয়াছে, যাহা অনেকের মতে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত রহিয়াছে। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে এই মন্তব্য তাঁর সমর্থক ঘাঁটিকে আরও সংহত করার কৌশল হিসাবেও কাজ করিবে, যা বাস্তব রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হইতেছে।

তবে, ইহার অন্য আরেক দিক রহিয়াছে। ধর্মভিত্তিক জন্মহার নিয়া প্রকাশ্য আহ্বান সমাজে বিভাজন আরও গভীর করিবে, তাহা অস্বীকারের সুযোগ নাই। তাহাতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ক্ষেত্রে অবিশ্বাস ও উত্তেজনা বাড়িবার আশঙ্কা রহিয়াছে। "সাত-আটটি সন্তান" বা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধিকে ভবিষ্যৎ দখলের সহিত যুক্ত করিবার মতো মন্তব্য ভয়ের রাজনীতিকে উসকে দিবে, সমালোচকরা এমনটাই মনে করিতেছেন। শুধু তাহাই নহে, জনসংখ্যা সংক্রান্ত জটিল সমস্যাকে শুধুমাত্র ধর্মীয় পরিচয়ের ফ্রেমে দেখিলে দারিদ্র্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নারীস্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আড়ালে চলিয়া যাইবে। একজন মুখ্যমন্ত্রীর কাছ হইতে এমন বক্তব্য প্রশাসনিক সংযমের সীমা ছাড়িয়াছে বলিয়াও অনেকে মনে করিতেছেন। কারণ, ইহাতে সাংবিধানিক সমতা ও নাগরিকত্বের প্রশ্ন জড়িত। সর্বোপরি, হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বক্তব্য রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হইলেও সামাজিকভাবে বিতর্কিত। ইহা একদিকে যেমন অসমের জনসংখ্যা ও অভিবাসন প্রশ্নে নতুন করিয়া আলোচনা শুরু করিতেছে। তেমনই অন্যদিকে ধর্মীয় বিভাজনকে আরও স্পষ্ট করিয়াছে। এহেন মন্তব্য রাজ্যের দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক সংহতিকে কতটা প্রভাবিত করিবে, তাহা সময়ই বলিবে।

অনাথ আশ্রমে ইসকনের অন্নদান, আবাসিকদের মধ্যে সৃষ্টি হল আধ্যাত্মিক পরিবেশ

আগরতলা, ১ জানুয়ারি: আশ্রমচৌমুনীস্থিত ইসকন মন্দিরের উদ্যোগে নিয়মিতভাবে আগরতলার বিভিন্ন প্রান্তে "ফুড ফর লাইফ" বা অন্নদান কর্মসূচি পরিচালিত হয়ে আসছে। এই কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও পাবলিক এলাকায় অন্নদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এই দিন উক্ত অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে রাজধানীর জহরলাল নেহেরু বালিকা নিবাসের সকল আবাসিকদের মধ্যে সুস্বাদু কৃষ্ণপ্রসাদম পরিবেশন করা হয়। ভক্তদের সান্নিধ্য পেয়ে আশ্রমের সকল বালিকা আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে, যার ফলে গোটা পরিবেশে এক আধ্যাত্মিক আবহের সৃষ্টি হয়। ইসকনের পক্ষ থেকে এদিন আবাসিকদের ভগবত গীতার নীতি ও আদর্শ সম্পর্কে পাঠ দেওয়া হয়। পাশাপাশি গীতা জয়ন্তী উপলক্ষে শ্রীমৎ ভাগবত গীতাও দান করা হয়।

আগরতলার ইসকন হরে কৃষ্ণ মন্দিরের এই প্রথাগত ও মানবিক উদ্যোগে সাধারণ জনমহলে আনন্দ ও প্রশংসার হাওয়া বইছে।

নরসিংগড় এইচ.এস. স্কুলের এনসিসি ইউনিটের মানবিক উদ্যোগ

আগরতলা, ১ জানুয়ারি: নরসিংগড় এইচ.এস. স্কুলের ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম ইউনিট ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিন, ১ জানুয়ারি ২০২৬, এলাকার দুস্থ, অসহায় ও আশ্রয়হীন মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ করেছে।

শীতের তীব্রতা বিবেচনা করে এনসিসি-এর স্বেচ্ছাসেবক ছাত্রছাত্রীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে এই সমাজসেবামূলক কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন হয়। শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এই উদ্যোগ মানবিকতা, সহমর্মিতা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। কম্বল বিতরণের মাধ্যমে শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমাজসেবার চেতনা জাগ্রত করাই ছিল এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ভবিষ্যতেও এনসিসি ইউনিটের মাধ্যমে এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

বগুলার 'কুশোর বিদ্রোহ', ইতিহাসের বিস্মৃত অধ্যায়

গৌতম অধিকারী

ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, নীল বিদ্রোহের আগুন ১৮৫৮ সালে প্রথম জ্বলেছিল নদিয়া জেলার বগুলা নীলকুঠিকে কেন্দ্র করে। তার আগে এখানে-সেখানে নীলকরদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠলেও তা প্রতিরোধের স্তরে উন্নীত হয়নি। অর্থাৎ বিক্ষোভ সরাসরি বিদ্রোহে পরিণত হবার উপাচারে সমৃদ্ধ হয়নি। শ্যামনগর, গাড়াপোতা, ছোটো চুপড়িয়া, বড়ো চুপড়িয়া প্রভৃতি এলাকার চাষীরা বগুলা নীলকুঠির ভারপ্রাপ্ত টুইডের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে বিদ্রোহে সংগঠিত করতে শুরু করে। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট', 'সংবাদপ্রভাকর'-এর পাতায় সেই বিদ্রোহের সংবাদ রয়েছে। বিদ্রোহের আগুন সাময়িকভাবে স্তিমিত হলেও বেশিদিন তা থামিয়ে রাখা যায়নি। উপযুক্ত সমিধের জোগান হতেই ১৮৫৯ সালে চৌগাছার দিগম্বর বিশ্বাস, পোড়াগাছার বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও হাঁসখালি-গোবিন্দপুরের গোপাল তরফদারের নেতৃত্বে সেই আগুন কার্যকরীভাবে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। এবং নীল বিদ্রোহ একটা সাফল্যজনক পরিণতির সীমানা স্পর্শ করে। খানিকটা কাকতালীয় ঘটনা হলেও সত্য যে এর ঠিক আশি বছর পরে রাজনৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ কৃষক সংগঠন 'সারা ভারত কৃষক সভা'র পতাকাতলে বাংলাদেশে প্রথম কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয় বগুলাকেই কেন্দ্র করে। আখচাষীদের এই বিদ্রোহ আঞ্চলিক ভাষায় 'কুশোর বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। (নদিয়া-যশোর জেলায় 'আখ' কুশোর নামে পরিচিত।) কোথাও কোথাও বিদ্রোহের সামান্য উল্লেখ থাকলেও কখনও পরবর্তী কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব কিংবা ইতিহাস-রচয়িতাদের কাছে কোনো এক অজানা কারণে তা উপেক্ষার অন্ধকারে রয়ে গেছে।

১৯৩৬ সালে সারা ভারত কৃষক সভা গঠনের পরে বাংলা প্রদেশের প্রথম সংগঠন তৈরি হয় ১৯৩৭ সালে বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়রে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের মধ্য দিয়ে। সম্মেলনে প্রবাদপ্রতিম কমিউনিস্ট নেতা কমরেড মুজাফর আহমেদ কৃষক সভার কাজ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা উপস্থিত করেন। এগুলোর মধ্যে প্রধান ছিল কৃষক সমিতিগুলো গ্রামে গ্রামে তাঁদের নেতৃত্বেই তাঁদের জীবনের সঙ্কট, চাহিদা সম্পর্কে সচেতন থেকে জোতদার-জমিদারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলবে। এই সম্মেলনে বগুলার মামজোয়ান বা বড়ো মুড়াগাছা থেকে কোনো প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন কি না আমরা জানি না। কিন্তু ১৯৩৮ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে এইসব অঞ্চলে কৃষকরা সংগঠিত হতে শুরু করে কতকগুলো বাস্তব সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে। কারণ এ-বৎসরেই দর্শনাতে কেরু এণ্ড কোম্পানির চিনিকল প্রতিষ্ঠিত হয়। চিনিকলের কাঁচামাল হিসেবে আখ বা ইক্ষু, নদিয়ার আঞ্চলিক ভাষায় যাকে বলা হয় 'কুশোর' তা প্রচুর পরিমাণে দরকার হয় কোম্পানির।

মাথাভাঙা- চূর্ণী- ইছামতী- গোরাগাঙনি- ডিঙিটানা বিধৌত নদিয়ার এই অঞ্চলের মাটি কুশোর চাষের উপযোগীও বটে। ফলে কোম্পানি স্থানীয় জমিদারের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে দাদন প্রথার মাধ্যমে চাষীকে আখ বা কুশোর চাষে বাধ্য করতে চায়। কেরু এ্যাণ্ড কোম্পানি স্থানীয় জমিদার ও জোতদারদের কাছ থেকে জমির মালিকানা স্বত্ব নিয়ে আখচাষের ফার্ম তৈরি করতে উদ্যোগ গ্রহণ করে। এইসব জমির নব্বই শতাংশ ভাগচাষীরা উটবন্দী ও শস্য কড়ারে ভাগচাষ করত। আবার অনেক জমি ছিল যার স্বত্বই ছিল চাষীদের। ছিল চাষীদের নিজস্ব মালিকানাধীন বাগান। এসব কোম্পানি জোর করে দখল করে এবং সেখানে নামানো হয় যন্ত্রচালিত লাঙল বা ট্রাক্টর। ফলে ক্ষোভ বাড়তে থাকে। আন্দোলন সংগঠিত হয় কতকগুলো ন্যায্য দাবি সামনে রেখে। তাঁরা চাইলেন দখলকৃত জমির বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ হিসেবে চাষীর জন্য আবাদী জমি। আখ চাষে ইচ্ছুক চাষীদের ন্যায্য দামে ভালো আখবীজ প্রদান ও আখের ন্যায্য দাম। এবং কোম্পানির কর্মচারীদের আখের ওজন-সংক্রান্ত কারচুপি বন্ধ করা।

দীর্ঘস্থায়ী এই আন্দোলনের সূত্রপাত বগুলা- মুড়াগাছাতে। সমসাময়িক এই কৃষক আন্দোলনের সর্বক্ষণের কর্মী ও অগ্রণী নেতা সেদিনের তরুণ কমিউনিস্ট অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'প্রথমে হাঁসখালি থানার মুড়াগাছা কৃষককর্মী অফিসকে কেন্দ্র করে হাঁসখালি থানার বিভিন্ন গ্রামে আন্দোলন গড়ে ওঠে। পরে এই আন্দোলন দর্শনাকে কেন্দ্র করে সমগ্র দামুরহুদা থানা, কৃষ্ণগঞ্জ থানার ব্যাপক অঞ্চল, চুয়াডাঙ্গা থানার নীলমণিগঞ্জ, আলমডাঙা থানার বিভিন্ন গ্রামে প্রসারিত হয়।' (কৃষক আন্দোলনে নদীয়া জেলা, 'পশ্চিমবঙ্গ', নদীয়া জেলা সংখ্যা, ১৯৯৭)। সম্প্রতি 'Communist Movement in Nadia' শীর্ষক একটি গবেষণাপত্রে এই কথা উল্লেখ করে অধ্যাপক ভবানন্দ রায় লিখেছেন, "At first– a movement was formed in different villages of the Hanskhali police station through the farmersó organization of Muragachha village of the Hanskhali police stationƒ Later," দুর্ভাগ্যের বিষয় কুমুদনাথ মল্লিকের 'নদীয়া কাহিনী' নতুন করে সম্পাদনা করতে গিয়ে সংযোজন অংশে সম্পাদক মোহিত রায় 'কৃষক আন্দোলনে কুষ্টিয়া'র বিস্তৃত বিবরণে নদিয়া জেলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস বিবৃত করলেও বগুলার এই আন্দোলন সম্পর্কে একটি কথাও বলেননি। অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর রচনায় সবিশেষ গুরুত্বসহ এই ঘটনার কথা উল্লেখ করলেও বিস্তারিত বিবরণ দেননি। কিন্তু তাঁর লেখা থেকে এটাও পরিষ্কার যে 'প্রথমে হাঁসখালি থানার মুড়াগাছা কৃষককর্মী অফিসকে কেন্দ্র করে হাঁসখালি থানার বিভিন্ন গ্রামে আন্দোলন গড়ে ওঠে'। স্বাভাবিকভাবেই এই 'কৃষককর্মী অফিস' গড়ে ওঠার ইতিহাসটি একটা স্বতন্ত্র গুরুত্ব দাবি করে। সেই দাবির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে ১৯৩৮ সালে ১০ ডিসেম্বর সংখ্যার 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত ইন্দ্রজিৎ গুপ্তের একটি লেখা 'বগুলায় গিয়া কি দেখিলাম?' আপাতত আমাদের নজর সেই লেখা অথবা একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিলের দিকে।

২

সদ্য বিলেত-ফেরত তরুণ কমিউনিস্ট কর্মী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত এবং আরও অনেকেই হাজির হন বগুলায় চাষীদের কাছে। এবং এখানে থেকে কৃষকদের সংগঠিত করে আন্দোলন শুরু করেন। সঙ্গে পেলেন নদিয়ার অবিসংবাদী কৃষক নেতাদের, যাঁরা তখন বয়সে তরুণ সেই সুশীল চট্টোপাধ্যায়, অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায়, মাধবেন্দু মোহন্তসহ অনেককেই। ১৯৩৮ সালের ১০ ডিসেম্বর সংখ্যার 'দেশ' পত্রিকায় ইন্দ্রজিৎ লিখেছেন 'বগুলায় গিয়া কী দেখিলাম শিরোনামে একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন। তিনি লিখেছেন, "দর্শনার চিনির কলের কতৃপক্ষের স্বার্থ আর স্থানীয় জমিদারের স্বার্থ একত্র মিলিত হয়ে চাষীদের একেবারে সর্বস্বান্ত করবার উপক্রম করেছে। ব্যাপারটা কী— ভালো করে জানবার জন্য বিগত ৩রা ডিসেম্বর কলিকাতা থেকে রওনা হলাম। বিকেলবেলায় ট্রেন বগুলা স্টেশনে আমাদের পৌঁছে দিলো। গ্রামের মধ্যে গিয়ে শুনলাম, নিকটেই এক আমবাগানে উৎপীড়িত কৃষকদের সভা বসেছে। সভায় গিয়ে প্রজাদের অভিযোগের যে বিবরণ শুনলাম, তার মর্ম হচ্ছে, দীর্ঘকাল ধরে কৃষকেরা যে সব জমিতে চাষ করে আসছিল--- সেগুলিকে তাদের অধিকার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দর্শনার চিনির কলের মালিকদের কাছে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।" খুব স্বাভাবিকভাবেই নীল বিদ্রোহের সূতিকাগার বগুলাতে নতুন করে কৃষক-নিপীড়নের এই ঘটনার সঙ্গে নীলকর-নিপীড়কদের একটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। ইন্দ্রজিৎও লিখেছেন, "আমার চোখের সামনে অতীত দেখা দিলো তার নীলকর সাহেব আর নীলকুঠগুলি নিয়ে। সে-দিনও বাঙলার পল্লীগুলি বিদেশী কোম্পানীর ধনলিপ্সার নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে বোধহয় আজিকার মত পরিত্রাহি ডাক ছেড়েছিল।" এই তুলনা বা প্রতিতুলনায় কোনো অতিশয়োক্তি নেই। কারণ বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানি এবং কেরু এণ্ড কোম্পানি নামে আলাদা হলেও শোষণ-নিপীড়ন-নির্যাতনের চরিত্রে এক। এবং উভয়েই স্থানীয় জমিদারদের সমর্থন পেয়েছে। নীলকরদের সঙ্গে জমিদারীর সীমানা প্রভৃতি নিয়ে জমিদারদের কারো কারো সংঘাত তৈরি হলেও এক্ষেত্রে জমিদাররা ছিলেন সম্পূর্ণভাবেই কেরু এণ্ড কোম্পানির পাশে। তাঁরাই উদ্যোগী হয়ে চাষীর জমি কেড়ে নিয়ে কেরু এণ্ড কোম্পানির হাতে তুলে দেয়। এবং কোম্পানি জোর করে চাষীদের ফসলের জমিতে নামিয়ে দেয় ট্রাক্টর; যন্ত্রচালিত লাঙল। বগুলা থেকে হাঁসখালি যাবার পথের পাশের গ্রাম মুড়াডাছায় পৌঁছে ইন্দ্রজিৎ প্রত্যক্ষ করেছেন সেই যন্ত্রদানবকে, যা আসলে ভেঙেচুরে দিচ্ছে চাষীদের বুকের পাঁজর "এক জায়গায় দেখি, বিদেশী কোম্পানীর কলের লাঙল রবিশস্যগুলিকে নিষ্পেষিত ক'রে মাঠের মধ্যে ইতস্তত মাতালের মতো যাতায়াত করছে। যে দুর্ভাগা কৃষকের রবিশস্য এমন নির্দয়ভাবে বিনষ্ট হয়েছে, তার অন্তহীন বেদনার কথা ভেবে মন বিচলিত হয়ে উঠলো। নিষ্পেষিত গাছগুলির সঙ্গে হতভাগা চাষীর কত যে আশা নির্মূল হয়ে গেছে।" ঈষৎ কাব্যিক ভাষায় ইন্দ্রজিৎ আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন, "এই কি আমার চিরপরিচিত বাঙলাদেশ? বাঙলাই যদি হবে তবে মাঠে বাঙালি কৃষক কই? সেই লাঙল কই? বলদ কই? বাঙালি কৃষকের কণ্ঠে সেই আকুল করা বাউলের সুর কই? মাথার উপরে জেগে আছে সোনার বাঙলার চির-নির্মল আকাশ! কিন্তু আকাশের সেই নীরবতা কোথায়? ট্র্যাক্টরের গগনবিদারী গর্জন শ্যামলবনানীপরিবৃত প্রান্তরের মধুর নীরবতাকে ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে।" এই আক্ষেপ এক স্বদেশপ্রেমিক তরুণের আবেগের প্রকাশ তো বটেই! কিন্তু সেখানে দেশপ্রেমের ধর্মবাদী মেরুকরণ নেই, আছে বাঙালির চিরায়ত ঐতিহ্যের পরম্পরার উত্তরাধিকার "বগুলার মাঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল এই কথায় মনে হতে লাগল চণ্ডীদাসের আর বিদ্যাপতির, বঙ্কিমচন্দ্রের আর মধুসূদনের, হেমচন্দ্রের আর রবীন্দ্রনাথের বাঙলা পর্দার ছবির মতো মিলিয়ে যাচ্ছে, আর যে বাঙলা চোখের সামনে উঠেছে সে কবির বাঙলা নয়, অর্থলোলুপ ধনকুবেরের বাঙলা।" তবুও বলতে হবে, সেদিনের তরুণ কমিউনিস্ট ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত আবেগের চূড়ায় উঠে তদানীন্তন বাংলাদেশ ও বাঙালি কৃষকের সমস্যার কাব্যিক সমাধানের পথ বাড়াননি। বরং সমস্যার গভীরকে দেখার চেষ্টা করেছেন তাঁর কিশোরবয়সের মার্কসবাদ-অনুশীলিত মন ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। ব্যাখ্যা করেছেন সমস্যার মূলকে। লিখেছেন, "সরল কৃষকেরা জমিজমা হারিয়ে শহরের কলকারখানায় দিনমজুরে পরিণত হচ্ছে এবং পুরাকালের দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদারগণের বংশধরেরা জমিকে মিলের মালিকের কাছে জমা দিয়ে সাধারণ সুদখোরের পর্যায়ে নেমে গিয়েছে।" ইন্দ্রজিৎ গুপ্তের এই লেখাটি 'ইতিহাস' নয়, তবে ইতিহাসের উপকরণ তো বটেই। সাল-তারিখ মেনে ইতিহাসের মতো বর্ণনা দিলেও তিনি উল্লেখ করেননি, মামজোয়ানে কোন বন্ধুর পরামর্শক্রমে তিনি বগুলা এসেছিলেন! জমিদারদের উল্লেখ সত্ত্বেও অন্তত পারিবারিকভাবে কোন জমিদার হিসেবে তাদের চিহ্নিত করা যায়, তার সুলুক-সন্ধান নেই। এইসব তথ্য পেতে আমাদের খানিকটা সম্ভাবনার সত্যের উপর জোর দিতে হয়। মামজোয়ানে ওই সময়ে বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে, এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলনে ততদিনে দীক্ষা নিয়েছেন বিপ্লবী মহাদেব সরকার। মূলত জাতীয় কংগ্রেস-ঘরানায় তাঁর রাজনৈতিক জীবন অতিবাহিত হলেও জীবনের প্রাথমিক পর্বে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বলশেভিক পার্টির দ্বারা খানিকটা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। বিশেষ করে ইন্দ্রজিৎ গুপ্তের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা অবিদিত নয়। আবার রাজনৈতিক জীবন থেকে তিনি যখন অনেকদূরে তখন কাকাবাবু মুজাফর আহমেদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের যে সাক্ষ্য পাওয়া যায়, তাতে বামপন্থী আন্দোলনের শুরুর এই সময়কালে (১৯৩৮-৩৯) মামজোয়ানে রাজনৈতিকভাবে এতটা এগিয়ে থাকা মানুষ হিসেবে মহাদেব সরকার ছাড়া আর কাউকে কল্পনা করাও মুশকিল। ফলে এই কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে বিপ্লবী মহাদেব সরকারের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার কথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না।

কৃষকদের প্রতিপক্ষ হিসেবে কেরু এণ্ড কোম্পানিকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হলেও জমিদারদের বংশধর সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কথা ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত বলেননি। কিন্তু এলাকার পরিচয় বুঝে এটা চিহ্নিত করা অসম্ভব নয়। স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে মামজোয়ান পরগণার জমিদারী কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির হাত থেকে বারহাট্টা বিশ্বাসদের হাতে এসে পৌঁছায়। আর মুড়াগাছার জমিদার ছিলেন বিতর্কাতীতভাবে ঘোষেরা। অন্যদিকে বগুলা কুঠিপাড়া, শিবচন্দ্রপুর, ময়ূরহাট, কৌতুকনগর, বংশীনগর, পায়রাডাঙা, গৌরনগরসহ বিভিন্ন গ্রামে নতুন জমিদার রামগোপাল চেৎলাঙ্গীর বংশধর বদ্রীনারায়ণ চেৎলাঙ্গীর দাপটে পরিত্রাহি রব তুলেছে। শক্তপোক্ত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইটা সহজ এবং স্বল্পসময়ের নয়, এটা বুঝতে পেরেছিলেন সংগঠকেরা। ফলে স্থায়ী আন্দোলনের সংগ্রামী শক্তি বা প্লাটফর্ম হিসেবে কৃষক সমিতি গড়ে উঠেছিল, এমন ইঙ্গিত কিন্তু রয়েছে ইন্দ্রজিৎ গুপ্তের লেখাটিতে। **ক্রমশ ঃ**

বিশ্বের ৯০ শতাংশ ভ্রমণকারী যা দেখেননি ১০ স্থানের মধ্যে একটিতে ঘুরলে তা দেখা পাবেন

বিশেষ প্রতিবেদন।। পর্যটকেরা যখন ঘুরতে বের হন, তখন তাঁদের মাথায় সাধারণত আসে প্যারিস, বালি বা নিউইয়র্কের মতো প্রচলিত স্থানের কথা। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কিছু স্থান আছে, যেখানে মানুষের তুলনায় প্রাণী ও প্রকৃতির আবহটাই বেশি প্রবল। এসব স্থানের অভিজ্ঞতা আপনাকে এমন জগতে নিয়ে যাবে, যা অভূতপূর্ব। স্থানগুলো প্রাণ-প্রাচুর্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসে সমৃদ্ধ। এমন ১০ স্থানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে আমাদের এই আয়োজন। এসব স্থানের যেকোনো একটিতে গিয়ে থাকলে আপনি এত কিছু দেখবেন, যা বিশ্বের ৯০ শতাংশ পর্যটক দেখেননি।

ফ্যারো দ্বীপপুঞ্জ, ডেনমার্ক--- উত্তর আটলান্টিকে নিঃশব্দে বসে আছে ফ্যারো দ্বীপপুঞ্জ। আইসল্যান্ড ও নরওয়ের মাঝামাঝি ১৮টি আগ্নেয়গিরির এই দ্বীপে প্রতিবছর যে পরিমাণ পর্যটক আসেন, তার চেয়ে সেখানে ভেড়ার সংখ্যা বেশি। এখানকার ভূপ্রকৃতি এতটাই মনোমুগ্ধকর, মনে হবে আপনি ভিনগ্রহে গেছেন। জলপ্রপাতের সরাসরি সমুদ্রে এসে পড়া, কিংবা রঙিন ঠোঁটযুক্ত সামুদ্রিক 'পাফিন' পাখির বিচরণ চোখে মায়াজাল তৈরি করে। এখানকার প্রতিটি গ্রামের জনসংখ্যা ২০ জনের কম। স্থানীয় ক্যাল্লুর লাইটহাউস থেকে আটলান্টিকের অসীমতা দেখে প্রকৃত নিঃসঙ্গতাকে আলিঙ্গন করতে পারবেন। এ দ্বীপপুঞ্জে যাতায়াত কিছুটা কঠিন।

স্বালবার্ড, নরওয়ে— আর্কটিকের এই দ্বীপপুঞ্জে মানুষের চেয়ে ধূমকেতু ও শিয়ালের মতো প্রাণীর সংখ্যা বেশি। দ্বীপের জনবসতি ছেড়ে বের হলে হাতে রাইফেল রাখা বাধ্যতামূলক। গ্রীষ্মে চার মাস সূর্য অস্ত যায় না, শীতেও চার মাস সূর্য ওঠে না। জনবসতিগুলো একটার থেকে আরেকটি বিচ্ছিন্ন। তবু এখানে আড়াই হাজার মানুষ বাস করেন। বিশ্বের সর্ব উত্তরের বরফময় এই অঞ্চল সত্যি অভিনব।

সোকোট্রা দ্বীপ, ইয়েমেন— আরব উপদ্বীপ থেকে লাখ লাখ বছর ধরে বিচ্ছিন্ন এই দ্বীপের বাস্তুতন্ত্র অনেক বেশি নিজস্ব। এখানকার উদ্ভিদ ও প্রাণীদের সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণীর তেমন মিল নেই। ড্রাগন ব্লাড গাছগুলো যেন উল্টো ছাতা, মরুভূমির গোলাপ দেখে মনে হয় সেগুলো যেন গলে যাচ্ছে। এখানে পৌঁছানো মানে প্রায় জন-মানবশূন্য সৈকত, অগণিত গুহা ও সোকোট্রা জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আলাদা পৃথিবীতে চলে যাওয়া।

ভুটান---হিমালয় কন্যা হিসেবে পরিচিত ভুটানে পর্যটকদের জন্য অদ্ভুত একটি নিয়ম আছে এ দেশে ঢুকতেই আপনাকে ২৫০ ডলার ফি দিতে হবে, যা তাদের জাতীয় আয়ের অন্যতম বড় উৎস। মাথাপিছু সুখ হিসেব করে দেশটি নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

ভুটানের থিম্পু শহরের পথে হাঁটলে মনে হবে আপনি প্রাচীনকালে ফিরে গেছেন। গাঢ় লাল পোশাকের সন্ন্যাসীরা স্মার্টফোন ব্যবহার করেন। তবে ঐতিহ্যবাহী স্থাপনাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে রয়েছে বিশেষ আইন। এখানকার সমাজকে দেখলে মনে হয়, তারা সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেআধুনিকতা আসবে বিশ্বের চাপিয়ে দেওয়া শর্তে নয়, নিজেদের মতো করে।

ইস্টার দ্বীপ, চিলি—পাথর দিয়ে তৈরি বিখ্যাত মোয়াই ভাস্কর্যের কথা আমরা অনেকে হয়তো জানি। কিন্তু ইস্টার আইল্যান্ড সম্পর্কে জানা আর সেখানে যাওয়াএকেবারে আলাদা ব্যাপার। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে আগ্নেয়গিরির এই ক্ষুদ্র দ্বীপ পৃথিবীর সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন জনবসতিগুলোর একটি। নিকটতম জনবসতি প্রায় ১ হাজার ২০০ মাইল দূরে। চিলির সান্তিয়াগো থেকে এখানে পৌঁছাতে টানা পাঁচ ঘণ্টার ফ্লাইটে চড়তে হয়। পুরোটা সময় সমুদ্রের ওপর দিয়ে। মোয়াই ভাস্কর্যের বাইরে এখানে রয়েছে বিস্ময়কর এক পলিনেশীয় সংস্কৃতি। আগ্নেয়গিরির কিছু প্রাচীন গর্তও আছে, যেখানে নেমে হাঁটা যায়। এখানকার রাতের আকাশ এতটাই স্বচ্ছ, খালি চোখেই মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কাছে থাকা ম্যাজেলানিক মেঘপুঞ্জ দেখা যায়।

মাদাগাস্কার--- অ্যানিমেটেড সিনেমা দেখে মাদাগাস্কার সম্পর্কে যাদের ধারণা তৈরি হয়েছে, আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের দেশটি বাস্তবে তার চেয়ে বেশি অদ্ভুত। দেশটির প্রায় ৯০ শতাংশ প্রাণী ও উদ্ভিদ পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। বাওবাব গাছগুলো দেখলে মনে হয়, সেগুলো উল্টো করে মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছে। লেমুরের (একধরনের বানর) ডাক যেন গাড়ির অ্যালার্মের শব্দ। আছে পাথরের বনযেখানে হাঁটতে গেলে জুতোর তলা কেটে যাওয়ার অনুভূতি হয়। এখানে এমন বসতিও আছে, যেখানকার বাসিন্দারা জীবনে কোনো বিদেশি মানুষ দেখেননি।

পাপুয়া নিউগিনি—৮০০-এর বেশি ভাষা এই একটি বৈশিষ্ট্যই কোনো দেশ সাংস্কৃতিকভাবে বৈচিত্র্যময় হওয়ার জন্য যথেষ্ট। পাপুয়া নিউগিনি তেমনই একটি দেশ। দেশটিতে এখনো এমন অনেক ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী আছে, যারা সবে বহির্বিশ্বের সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করেছে। এসব জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন উৎসব, বেশভূষা, মুখের অঙ্কনে অতিপ্রাচীন ঐতিহ্য দেখা যায়। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের এই দেশটির সড়কপথের যোগাযোগব্যবস্থা দুর্বল। অনেক অঞ্চলে পৌঁছাতে ছোট বিমান ব্যবহার করতে হয়, যা ঘন জঙ্গলের মধ্যে কাটা ঘাসের রানওয়েতে অবতরণ করে। তবে দেশটিতে অভিযাত্রীর মেজাজ শতভাগ পাওয়া যায়।

গ্রিনল্যান্ড— বিশ্বের সবচেয়ে বড় দ্বীপ গ্রিনল্যান্ডের জনসংখ্যা বিশ্বের অনেক ছোট শহরের চেয়েও কম। দ্বীপটির ৮০ শতাংশ এলাকা বরফে ঢাকা। এক শহর থেকে আরেকটিতে যেতে বিমান, নৌকা বা হেলিকপ্টার ব্যবহার করতে হয়। এসব প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও এই দ্বীপ বিশ্বের সবচেয়ে চমকপ্রদ এবং অনন্য জায়গাগুলোর একটি। উত্তর আকাশে নর্দার্ন লাইটসের নৃত্য দেখতে অনেকে দ্বীপটিতে যান। এখানে গ্রীষ্মকালে সূর্য এমনভাবে ঘোরে, যা কখনো অস্ত যায় না।

ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলওয়েতে ভ্রমণ--- ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলওয়েতে ভ্রমণ খুব বিখ্যাত। মস্কো থেকে শুরু হয়ে ভ্লাদিভোস্তক পর্যন্ত বিস্তৃত এ রেলপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৯ হাজার কিলোমিটার। পথিমধ্যে সাইবেরিয়ার বড় বড় শহর, বন, হ্রদ ও অরণ্যের দেখা মেলে। এটি বিশ্বের দীর্ঘতম একক রেলওয়ে যাত্রা। রেল ভেদে সাত থেকে ১৪ দিনে এ পথ অতিক্রম করতে আটটি টাইম জোন পার হতে হয়। এ পথ দিয়ে যেতে বিশ্বের গভীরতম মিঠা জলের হ্রদ বৈকাল হ্রদের' দেখা মেলে। বলা হয়, এই রেল ভ্রমণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেয়।

তুর্কমেনিস্তান— তুর্কমেনিস্তান মধ্য এশিয়ার সবচেয়ে অদ্ভুত ও বিচিত্র দেশ হিসেবে পরিচিত। দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট সাপারমুরাত নিয়াজভ নিজের মায়ের নামে মাসের নাম পরিবর্তন করেছিলেন। সোনার দাঁত নিষিদ্ধ করেছিলেন এবং নিজের একটি সোনার ভাস্কর্য তৈরি করেছিলেন, যা সূর্যের দিকে মুখ করে ঘুরতে পারে। তুর্কমেনিস্তানের রাজধানী আশগাবাতে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সাদা মার্বেলের ভবন রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের লাস ভেগাসের আদলে শহরটির নকশা করা হয়েছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

2-1-26.pmd 1 01-01-2026, 23:26

অনাথ আশ্রমে ইসকনের অন্নদান- আশ্রমচৌমুনীস্থিত ইসকন মন্দিরের উদ্যোগে নিয়মিত রূপে আগরতলার বিভিন্ন প্রান্তে ফুড ফর লাইফ বা অন্নদান অনুষ্ঠানটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা পাবলিক এলাকায় প্রতিপালিত হচ্ছে। এই দিন এই অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে রাজধানীর জহরলাল নেহেরু বালিকা নিবাসের সমস্ত আবাসিকদের মধ্যে সুস্বাদু কৃষ্ণপ্রসাদম পরিবেশন করা হয়। ভক্তদেরকে কাছে পেয়ে আবাসিক সমস্ত বালিকারা আনন্দময় হয়ে ওঠে এবং এর ফলে সেখানে একটি আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ইসকনের পক্ষ থেকে এই দিন আবাসিকদের মধ্যে ভগবত গীতার নীতি জ্ঞানও পাঠ দেওয়া হয়। সেই সাথে গীতা জয়ন্তী উপলক্ষে শ্রীমৎ ভাগবত গীতাও দান করা হয়। আগরতলার ইসকন হরেকৃষ্ণ মন্দিরের এই প্রথাগত ও মানবিক আচরণে সাধারণ জনমহলে দিব্যি আনন্দের হাওয়া বইছে।

নতুন বছর উপলক্ষে স্বর্ণমন্দিরে হাজারো ভক্তের সমাগম

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারী : শীতের তীব্রতা সত্ত্বেও হাজারো ভক্ত বৃহস্পতিবার স্বর্ণমন্দির (হরমন্দির সাহিব) ও অন্যান্য ধর্মীয় স্থানগুলিতে প্রার্থনা করতে উপস্থিত হন। ভোর থেকে শুরু হওয়া ভিড়ের মধ্যে রাত ১২টা থেকেই সোনালী মন্দিরে দর্শনের জন্য লম্বা লাইন ছিল।

ভক্তদের মধ্যে অনেকেই পবিত্র স্নানও করেন সর্ভরে (পবিত্র জলাশয়ে)। দিল্লি থেকে আসা কবিতা গুপ্তা বলেন, 'নতুন বছরের প্রথম দিনে স্বর্ণ মন্দিরে প্রার্থনা করা সত্যিই বিশেষ অনুভূতি। আমরা আশা করি ২০২৬ সালে আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ হবে এবং নতুন শুরুর সূচনা হবে।'

পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং চণ্ডীগড়ের বিভিন্ন মন্দির ও গুরুদ্বারাগুলিতেও ভক্তদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রার্থনা করেন যে, মহামহিম জীবনে সুখ ও সফলতা নিয়ে আসুক। হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন মন্দিরে বৃহস্পতিবার ২০২৬ সালের প্রথম দিনে লাখো ভক্ত পবিত্র স্থানগুলিতে আসেন। বিশেষ করে বিলাসপুর জেলার নায়না দেবী মন্দিরে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড় এবং দিল্লি থেকে আসা ভক্তদের বড় ভিড় ছিল। এছাড়া উনা জেলার চিন্তপুরনি মন্দির, কাংগ্রা জেলার জ্বালাজি ও ব্রজেশ্বরী দেবী মন্দিরেও ভক্তদের ব্যাপক উপস্থিতি ছিল। নায়না দেবী মন্দিরের এক কর্মকর্তা জানান, 'এই সপ্তাহান্ত পর্যন্ত দৈনিক ১৫,০০০ থেকে ২০,০০০ ভক্ত আসবেন বলে আশা করা হচ্ছে।' সব মন্দিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে যাতে ভিড়ের মধ্যে কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনা না ঘটে।

হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল শিব প্রতাপ শুক্লা এবং মুখ্যমন্ত্রী সুকভিন্দর সিং সুখু নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানান। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন যে, ২০২৬ সাল সকলের জন্য সুখ, সমৃদ্ধি এবং শান্তি নিয়ে আসবে। তিনি আরও বলেন, '২০২৫ সালে অনেক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা করতে হয়েছে, তবে সে বছরটি উন্নয়ন এবং সাফল্যেরও ছিল, যেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি এবং অবকাঠামো খাতে নতুন মাইলফলক স্থাপিত হয়েছে।' মুখ্যমন্ত্রী 'চিট্টা' (একটি মাদক দ্রব্য) নির্মূলের জন্য সরকারের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পুনর্ব্যক্ত করেন এবং বলেন, ভবিষ্যতে রাজ্যবাসীর কল্যাণ নিশ্চিত করতে সরকার কাজ করে যাবে। রাজ্যপাল আরও বলেন, 'নতুন বছর মানে এক নতুন আশা,

সন্ধান চাই

Ref-East Agartala PS G.D Entry No-29– dated 29-12-2025

পাশের ছবিটি শ্রী অমর দে, পিতা-সুদেশ দে, সাং- কাঁঠালতলী নাম্বার ৩, পূর্ব আগরতলা, জেলা পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স ৩৫ বছর, উচ্চতা ৫ ফুট ২ ইঞ্চি, গায়ের রং- কালো।
গত প্রায় একমাস পূর্বে তার নিজস্ব রিক্সা নিয়ে বাড়ি থেকে কাউকে কিছু না বলে বের যায় এবং আজ পর্যন্ত ফিরে আসেনি। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।
উপরে উল্লেখিত ব্যক্তি সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।
১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা)- ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সি.টি. কন্টোল ৬০৩৩২৩৭৫১৪/১০০
৩) পূর্ব আগরতলা থানা ০৩৮১-২৩২-৫৭৭৪
ICA/D-1692/25

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

SHOW CAUSE NOTICE

WHEREAS, It has been brought to the notice of the undersigned by Sri Amal Das, Fr, I/C, FPU, Pecharthal the Offence Report No.13/FPU-PTL/2025-26 dated, 29/12/2025 and vide his office letter No.F.03/FPU-PTL/2025-26/14-15 dated, 30/12/2025 that on 29/12/2025 at about 4:00 PM during the time of patrolling duty with staff, he has apprehended 01 (one) no. Dozer Machine (JCB) bearing registration No. TR-02L-1512, Chassis No.TEP745NSJN1018215, Engine No.SHAI04/2120208, Model: MANITOUMBL7455 (JCB) from Boiyacherra area under Bhati Machmara Beat of Machara Range for illegally cutting RF land without permission of the authority, which apparently procured illegally.
AND WHEREAS, It has been reported by Sri Amal Das, Fr, I/C, FPU, Pecharthal has checked and seized the said Dozer Machine (JCB) bearing registration No. TR-02L-1512, Chassis No.TEP745NSJN1018215, Engine No.SHAI04/2120208, Model: MANITOUMBL7455 (JCB) from Boiyacherra area under Bhati Machmara Beat of Machara Range and brought to the FPU, Pecharthal Office Complex, Pecharthal for safe custody.
WHEREAS, in exercise of the powers conferred upon me vide Notification No.F.7(89)/For/FP-86/14469 dated, 09.06.1987 of the Forest Department, Govt. of Tripura and No.F.7(310)/For/FP-2016/25701-747 dated, 15.11.2016 of the Additional Secretary to the Government of Tripura as Authorized Officer for the purpose under Sub-Section-2 of Section-52(A) of the Indian Forest (Tripura Second Amendment) Act, 1986 it is contemplated to confiscate the said seized Dozer Machine (JCB) bearing registration No. TR-02L- 1512, Chassis No.TEP745NSJN1018215, Engine No.SHAI04/2120208, Model: MANITOUMBL7455 (JCB) from Boiyacherra area under Bhati Machmara Beat of Machara Range for its use in carrying of forest produces of questionable origin in commission of Forest Offence of Indian Forest Act, 1927 for its use in commission of Forest Offence under section 26(H), 52(A) (2), & 69 of IFA, 1927 and rules made there under by the Government of Tripura.
AND WHEREAS, Sri Bubul Saha S/o: Babul Saha of Shantinagar, Pecharthal, Unakoti Tripura has preferred his authorized ownership and claimed over the vehicle bearing registration No. TR-02L-1512. Chassis No.TEP745NSJN1018215, Engine No.SHAI04/2120208, Model: MANITOUMBL7455 (JCB) by submitting documents against said seized vehicle in support of his claim.
AND THEREFORE, Sri Bubul Saha S/o: Babul Saha of Shantinagar, Pecharthal, Unakoti Tripura is hereby served upon notice to clarify as follows before the Authorized Officer (SDFO, Kumarghat) on any working days within 15 (fifteen) days from the date of issue of this notice (1) Source of involve in cutting RF, Why does not the vehicle to be confiscated to the Government of Tripura for using in illegally carrying of forest produces by using this vehicle, your clarification should be submitted within stipulated days, failing which decision regarding confiscation of vehicle bearing registration No.TR-02L-1512 will be taken ex-parte.
Issued under my Seal & Signature this day on 31/12/2025.
ICA/D-1685/25

[A. Datta, TFS]
Authorized Officer SDFO, Kumarghat

CORRIGENDUM
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:02/BMC/BLG/2025-26, Dated-30/12/2625

In continuation of the Press Notice Inviting e-Tender No. 02/BMC/BLG/2025-26, dated- 04/12/2025, issued by the Bishalgarh Municipal Council for the work "Construction of Common Facility Centre (CFC near Laxmibil Cremation Ground under Bishalgarh Municipal Council, Ward No.-11", it is hereby notified for general information of all concerned bidders that due to some unavoidable circumstances, the dates and time for downloading and submission of the tender are extended as indicated below:

SL. NO.	DNIeT No	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID
1	81/BLG-MC/DNIeT/2025	Rs.497,774.00	Rs.9,955.00	06(Six) months	Up to 15.00 hrs on 16/01/2026	At 15.30 hrs on 16/01/2026

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
ICA/C-3661/25

Dy Chief Executive Officer
Bishalgarh Municipal Council

সাগরমালা ফাইনান্স কর্পোরেশন লিমিটেড ঋণ বিতরণ শুরু, ৪,৩০০ কোটি টাকার ঋণ অনুমোদিত

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারী : ভারতের প্রথম সমুদ্র-সংক্রান্ত নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান সাগরমালা ফাইনান্স কর্পোরেশন লিমিটেড আনুষ্ঠানিকভাবে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করেছে। কোম্পানি ৪,৩০০ কোটি টাকার ঋণ অনুমোদন করেছে, যা দেশের সমুদ্র ব্যবসায়িক অর্থনীতি শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

কোম্পানির ৫১তম বোর্ড মিটিংয়ে ২০২৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর এই ঋণ অনুমোদন করা হয়। এর মাধ্যমে এসএমএফসিএল সমুদ্র ঋণক্ষেত্রে প্রবেশ করলো, যা তার বোর্ড অনুমোদিত কৌশল অনুযায়ী করা হয়েছে। এ পদক্ষেপটি সেই আক্রমণাত্মক রোডম্যাপ অনুসরণ করছে, যা কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদিত হয়েছিল, এবং এর মাধ্যমে ২৫,০০০ কোটি টাকার মোট ঋণ গ্রহণ সীমা এবং ৮,০০০ কোটি টাকার ঋণ বিতরণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। অনুমোদিত ঋণগুলো এই অর্থবছরের মধ্যে বিতরণ করার পরিকল্পনা রয়েছে, এবং এসএমএফসিএল অর্থবছর ২৬ সালে ৮,০০০ কোটি টাকার ঋণ বই গঠনের লক্ষ্য রাখছে।

অনুমোদিত ঋণের মধ্যে প্রায় ৪,০০০ কোটি টাকা একটি গ্রিনফিল্ড পোর্ট প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে, যা কেন্দ্র সরকারের পোর্ট-ভিত্তিক উন্নয়নের প্রতি জোরালো দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করছে। ড্রেজিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া ১৫০ কোটি টাকা এবং গোয়া শিপইয়ার্ড ১১০ কোটি টাকা ঋণ পেয়েছে, যা ড্রেজিং কার্যক্রম এবং দেশীয় শিপবিল্ডিংকে সহায়তা করবে। এসএমএফসিএল ২০২৫ সালের ২৬ জুন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সার্বানন্দ সোনোওয়াল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা সমুদ্র খাতের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ ঋণদাতা হিসেবে কাজ করবে। প্রতিষ্ঠানটি দেশের পোর্ট, এমএসএমই, স্টার্টআপ এবং সমুদ্র খাতের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে দীর্ঘদিনের ঋণ প্রাপ্তির সমস্যা সমাধান করতে এবং সেক্টর-নির্দিষ্ট আর্থিক সমাধান দিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি ভারতের "অমৃত কালের" ভিশন ২০৪৭ এবং দেশের বৃহত্তর ব্লু ইকোনমি লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করতে সহায়ক হবে।

সোনোওয়াল বলেন, 'এটি সরকারের প্রতিরক্ষা উন্নয়ন এবং সমুদ্র খাতের আর্থিক পরিকাঠামো নির্মাণের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার প্রতিফলন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে সমুদ্র খাত এখন আরও পরিষ্কার নীতির আওতায় রয়েছে, যা এসএমএফসিএল-এর মতো বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমুদ্র অবকাঠামো এবং উদ্যোগগুলোর জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে সক্ষম করছে।'

কোম্পানি জানিয়েছে, শীঘ্রই তারা প্রধান ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি থেকে রেটিং পাবে, যা ঋণ নেওয়ার খরচ অপ্টিমাইজ করতে সহায়ক হবে এবং ঋণ বিতরণ কার্যক্রমের সম্প্রসারণে সাহায্য করবে। এছাড়া, এসএমএফসিএল-কে মন্ত্রক দ্বারা সমুদ্র উন্নয়ন তহবিলের নোডাল সংস্থা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে, যার মোট তহবিল ২৫,০০০ কোটি।

এসএমএফসিএল বলেছে, 'শিপবিল্ডিং ফাইনান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স স্কিমের জন্য ৪৪,৭০০ কোটি টাকার আউটলে অনুমোদন, শিপবিল্ডিং এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পে নতুন বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করবে।' কোম্পানিটি সুরক্ষিত অর্থায়ন, স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদী ঋণ, ক্যাশ ফ্লো সমর্থন, ব্যালেন্স শিট ফাইনান্সিং এবং নন-ফান্ড ভিত্তিক পণ্যগুলির মাধ্যমে সমুদ্র খাতের পুরো মূল্য চেইন জুড়ে আর্থিক পণ্য সরবরাহ করবে।

মোহন ভাগবত চতুর্থী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ প্রধান, ছত্তিশগড়ে সামাজিক ঐক্য ও স্বদেশী উদ্যোগের ওপর জোর দেন

রায়পুর, ১ জানুয়ারী : ছত্তিশগড়ের রায়পুর জেলায় অনুষ্ঠিত এক 'হিন্দু সম্মেলনে' তিন দিনের সফরে গিয়ে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সর্সংঘচালক (প্রধান) মোহন ভাগবত সামাজিক ঐক্য এবং স্বদেশী উদ্যোগের প্রতি এক শক্তিশালী বার্তা প্রদান করেন। তিনি বলেন, "ঐক্যের প্রথম পদক্ষেপ হল মনের মধ্যে বিভেদ এবং বৈষম্যের অনুভূতি দূর করা এবং সবাইকে নিজের মতো মনে করা।"

ভাগবত তাঁর ভাষণে আরও উল্লেখ করেন, "গৃহে মাতৃভাষার ব্যবহার, ভারতীয় পোশাকের সম্মান এবং 'লোকালকে ভোকাল' হওয়াএই সবই আমাদের আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যদি আমাদের দেশীয় পণ্য এবং সংস্কৃতিকে সমর্থন করি, তাহলে আমরা সত্যিই আত্মনির্ভরশীল হতে পারি।"

ভাগবত জাতি ও অর্থের ভিত্তিতে কোনো ধরনের বিচার বন্ধ করার কথা বলেন এবং সমাজের মধ্যে পারিবারিক মূল্যবোধের গুরুত্বে জোর দেন। তাঁর বক্তব্যের মূল বিষয় ছিল একতা, স্থিতিশীলতা এবং সম্মিলিত শক্তির প্রয়োজনীয়তা। তিনি বলেন, 'শুধু আলোচনা করতে থাকলে কিছুই অর্জন হবে না, আমাদের একত্রিত হয়ে কাজ করতে হবে।'

ভাগবত তাঁর বক্তৃতায় বাংলাদেশে সম্প্রতি হিন্দুদের ওপর হামলার বিষয়টিও তুলে ধরেন। ১৮ ডিসেম্বর দীপু চন্দ্র দাসের প্রাণনাশক আক্রমণ এবং ২৪ ডিসেম্বর অমৃত মণ্ডলের হত্যা সহ সম্প্রতি হওয়া কয়েকটি লক্ষ্যে হামলা প্রসঙ্গে কথা বলেন। এছাড়া, এক সপ্তাহ আগে ভজেন্দ্র বিশ্বাসের হত্যাও উল্লেখ করেন তিনি।

এ সময়, ভাগবত বলেন, "এমন ক্রান্তিকালে আমাদের ঐক্য বজায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমাজকে একত্রিত হয়ে এই সংকটের মোকাবিলা করতে হবে।" তাঁর মতে, সঙ্ঘ পরিবার তথা সমাজের প্রতিটি সদস্যকে একসাথে এই সমস্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে এবং নিজেদের শক্তির মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করতে হবে।

ভাগবত চমৎকারভাবে নতুন প্রজন্মের প্রতি এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেন, যাতে তারা দেশের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে সম্মান জানায়। তিনি বিশ্বাস করেন যে, পরিবারের ভেতরে মূল্যবোধের প্রতিফলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই মূল্যবোধই আগামী সমাজের ভিত্তি তৈরি করে।

ছত্তিশগড়ে তিন দিনের সফরকালে মোহন ভাগবত বার বার একতা, স্বদেশী পণ্যের ব্যবহার, এবং সামাজিক সমতা বিষয়ে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন, যা উপস্থিত ভক্ত-শ্রোতাদের মধ্যে এক বিশেষ প্রভাব ফেলেছে।

দেহরাদুনে এঞ্জেল চাকমা হত্যা
জাতিগত গালিগালাজ নিয়ে পুলিশের দাবিকে চ্যালেঞ্জ পরিবারের

দেহরাদুন, ১ জানুয়ারি: চলতি মাসের শুরুতে দেহরাদুনে খুন হওয়া ত্রিপুরার ২৪ বছরের যুবক এঞ্জেল চাকমার পরিবার পুলিশের সেই দাবিকে জোরালোভাবে চ্যালেঞ্জ করেছে, যেখানে বলা হয়েছে এই হত্যাকাণ্ডে কোনও জাতিগত বা বর্ণবিদ্বেষমূলক গালিগালাজের ভূমিকা ছিল না। পুলিশের এই প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ঘিরে তদন্তের সংবেদনশীলতা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

এঞ্জেলের কাকা মোমেন চাকমা পুলিশের অবস্থান নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, তদন্তের শুরুতেই এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছনো অত্যন্ত হতাশাজনক। তাঁর অভিযোগ, পুলিশ এঞ্জেলের ভাই ও ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী মাইকেল চাকমার বয়ানকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। মোমেন চাকমার কথায়, "মাইকেল শুধু পরিবারের সদস্য নয়, এই মামলার অভিযোগকারীও। সে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল এবং সবকিছু কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘটে যায়। এমন পরিস্থিতিতে কেউ কীভাবে আশা করতে পারে যে সাধারণ মানুষ ভিডিও তুলে রাখবে?"

এদিকে, পরিবারের অভিযোগের জবাবে দেহরাদুনের সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ অজয় সিং জানান, মাইকেলের প্রাথমিক অভিযোগে 'জাতিভিত্তিক গালিগালাজ'-এর কথা উল্লেখ থাকলেও 'জাতিগত বা বর্ণবিদ্বেষমূলক' শব্দের উল্লেখ ছিল না।

তিনি বলেন, "পরিবার ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেহরাদুনে ছিল, কিন্তু সেই সময়ে তারা জাতিগত গালির কথা পুলিশকে জানায়নি। যদি নতুন কোনও তথ্য থাকে, আমরা অবশ্যই তা তদন্তে অন্তর্ভুক্ত করব।"

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চার্জশিট দাখিলের আগে প্রমাণ জোরদার করার কাজ চলছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের দাবি, অভিযুক্তদের মধ্যে কয়েকজন মণিপুর ও নেপালের বাসিন্দা হওয়ায় ঘটনাটিকে বর্ণবিদ্বেষমূলক হামলা বলা যায় না। পুলিশের এই যুক্তি নিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন নাগরিক সংগঠন ও সমাজকর্মীরা তীব্র আপত্তি তুলেছেন। তাঁদের বক্তব্য, ভারতের মতো বহুভাষিক ও বহুজাতিক সমাজে পরিচয়ের প্রশ্ন অত্যন্ত জটিল, একে এত সরলভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না।

পরিবারের দাবি অনুযায়ী, ৯ ডিসেম্বর জনবহুল এলাকায় ছয় জনের একটি দলের সঙ্গে এঞ্জেল ও তাঁর ভাই মাইকেলের বচসা হয়। অভিযোগ, অভিযুক্তরা 'চিঙ্কি', 'চাইনিজ', 'মোমো'এর মতো শব্দ ব্যবহার করলে ভাইরা প্রতিবাদ করেন, এরপরই পরিস্থিতি হিংসাত্মক হয়ে ওঠে। হামলায় গুরুতর জখম হন অঞ্জেল, যিনি পরে ২৬ ডিসেম্বর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। মাইকেলও আহত হন।

তবে এসএসপি অজয় সিং বলেন, "এখনও পর্যন্ত তদন্তে জাতিগত গালির প্রমাণ মেলেনি। অভিযুক্তরা নিজেদের মধ্যেই হালকা কথাবার্তা বলছিল, ভিড়ের চাপে বিভ্রান্তি তৈরি হয় এবং চাকমা ভাইরা মনে করেন কথাগুলো তাঁদের উদ্দেশে বলা হয়েছে। পুরো ঘটনা কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘটে যায়।"

তিনি আরও জানান, একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে পলাতক অভিযুক্ত যজ্ঞ আওয়াস্থিকে গ্রেফতারের জন্য। অভিযোগ, কাছের একটি ডিমের দোকান থেকে নেওয়া ছুরি দিয়ে তিনিই এঞ্জেলকে আঘাত করেন। এদিকে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইয়ের সঙ্গে কাটানো মুহূর্তের একটি আবেগঘন ভিডিও পোস্ট করে মাইকেল চাকমা সংবাদমাধ্যমকে তাঁকে আর সাক্ষাৎকারের জন্য চাপ না দেওয়ার অনুরোধ জানান। তিনি লেখেন, "আমি বিনীতভাবে সব সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের অনুরোধ করছি, দয়া করে আমাকে আর সাক্ষাৎকারের জন্য চাপ দেবেন না। আমি আমার ভাইকে হারিয়েছি। এই ক্ষতি মেনে নেওয়ার চেষ্টা করছি।"

তিনি আরও বলেন, "আমি বারবার এই যন্ত্রণা অনুভব করার মতো মানসিক অবস্থায় নেই। আমাকে ও আমার পরিবারকে শোক পালন ও সুস্থ হওয়ার জন্য কিছুটা সময় ও জায়গা দিন। আই লাভ ইউ মেরে ভাই।"

এই ঘটনাকে ঘিরে পরিবার ও পুলিশের অবস্থানের ফারাক ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ ও জাতিগত সংবেদনশীলতা নিয়ে পুলিশের ভূমিকা কতটা যথাযথ, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। দেশজুড়ে এই মামলা ইতিমধ্যেই ব্যাপক জনমনোযোগ ও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে।

TENDER NOTICE

The undersigned on behalf of the Governor of Tripura invites tenders in sealed covers from the contractors for Construction of attached toilet of OCS chamber and Mtc. of 2(two) nos old toilet at Sidhai PS and Construction of attached toilet of OCs chamber and Mtc. of old toilet near to OCS chamber at Lefunga PS under SP(West).
The tenders/quotations will be received in the office of the undersigned on 16-01-2026 from 1100 hrs to 1600 hrs. The tenders/quotation will be opened on the same day at 1700 hrs in presence of the representative of quotationers willing to be present at that time, if possible. Details of the NIT of the work and terms and conditions regarding tender are available in the office of the undersigned for inspection on any working day during the office hours.
ICA/C/3675/25

Superintendent of Police
(west) Tripura, Agartala

NOTICE INVITING TENDER

Sealed Tender in 01 (one) Bid system is invited by the undersigned from the Central & State Public Sector undertaking / Enterprise and eligible Contractors / Firms /Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ CPWD upto 4 P.M. on 12/01/2026 for the following works:-

Sl. No.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF TENDER	TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER	PLACE OF SALE OF TENDER DOCUMENTS	CLASS OF TENDER
1	Maintenance of Govt. residential quarter No.E/06, type-V at A.D.Nagar Police Quarter complex by providing tiles in kitchen, water supply and sanitary fittings of bathroom and tiles including painting etc. under SP(procurement) at A.D.Nagar, Agartala.	Rs. 1,00,686	Rs. 2,020	30(Thirty) days	Upto 1600 Hrs on 12/01/2026	At 1700 Hrs on 12/01/2026 If Possible	O/O the Supdt. of Police (Procurement), A.D Nagar, Agartala, West Tripura	Appropriate Class
2	Maintenance of Govt. quarter No.B/42, type-II at A.D.Nagar Police Quarter complex by providing W.C pan and fittings, plastering, doors and windows etc. including painting under SP(procurement) at A.D.Nagar, Agartala.	Rs. 1,49,191	Rs. 2,990	60(Sixty) Days	Upto 1600 Hrs on 12/01/2026	At 1700 Hrs on 12/01/2026 If Possible	O/O the Supdt. of Police (Procurement), A.D Nagar, Agartala, West Tripura	Appropriate Class

A copy of tender notice may be obtained on payment of @Rs.1,000/- (cash/DD) from the office of the undersigned on or before 12-01-2026 at 1600 hours on any working day during office hours. The closing time/date of the tender is 1600 hours on 12-01-2026.
Detailed Tender Notice and terms & conditions may also be seen at Web sites www.tripurapolice.nic.in and www.tripura.nic.in.

ICA/C-3667/25

(Manik Das, IPS)
Supdt. of Police(Procurement)
Tripura: Agartala.

বৃহস্পতিবার ইসকনের উদ্যোগে হরিনাম সংকীর্তন আয়োজিত হয়।

হরেকরকম

সুমিত্রা কর তরুণ লেখক সম্মান পাচ্ছেন রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। ২০২৬ সালের সুমিত্রা কর তরুণ লেখক সম্মান পাচ্ছেন তরুণ কবি, গল্পকার ও গবেষক রাজীব চন্দ্র পাল। প্রথামাফিক নতুন বছরের প্রথম দিনে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলো ত্রিপুরার অগ্রণী প্রকাশনা সংস্থা নীহারিকা। রাজীব চন্দ্র পালের জন্ম ১৯৮৭ সালের ২০ এপ্রিল ত্রিপুরার ধলাই জেলার কমলপুর মহকুমার চানকাপ গ্রামে। বাবা রতনচন্দ্র পাল ও মা গীতা রানী পাল। বাবা কৃষক মা গৃহকর্মী। রাজীব দেবীছড়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক এবং হালাহালি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন।

কমলপুর সরকারি মহাবিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণিতে বাংলায় স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর। তারপর ২০১২ সালে ইউজিসি নেট এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় স্লেট পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন। ২০১২ সালেই ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা বিভাগে বাংলা বিষয়ে অধ্যাপনায় যোগ দেন। ২০১৭ সালে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। বিষয় ছিল তাঁর নিজের সংগৃহীত 'ভবানীনাথ বিরচিত রামায়ণ পুঁথি' সম্পাদনা। ২০১৯ সালে দূরশিক্ষা বিভাগ বন্ধ হয়ে গেলে তিনি কমলপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়ে এবং রামঠাকুর মহাবিদ্যালয়ে অতিথি প্রভাষক হিসেবে ২০২২ সাল পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন। ২০২২ সালে ত্রিপুরা লোকসভা আয়োগ তথা টিপিএসসি-এর মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা সরকারের অধীনস্থ কলেজগুলোতে যে স্নাতকোত্তর অধ্যাপক নিয়োগ হয়, তাতে কৈলাসহরের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় যোগ দেন। এবং বর্তমানে সেখানেই তিনি অধ্যাপনা করছেন। কৃষিভিত্তিক পরিবারে জন্ম এবং বেড়ে ওঠার সুবাদে লোকসংস্কৃতি লোকজীবন ও লোকসাহিত্যকে অত্যন্ত কাছে থেকে দেখেছেন। সেই সূত্রেই লোকসংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। তাছাড়া তিনি প্রাগাধুনিক কালের পুঁথি সম্পাদনামূলক কর্মেও মনোনিবেশ করেছেন। লেখেন নিয়মিত কবিতা এবং ছোট গল্প।

বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের পত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। যেমন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, বিশ্বভারতী পত্রিকা, গৌহাটি থেকে প্রকাশিত HERITAGE বা ঐতিহ্য পত্রিকা, পূর্বমেঘ পত্রিকা প্রভৃতি। এখনও পর্যন্ত পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা ৫৭ টি। ৬৫ টি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্র তথা সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন এবং প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। পুঁথিভিত্তিক বহু কর্মশালা তথা ওয়ার্কশপে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় যেমন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, ন্যাশনাল লাইব্রেরী, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর গুরুচরণ কলেজ, বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমি-ঢাকাতে অংশগ্রহণ করেছেন। পড়াশোনার জগতে অত্যন্ত আগ্রহের বিষয়ে পুঁথিবিদ্যা চর্চা, লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য চর্চা এবং ত্রিপুরার সার্বিক সাহিত্যচর্চা।

রাজীবচন্দ্র পাল পুঁথি সংগ্রাহক। গোটা ত্রিপুরা থেকে পুঁথি সংগ্রহ করেন। প্রায় শতাধিক পুঁথি সংগ্রহ করে নিজস্ব সংগ্রহশালায় রেখেছেন। নিয়মিত লোকসংস্কৃতির ফিল্ডওয়ার্ক তথা ক্ষেত্রসমীক্ষা করে চলেছেন। এখনও তার পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১২।

শীতকালে চুলের যত্ন

এ ধরনের চুল বেশ দ্রুত তেলতেলে হয়ে পড়ে। আর মূল সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় খুশকি। এ ধরনের চুলে তেল মালিশ করার পর ৩০-৪৫ মিনিটের বেশি রাখা উচিত নয়। সপ্তাহে এক-দুই দিন তেল মালিশ করাই যথেষ্ট। হালকা ধরনের তেল বেছে নেওয়া উচিত। কাঠবাদামের তেল দিতে পারেন।

সপ্তাহে দু-তিনবার মৃদু ধরনের শ্যাম্পু দিয়ে চুল পরিষ্কার করে ফেলুন। শ্যাম্পুর পর কন্ডিশনার হিসেবে লেবুর রস কাজে লাগাতে পারেন। এক মগ পানিতে খানিকটা লেবুর রস মিশিয়ে ওই পানি দিয়ে চুল ধুয়ে নিলেই হয়ে যাবে কন্ডিশনারের কাজ।

সপ্তাহে একদিন ২ টেবিল চামচ অ্যালোভেরা জেল, ১ টেবিল চামচ লেবুর রস এবং ১ টেবিল চামচ মুলতানি মাটি মিশিয়ে প্যাক তৈরি করতে পারেন। অ্যালোভেরা জেল বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। প্যাকটি ধোয়ার সময় কুসুম গরম পানি ব্যবহার করুন।

স্বাভাবিক চুলের জন্য স্বাভাবিক চুলও শীতে একটু নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে। এ ধরনের চুলের যত্নে সপ্তাহে দুবার শ্যাম্পু করা প্রয়োজন। সপ্তাহে একদিন উষ্ণ তেল মালিশ করাই যথেষ্ট। সপ্তাহে একদিন ১টি মাঝারি আকারের পাকা কলা, ২ টেবিল চামচ তরল দুধ আর ১ চা-চামচ মধু দিয়ে প্যাক তৈরি করে ব্যবহার করতে পারেন। তাতে চুল থাকবে মসৃণ ও উজ্জ্বল।

কোঁকড়ানো চুল

কোঁকড়ানো চুল এ সময় অতিরিক্ত শুষ্ক ও উষ্কখুষ্ক হয়ে পড়ে। এ ধরনের চুলের যত্নে সপ্তাহে দু-তিন দিন উষ্ণ তেল মালিশ করা প্রয়োজন। সপ্তাহে এক-দুবার শ্যাম্পু করুন। বারবার শ্যাম্পু না করাই ভালো। অবশ্যই বেছে নিতে হবে সালফেটমুক্ত শ্যাম্পু। লিভ-ইন কন্ডিশনার বা কার্ল ক্রিম ব্যবহার করা ভালো। মনে রাখতে হবে, ভেজা চুল তোয়ালে দিয়ে ঘষা যাবে না। সপ্তাহে একদিন ২ টেবিল চামচ নারকেলের দুধ, ১ টেবিল চামচ মধু আর ১ টেবিল চামচ অ্যালোভেরা জেল (বাজারে কিনতে পাবেন) দিয়ে প্যাক তৈরি করে ব্যবহার করুন।

ক্ষতিগ্রস্ত, রুক্ষ চুল চুলে বারবার তাপ প্রয়োগ করতে গিয়ে বা রাসায়নিক প্রয়োগ করতে গিয়ে চুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকলে এ সময় সপ্তাহে একদিন উষ্ণ তেল মালিশ করা আবশ্যক। সপ্তাহে এক-দুবার শ্যাম্পু করা উচিত। মৃদু ধাঁচের শ্যাম্পু বেছে নিন। তাপ প্রয়োগ করতে হয় এমন অনুষঙ্গ, যেমন স্ট্রেটনার বা কার্লার পারতপক্ষে ব্যবহার না করাই ভালো। ময়েশ্চারাইজিং কন্ডিশনার ও হেয়ার সিরাম দারুণ কাজে দেবে। সপ্তাহে একদিন ১টি ডিম, ২ টেবিল চামচ টক দই আর ১ টেবিল চামচ ক্যাস্টর অয়েল দিয়ে প্যাক তৈরি করে ব্যবহার করতে পারেন।

এ সময় অবশ্যই জল খাবেন পর্যাপ্ত। শাকসবজি ও মৌসুমি ফলমূলও খেতে হবে।

চুল ধোয়ার জন্য কুসুম গরম পানি ব্যবহার করুন। কখনোই অতিরিক্ত গরম পানি ব্যবহার করবেন না।

যেসব প্যাকে ডিম থাকে, সেগুলো ধোয়ার সময় স্বাভাবিক তাপমাত্রার পানি ব্যবহার করুন, কুসুম গরম পানিও নয়।

কোনো প্যাকের কোনো উপকরণে অ্যালার্জি থাকলে তা অবশ্যই এড়িয়ে চলুন।

ভেজা চুলে বাইরে যাবেন না।

ঠান্ডা বাতাসে থাকতে হলে অবশ্যই চুল ঢেকে রাখুন। উলের টুপি, মাফলার, শাল বা শীতের যে অনুষঙ্গ দিয়েই মাথা ঢেকে রাখুন না কেন, ভেতরে সুতি কাপড় রাখুন। নিয়মিত চুলের আগা কাটিয়ে নিন। নইলে চুল লাবণ্য হারাবে খুব সহজেই।

ওজন কমাতে মানতে হবে যেসব নিয়ম

ওজন কমানোর কথা ভাবলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে কঠিন ডায়েট চার্ট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা জিমে ঘাম ঝরানো কিংবা পছন্দের খাবার ত্যাগের এক বিভীষিকাময় ছবি। কিন্তু পুষ্টিবিদ ও বিশেষজ্ঞদের মতে, জীবনযাত্রায় খুব সামান্য কিছু পরিবর্তন আনলে কোনো ক্র্যাশ ডায়েট বা জিম ছাড়াই ১০ থেকে ২০ কেজি ওজন কমানো সম্ভব। স্থূলতা কেবল শরীরের বাহ্যিক সৌন্দর্য নষ্ট করে না, বরং এটি মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে; যার ফলে হতাশা ও আত্মবিশ্বাসের অভাবের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই সময় থাকতেই সচেতন হওয়া জরুরি। ওজন কমানোর প্রক্রিয়াকে জটিল না ভেবে নিজের ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ঘরোয়া উপায়েই সুস্থ থাকা যায়।

প্রতিদিনের কর্মব্যস্ততায় যারা ব্যায়ামের সময় পান না, তাদের জন্য খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনাই ওজন কমানোর প্রধান হাতিয়ার হতে পারে। তবে খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন মানেই কেবল সেদ্ধ সবজি খাওয়া নয়, বরং প্রতিদিনের স্বাভাবিক খাবারের মাধ্যমেই ক্যালোরির হিসাব বুঝে রোগা হওয়া সম্ভব। এই যাত্রায় প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বুঝতে হবে ক্যালোরি, প্রোটিন, ফাইবার ও ফ্যাটের সমীকরণ। নিজের শরীর অনুযায়ী কোন উপাদানটি ওজন বাড়াচ্ছে আর কোনটি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করছে, সেটি শনাক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে জাঙ্ক ফুড, অতিরিক্ত চিনি, লবণ এবং প্রসেসড খাবার একেবারেই বাদ দেওয়া বাধ্যতামূলক।

সাধারণ সাদা চালের ভাত বা ময়দার পরিবর্তে ব্রাউন রাইস, কিনোয়া কিংবা মাল্টিগ্রেন আটার মতো বিকল্পগুলো খাদ্যতালিকায় যোগ করলে শরীর যেমন কার্বোহাইড্রেট কম পাবে, তেমনি দীর্ঘক্ষণ পেটও ভরা থাকবে। দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাবার হলো সকালের নাস্তা বা জলখাবার, যা কোনোভাবেই এড়িয়ে যাওয়া চলবে না। প্যাকেটজাত স্ন্যাকসের বদলে ঘরে ভাজা মাখানা, ছোলা, বাদাম বা ওটস খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে এবং পাউরুটি এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। বর্তমান সময়ে ওজন কমানোর অত্যন্ত জনপ্রিয় ও কার্যকরী পদ্ধতি হলো ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং। তবে এটি শুরু করতে হবে ধীরে ধীরে এবং শরীরের সামর্থ্য বুঝে। ৬ ঘণ্টা থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে তা ১৮ ঘণ্টা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যেতে পারে, যদিও ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া একান্ত জরুরি। ওজন কমানোর মূল মন্ত্রটি হলো 'ক্যালোরি ডেফিসিট' অর্থাৎ সারাদিনে যতটা ক্যালোরি খরচ হচ্ছে, তার তুলনায় ক্যালোরি গ্রহণ যেন কম থাকে। খাবারে পর্যাপ্ত ফাইবার ও প্রোটিন থাকলে বারবার খাওয়ার প্রবণতা বা ক্রেভিংস কমে যায়। তাড়াহুড়ো না করে এই সাধারণ নিয়মগুলো টানা এক থেকে দেড় মাস মেনে চললেই ওজনে দৃশ্যমান পরিবর্তন আনা সম্ভব।

চা ও তুলসীর অব্যর্থ টোটকায় থাকুন চাঙ্গা

আবহাওয়ার খামখেয়ালির জেরে শিশু থেকে প্রবীণ, সকলকেই বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। শীতের শুরুতেই অনেকের ঠান্ডা লাগার প্রবণতা দেখা যায়। তাঁদের জনও ঘরোয়া টোটকা অবর্থ উপায়। ফ্লু নিরাময়ের জন্য কালো চা ও তুলসী যে অব্যর্থ টোটকা। অধিকাংশ ভারতীয়রা বিশ্বাস করেন, সাধারণ সর্দি ও কাশি বা ফ্লুয়ের জন্য ঘরোয়া টোটকাই যথেষ্ট। তার জন্য যে সব উপাদানগুলির প্রয়োজন সেগুলি শুধু সহজলভতার কারণেই নয়, তাঁদের সম্পূর্ণ কার্যকারিতার কারণেও আস্থা তৈরি হয়েছে। আবহাওয়ার খামখেয়ালির জেরে শিশু থেকে প্রবীণ, সকলকেই বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। শীতের শুরুতেই অনেকের ঠান্ডা লাগার প্রবণতা দেখা যায়। তাঁদের জনও ঘরোয়া টোটকা অবর্থ উপায়। ফ্লু নিরাময়ের জন্য কালো চা ও তুলসী যে অব্যর্থ টোটকা।

কীভাবে বানাবেন জেনে নিন— উপকরণ- মাঝারি মাপের আদার টুকরো, তুলসী ৯-১০টি পাতা, হলুদ এক চিমটে , কালো চা পাতা ১ চা চামচ, এক গ্লাস জল,- পদ্ধতি একটি প্যানে এক গ্লাস জন নিয়ে তাতে কয়েকটি তুলসী পাতা ও আদা টুকরো দিয়ে ৫-৬ মিনিট ফুটিয়ে নিন। একটি গ্লাসে হলুদ ও কালো চা পাতা রাখনু। এবার তুলসী ও আদা দিয়ে ফোটানো জল ঢেলে কিছুক্ষণ ঢেকে রেখে দিন। এবার ছেঁকে নিয়ে খেতে পারেন আবার গার্গল করতে পারেন। প্রসঙ্গত খালি পেটে গার্গল করলে উপকার পাবেন বেশি। তবে সকালে ঘুম থেকে উঠে যদি করতে পারেন,তার ফলাফল ভাল হয়। উপকারিতা কালো চা পাতায় প্রচুর পরিমাণে ক্যাটেচিন এবং টিফুরাবিন থাকে। যার ফলে ফ্লুর সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়। এছাড়া তুলসী হল ভেষজ উপাদানের রানী। এতে রয়েছে ভিটামিন এ এবং সি, ক্যালসিয়াম, জিঙ্ক এবং আয়রন। হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, সর্দি, কনজেশন, কাশি, ফ্লু, সাইনোসাইটিস, গলা ব্যথার মতো উপশমগুলি এক নিমেষে সারিয়ে তুলতে পারে।

সূঁচ ও ব্যথা ছাড়াই ব্লাড সুগার পরীক্ষা বড় আবিষ্কার আইআইটি মাদ্রাজের

এটি মূলত ডায়াবেটিস রোগীদের কথা মাথায় রেখেই তৈরি করা হয়েছে। শারীরিক প্রয়োজনে তাঁদের প্রতিদিনই রক্ত পরীক্ষা করতে হয়।

ব্লাড সুগার পরীক্ষার জন্য আঙুলের গোড়ায় সূঁচ ফোটানো হয়ে থাকে। অনেক সময় ইঞ্জেকশন ও সিরিঞ্জ দিয়ে হাত থেকে রক্ত নিয়েও ব্লাড সুগার পরীক্ষা করা হয়। দুই ক্ষেত্রেই সামান্য ব্যথা অনুভূত হতে পারে। তবে, আইআইটি মাদ্রাজের বিজ্ঞানীরা এমন একটি যন্ত্র তৈরি করেছেন, যা ব্যথা ছাড়াই ব্লাড সুগার পরীক্ষা করতে সক্ষম। এটি মূলত ডায়াবেটিস রোগীদের কথা মাথায় রেখেই তৈরি করা হয়েছে। শারীরিক প্রয়োজনে তাঁদের প্রায় প্রতিদিনই রক্ত পরীক্ষা করতে হয়। যন্ত্রের মাধ্যমে রক্তে শর্করার মাত্রা পরীক্ষা করার সময়, আঙুলে সূঁচের মতো জিনিস দিয়ে ছিদ্র করা হয়। রক্তে শর্করার পরীক্ষার যন্ত্রগুলিতে একটি স্ট্রিপের মাধ্যমে নমুনা সংগ্রহ করতে হয়। যদিও এই সমস্যা এড়াতে সিডিএম-এর মতো অন্যান্য কিছু ডিভাইস পাওয়া যায়, তবে সেগুলি বেশ ব্যয়বহুল। তাই, বেশিরভাগ মানুষই মেশিন দিয়েই ব্লাড সুগার পরীক্ষা করেন।

এই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য আইআইটি মাদ্রাজের বিজ্ঞানীরা নতুন যন্ত্রটি তৈরি করেছেন। অধ্যাপক স্বামীনাথনের মতে, 'নতুন যন্ত্রটি সূঁচের মতো জিনিস দিয়ে করা ছিদ্রের প্রয়োজনীয়তা দূর করবে এবং আরও সঠিক ফলাফল প্রদান করবে। বাজারের অন্যান্য মেশিনগুলির তুলনায় এটি অনেকটাই সস্তা হবে। এই নতুন যন্ত্রটি পুনর্ব্যবহারযোগ্য ইলেকট্রনিক্স থেকে তৈরি। এই যন্ত্রটিতে একটি কম-পাওয়ারের ডিসপ্লে এবং একটি ডিসপোজেবল মাইক্রোনিডেল সেন্সর রয়েছে।'

শিশুর বডি শেমিংয়ের বিষয়ে সচেতন হতে হবে পরিবারকেই

সামাজিক প্রেক্ষাপটে শিশুদের শারীরিক গঠন নিয়ে হাসি-তামাশা করা একটি অতি পরিচিত চিত্র। অনেক সময় আদর করে বা ঠাট্টার ছলে আত্মীয়-স্বজন কিংবা পরিচিতরা শিশুদের ওজন, গায়ের রং বা উচ্চতা নিয়ে মন্তব্য করেন। আপাতদৃষ্টিতে এসব কথাকে 'হালকা রসিকতা' মনে করা হলেও এর প্রভাব শিশুর মনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে।

শরীর নিয়ে হীনমন্যতা কেবল কৈশোরে নয়, বরং শৈশব থেকেই শুরু হয় এবং এর পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা থাকে পরিবারের কাছের মানুষগুলোর।

বিশেষজ্ঞদের মতে, কারো শারীরিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করাই হলো বডি শেমিং। এটি সরাসরি অপমান বা সূক্ষ্ম রসিকতাযেকোনো রূপেই আসতে পারে। গণমাধ্যম ও বিজ্ঞাপনও পরোক্ষভাবে এই প্রবণতাকে উসকে দেয়।

ফরিদপুর মেডিকেল কলেজের শিশু ও পারিবারিক মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. হেলাল উদ্দিন আহমেদ জানান, শিশুরা একটি গুরুত্বপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক বিকাশের পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যায়। এই সময়ে শরীর নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য তাদের আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেয় এবং তাদের সামাজিক যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। দীর্ঘমেয়াদে এর ফলে বিষণ্ণতা ও উদ্বেগ তৈরি হতে পারে।

বডি শেমিংয়ের অন্যতম ভয়াবহ পরিণতি হলো ইটিং ডিজঅর্ডার বা খাওয়ার অস্বাভাবিক অভ্যাস। লোকলজ্জার ভয়ে অনেক শিশু লুকিয়ে অতিরিক্ত খাবার খায়, আবার কেউ কেউ ওজন কমাতে খাওয়ার পর জোর করে বমি করার মতো আত্মঘাতী পথ বেছে নেয়। ভুক্তভোগীদের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, ছোটবেলার সামান্য বিদ্রূপও তাদের মনে আজীবন স্থায়ী ট্রমা হিসেবে থেকে যায়। যেমন ১৯ বছর বয়সী শুভ জানান, শিক্ষকের একটি তুচ্ছ মন্তব্য তাকে তার প্রিয় খেলা ক্রিকেট ছাড়তে বাধ্য করেছিল।

এভাবে শিশুদের সুপ্ত প্রতিভা আর আনন্দগুলো হারিয়ে যায় কেবল অন্যদের নিষ্ঠুর মন্তব্যের কারণে।

অধ্যাপক ডা. হেলাল উদ্দিন আহমেদের মতে, শরীর নিয়ে মন্তব্য করা কাউকে কখনোই অনুপ্রাণিত করে না, বরং তার আত্মমর্যাদাবোধ ধ্বংস করে দেয়। একে 'মোটিভেশনাল নিষ্ঠুরতা' হিসেবে অভিহিত করে তিনি বলেন, শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সবার আগে বাবা-মাকে এগিয়ে আসতে হবে। আত্মীয়দের বুলিং থেকে সন্তানকে রক্ষা করা প্রতিটি অভিভাবকের দায়িত্ব।

শিশুকে 'ওজন কমাও' বা 'এটা নিয়ে ভেবো না' না বলে তার অনুভূতিগুলো বোঝার চেষ্টা করতে হবে। স্বাস্থ্যগত সমস্যা থাকলে আলাদা করে নয়, বরং পুরো পরিবার মিলে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলা উচিত।

বডি শেমিং বন্ধ করতে হলে নীরব দর্শক হওয়া থেকে বের হয়ে আসতে হবে। যদি পরিবারের কেউ বারবার এমন মন্তব্য করে, তবে সেখানে হস্তক্ষেপ করা জরুরি। শিশুদের মূল্য যেন ওজনের কাঁটায় নির্ধারিত না হয়, বরং তারা যেন সহজাত আনন্দ নিয়ে বড় হতে পারে, তা নিশ্চিত করাই বর্তমান সময়ের বড় চ্যালেঞ্জ। শব্দের মাধ্যমেই যদি এই মানসিক ক্ষতের সৃষ্টি হয়, তবে ভালোবাসা ও ইতিবাচক শব্দের মাধ্যমেই তার নিরাময় সম্ভব।

তাঁর মতে, এই যন্ত্রের মাধ্যমে খুব কম খরচে মানুষজন ব্লাড সুগার পরীক্ষা করতে পারবেন। ফলে তাঁদের ল্যাব বা হাসপাতালে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। অবশ্য তিনি এটাও মনে করিয়ে দিয়েছেন, যখন পরীক্ষার ফলাফল সাধারণ মানুষের জন্যও ভালো হবে, তখনই এর আবিষ্কার সার্থক হবে।

ভারতে ১০ কোটিরও বেশি ডায়াবেটিস রোগী রয়েছে। প্রতি বছর এই রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস এবং বিশৃঙ্খল জীবনযাত্রার কারণে মানুষ এর শিকার হচ্ছে। ডায়াবেটিস শরীরের অনেক অংশকে প্রভাবিত করে। একবার এই রোগ দেখা দিলে, এটি কখনও দূর হয় না। ডায়াবেটিস কেবল নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অনেক ডায়াবেটিস রোগী দিনে দুই থেকে তিনবার ব্লাড সুগার পরীক্ষা করেন, আবার কেউ কেউ প্রতি দুই বা তিন দিন অন্তর পরীক্ষা করেন। আইআইটি মাদ্রাজের বিজ্ঞানীদের দ্বারা তৈরি এই যন্ত্রের সাহায্যে, মানুষ ব্যথামুক্ত পরীক্ষার সুবিধা পাবে।

বৃহস্পতিবার একটি গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা নাল্লু।

বাংলাদেশে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং পাকিস্তান ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির স্পিকার সরদার আয়াজ সাদিকের বৈঠক, পাকিস্তানের মিথ্যা প্রচারের চেষ্টা

ঢাকা, ১ জানুয়ারি : বাংলাদেশে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার শেষকৃত্যে অংশ নিতে ঢাকায় গিয়েছিলেন ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। সেখানে তার একটি সংক্ষিপ্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় পাকিস্তান ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির স্পিকার সরদার আয়াজ সাদিকের সাথে। তবে, এই বৈঠকটি ছিল একটি শিষ্টাচারপূর্ণ সাক্ষাৎ, যার সাথে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের বর্তমান ঠাণ্ডা পরিস্থিতি ছিল যুক্ত। এ বিষয়ে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রী নিজেও কোনও সামাজিক মাধ্যমে কোনো পোস্ট প্রকাশ করেননি।

বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনুস তার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ''এক্স'' এ বৈঠকের একটি ছবি শেয়ার করেন, যেখানে তিনি লিখেছেন, "পাকিস্তান ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি স্পিকার সরদার আয়াজ সাদিক, ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে ঢাকায় ১ জানুয়ারি বুধবার, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানের আগে সৌজন্য সাক্ষাৎ করছেন।"

এ বৈঠকটির তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক গুরুত্ব ছিল না, কারণ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক বর্তমানে শীতল অবস্থায় রয়েছে। তবে, পাকিস্তান এই সাক্ষাৎকে ব্যবহার করে মিথ্যা প্রচারণা চালানোর চেষ্টা করেছে এবং দাবি করেছে যে, তারা ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের উন্নতির জন্য সংলাপ ও সংযমের পক্ষেই রয়েছে, যাতে করে আগ্রাসন এবং উত্তেজনা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

পাকিস্তান ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি সেক্রেটারিয়েট এক প্রেস রিলিজে দাবি করেছে যে, ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জয়শঙ্কর নিজেই পাকিস্তানি স্পিকার আয়াজ সাদিকের সাথে সাক্ষাৎ করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। এই রিলিজে আরো বলা হয়েছে, পাকিস্তান হামলার পর থেকে সবসময়ই শান্তি আলোচনার এবং যৌথ তদন্তের মাধ্যমে উত্তেজনা রোধ করার প্রস্তাব দিয়েছে। তবে ভারত সরকারের অবস্থান দীর্ঘদিন ধরেই স্পষ্ট, যে সন্ত্রাস ও সংলাপ একসঙ্গে চলতে পারে না। পাকিস্তানকে অবশ্যই ভারতীয় ভূখণ্ডে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে হবে, বিশেষত কাশ্মীর ইস্যুতে, তবেই দুই দেশের মধ্যে কোন অর্থপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হবে। গত বছরের পহেলগামের সন্ত্রাসী হামলার পর ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শক্ত পদক্ষেপ নেয় এবং দেশটির ওপর কূটনৈতিক চাপ বৃদ্ধি করে।পহেলগাম হামলার পর ভারত সরকার পাকি-ভারত সম্পর্কের নতুন পথ নির্ধারণ করে এবং জানিয়ে দেয় যে, যদি পাকিস্তান ভারতের উপর কোন সন্ত্রাসী হামলা চালায়, তাহলে তার বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা নেয়া হবে। ভারত তার প্রতিক্রিয়ায় কেবল সামরিক উদ্যোগই নেয়নি, বরং পাকিস্তানের সাথে বিভিন্ন কূটনৈতিক চুক্তি স্থগিত করে এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে।

এদিকে, পাকিস্তান বারবার সংলাপ এবং শান্তির প্রস্তাব দিলেও, ভারত তাদের পূর্বের অবস্থানে অটল রয়েছে যে, পাকিস্তানকে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে, তবেই সম্পর্কের উন্নতি সম্ভব।

কেন্দ্রীয় সরকার সিগারেট ও তামাক পণ্যের ওপর এক্সাইজ শুল্ক বৃদ্ধির ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি : বুধবার কেন্দ্রীয় সরকার সিগারেট এবং অন্যান্য তামাক পণ্যের ওপর এক্সাইজ শুল্কের এক গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী ঘোষণা করেছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে জারি করা এক নোটিফিকেশনে বলা হয়েছে যে, ২০২৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে সিগারেটের ওপর অতিরিক্ত এক্সাইজ শুল্ক আরোপ করা হবে, যা প্রতি ১,০০০ সিগারেট স্টিকের জন্য ২,০৫০ টাকা থেকে ৮,৫০০ টাকা পর্যন্ত হবে।

এই অতিরিক্ত শুল্ক বর্তমান ৪০ শতাংশ জিএসটি (মাল ও সেবা কর) এর উপরে প্রযোজ্য হবে।

এই সিদ্ধান্তটি কেন্দ্রীয় এক্সাইজ (সংশোধনী) বিল, ২০২৫ পাস হওয়ার পর গৃহীত হয়েছে, যা জানায় যে, সিগারেট এবং অন্যান্য তামাক পণ্যের ওপর শুল্ক বৃদ্ধি করা হবে, যেহেতু জিএসটি ক্ষতিপূরণ সেস এর মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন সংসদে বলেছিলেন, 'এই রাজস্বটি ভাগ করা পুলের অংশ হবে এবং ৪১ শতাংশ বণ্টন সূত্র অনুযায়ী রাজ্যগুলির মধ্যে পুনর্বণ্টন করা হবে।' তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, 'অনেক সদস্য মন্তব্য করেছেন যে এটি একটি সেস। তবে, এক্সাইজ শুল্ক কোনো সেস নয়। এক্সাইজ শুল্ক জিএসটি এর আগে ছিল এবং এখন এটি পুনরায় কেন্দ্রে নেওয়া হচ্ছে।'

তিনি আরও বলেন, "অনেক দেশ প্রতিবছর তামাক শুল্ক পর্যালোচনা করে, এবং বেশিরভাগ দেশই এটি মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সংযুক্ত করে। ভারতের ক্ষেত্রেও, জিএসটি চালুর আগে নিয়মিতভাবে তামাক শুল্ক বৃদ্ধি করা হত, মূলত স্বাস্থ্যজনিত কারণে। উচ্চ শুল্ক বা দাম মানুষকে তামাকের প্রতি আসক্তি থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে ছিল।'

এছাড়া, মন্ত্রী জানান যে, ২০১৮ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে তামাক চাষের জন্য ব্যবহৃত ১.১২ লক্ষ একর (৪৫,৩২৩ হেক্টর) জমি অন্য ফসলের চাষে চলে গেছে। এই জমিতে এখন আখ, মাষকলাই, সয়াবিন, তেলপাম, তুলা, মরিচ, ভুট্টা, পেঁয়াজ, মটরশুটি এবং হলুদ চাষ হচ্ছে।

এটি স্পষ্টভাবে নির্দেশিত হচ্ছে যে, সরকারের এই সিদ্ধান্তের লক্ষ্য তামাক পণ্যের ব্যবহার কমানো এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ঝুঁকি মোকাবেলা করা।

রক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ডিআরডিও দিবসে বিজ্ঞানী ও কর্মীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারী : বৃহস্পতিবার, ভারতের রক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং 'ডিআরডিও দিবস' উপলক্ষে ডিআরডিও (ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন) এর বিজ্ঞানী, কর্মী এবং তাদের পরিবারকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

একটি পোস্টে তিনি লেখেন, 'ডিআরডিও দিবসে আমি ভারতের সমস্ত বিজ্ঞানী, কর্মী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। তাদের অটল প্রতিশ্রুতি, বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষতা এবং জাতীয় দায়িত্ববোধ ভারতীয় প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির শক্তি বৃদ্ধিতে এবং আত্মনির্ভর ভারত গড়তে অপরিহার্য।'

তিনি আরও বলেন, "দেশীয়, ভবিষ্যৎ প্রস্তুত প্রযুক্তি উন্নয়ন করে ডিআরডিও আমাদের কৌশলগত স্বাধীনতা এবং সেনাবাহিনীর আস্থা শক্তিশালী করছে। আমি সম্পূর্ণ ডিআরডিও পরিবারের জন্য একটি সফল বছর কামনা করছি, যাতে তারা দেশসেবা এবং নতুন সাফল্য অর্জন করে।" ডিআরডিও বর্তমানে ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন এটি ভারতীয় সেনাবাহিনীর টেকনিক্যাল ডেভেলপমেন্ট এস্টাবলিশমেন্ট, ভারতীয় আর্মমেন্ট ফ্যাক্টরি এবং ডিফেন্স সায়েন্স অর্গানাইজেশনকে একত্রিত করে গঠিত হয়েছিল। সেই সময় ডিআরডিওর মাত্র ১০টি ল্যাবরেটরি ছিল। এখন পর্যন্ত, এই সংস্থাটি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ভারতের সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে এটি ৫২টি ল্যাবরেটরি পরিচালনা করছে, যেখানে প্রধান প্রতিরক্ষা খাতে গবেষণা ও উন্নয়ন পরিচালিত হয়, যেমন এয়ারোনটিক্স, অস্ত্র, ইলেকট্রনিক্স, ল্যান্ড সিস্টেম, জীবনবিজ্ঞান, উপকরণ, মিসাইল এবং নৌ প্রযুক্তি। ডিআরডিও বর্তমানে প্রায় ৫,০০০ বিজ্ঞানী এবং ২৫,০০০ প্রযুক্তিগত ও সহায়ক কর্মী নিয়ে কাজ করছে।

ডিআরডিও দিবসের উপলক্ষে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদীও কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের শুভেচ্ছা জানান।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নতুন বছরের শুভেচ্ছা, শান্তি, সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির কামনা

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের নাগরিকদের নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি আগামী বছরে শান্তি, সুস্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধি কামনা করেন।

একটি মেসেজে, প্রধানমন্ত্রী এক্স প্ল্যাটফর্মে লেখেন, 'সবাইকে ২০২৬ সালের শুভেচ্ছা। আগামী বছরটি যেন সুস্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধি নিয়ে আসে, আপনার প্রচেষ্টায় সফলতা এবং জীবনের সব কাজেই পূর্ণতা নিয়ে আসুক। আমাদের সমাজে শান্তি ও সুখের জন্য প্রার্থনা করছি।'

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা জানিয়েছেন, নতুন বছরটি রাজধানীর মানুষের জন্য নতুন আশা এবং ইতিবাচক শক্তির একটি সময়।

নিজের সামাজিক মাধ্যমের মেসেজে, তিনি বলেন, "অঙ্গো নিউ ইয়ার উপলক্ষে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা। নতুন বছরের এই পবিত্র উপলক্ষ্যে সকল দিল্লিবাসীর জীবনকে নতুন আশা, ইতিবাচক শক্তি এবং টেকসই উন্নতির বার্তা নিয়ে আসুক।"

তিনি আরও বলেন, 'রাজ্য সরকারের জনগণের কল্যাণ এবং দিল্লির উন্নয়নের প্রতি অঙ্গীকার আগামী বছর নতুন শক্তি এবং সংকল্প নিয়ে বাস্তবায়িত হবে। নাগরিকদের আস্থা এবং অংশগ্রহণই দিল্লির উন্নতির ভিত্তি, এবং এই নতুন বছর আমাদের একসাথে কাজ করার একটি সুযোগ, যাতে একটি সমৃদ্ধ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজধানী গড়ে তোলা যায়।'

ভারতজুড়ে শহর ও গ্রামে নতুন বছরের উদযাপন ছিল চরমে। লোকজন একত্রিত হয়ে কাউন্টডাউন ইভেন্ট এবং উৎসবমুখর অনুষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণ করেন।দিল্লি এবং মুম্বাইয়ের মতো মেট্রো শহরগুলিতে কনাউট প্লেস, ইন্ডিয়া গেট এবং মেরিন ড্রাইভের মতো জনপ্রিয় স্থানে বিশাল জমায়েত হয়, যেখানে লোকজন রাতভর উদযাপন করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন রাজ্য প্রশাসন স্থানীয় পর্যায়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে, যাতে নতুন বছরের উদযাপনগুলি শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। বেশ কিছু রাজ্য সরকার ট্র্যাফিক নির্দেশিকা এবং রেস্তোরাঁ ও হোটেলের জন্য নিয়মাবলী জারি করেছে, এবং অতিরিক্ত পুলিশ সদস্য মোতায়েন করেছে জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য।

তৃনমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবসে দুস্থদের মধ্যে কম্বল বিতরণ

আগরতলা, ১ জানুয়ারি : তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আজ প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেস ভবনে দুস্থ ও অসহায় মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়। শীতের এই সময়ে মানবিক সহায়তার লক্ষ্যেই দলের পক্ষ থেকে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্ব ও বিভিন্ন স্তরের কর্মী-সমর্থকেরা। তাঁরা নিজেদের হাতে দুস্থদের মধ্যে কম্বল তুলে দেন এবং শীতের কষ্ট লাঘবে পাশে থাকার বার্তা দেন।

দলীয় নেতৃত্ব জানান, প্রতিষ্ঠা দিবস শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতা নয়, সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ানোই তাঁদের মূল উদ্দেশ্য। আগামী দিনেও এ ধরনের সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে আশ্বাস দেন তাঁরা। কম্বল পেয়ে উপকৃত মানুষজন দলের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

মুঙ্গিয়াকামি স্টেশনে আগরতলা

● প্রথম পাতার পর

অঞ্চলের মানুষদের দৈনন্দিন যাতায়াত আরও সহজ, নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে। দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষা আজ বাস্তবায়িত হওয়ায় এলাকায় আনন্দ ও স্বস্তির পরিবেশ বিরাজ করছে।

তিনি জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে মুঙ্গিয়াকামি স্টেশনকে আরও আধুনিক ও যাত্রীবান্ধব করা হবে, যা এই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে।

নববর্ষে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ

● প্রথম পাতার পর

যেতে পারত। প্রাথমিকভাবে তাকে সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও মাথায় গুরুতর আঘাত থাকায় চিকিৎসকরা দ্রুত সিটি স্ক্যান ও উন্নত চিকিৎসার পরামর্শ দেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে তাকে তড়িঘড়ি শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বর্তমানে সে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। এই ঘটনায় সাব্রুম থানায় একটি লিখিত এজাহার জমা দেওয়া হয়েছে। অপরাধীরা কি উপযুক্ত শাস্তি পাবে? গোটা মহকুমার নজর এখন পুলিশের ভূমিকার দিকে।

বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন চালু

● প্রথম পাতার পর

জানান, বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনে ধাক্কা প্রতিরোধী বিশেষ প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা 'কবচ' থাকবে, যা ট্রেনের নিরাপত্তা বাড়াবে। এছাড়া, এই ট্রেনে টক ব্যাক সিস্টেমও থাকবে।

রেলমন্ত্রী জানিয়েছেন, চলতি বছরেই আরও ১২টি (৬ জোড়া) বন্দে ভারত স্লিপার কোচ দেশের বিভিন্ন রুটে চালু করা হবে। ২০২৭ সালের অগস্টে বুলেট ট্রেন চালু হওয়ার আশা করা হচ্ছে। বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের নকশা অনুযায়ী, ট্রেনটি ১৮০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ গতিতে চলতে সক্ষম।

এছাড়া, রেলমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, ১৬ কোচ বিশিষ্ট এই ট্রেনে ৮২৩ যাত্রী বসতে পারবেন। এর মধ্যে ৩এসি-তে ৬১১ আসন, ২এসি-তে ১৮৮ আসন এবং প্রথম শ্রেণির (ফার্স্ট এসি) জন্য ২৪ আসন থাকবে।

এখন নজর রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ এবং অসম রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে। দুই রাজ্যেই নির্বাচন মার্চ-এপ্রিলের দিকে অনুষ্ঠিত হবে, এবং বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের উদ্বোধন চলতি মাসেই হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন বলে জানা গেছে।

এছাড়া, রেলমন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামী ছয় মাসের মধ্যে আরও আটটি বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন চালু করা হবে এবং বছরের শেষ নাগাদ আরও ১২টি ট্রেন চালু করার লক্ষ্য রাখা হয়েছে। আগামী বছরে ২০০টি স্লিপার ট্রেন চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

বর্ষবরণের উল্লাসের

● প্রথম পাতার পর

আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। ঘটনার পর বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

অন্যদিকে, কমলপুর মহকুমায় পথ দুর্ঘটনা যেন নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই ছোট-বড় দুর্ঘটনার খবর মিলছে, যার সিংহভাগই নেশাজনিত কারণে ঘটছে বলে অভিযোগ।

বৃহস্পতিবার দুপুরে হালহালীর দক্ষিণ বাজার এলাকায় রাজু মালাকার (৩১) নামে এক যুবক মদ্যপ অবস্থায় দ্রুতগতিতে নতুন বাইক চালাতে গিয়ে টিআর০৪২৪৪৯ নম্বরের একটি অটোর উপর ধাক্কা মারেন। দুর্ঘটনায় বাইক চালক আব্দুল রহমান, অটো চালক ও অটোতে থাকা দুই যাত্রী আহত হন।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস আহত রাজু মালাকারকে বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে তাঁর অবস্থার অবনতি হলে ধলাই জেলা কুলাই হাসপাতালে রেফার করা হয়। জানা গেছে, তাঁর মাথায় আঘাত লেগেছে এবং ডান পা ভেঙে গেছে। তাঁর বাড়ি মহাবীর গ্রামে। অন্য আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

সংবাদ সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার হালহালী বাজারে সাপ্তাহিক হাট ছিল। বাজার সেরে মদ্যপান করে বাড়ি ফেরার পথেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। পরপর দুর্ঘটনায় এলাকায় উদ্বেগ বাড়ছে এবং নেশামুক্ত গাড়ি চালানোর দাবিতে সরব হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

আজ শুরু হচ্ছে ৪৪তম

● প্রথম পাতার পর

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী, রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী। বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য পদ্মশ্রী ড. অরুণোদয় সাহা, বিশিষ্ট লেখক নরেশ দেববর্মা, বিশিষ্ট লেখক মিলনকান্তি দত্ত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন বিধায়ক মিনা রাণী সরকার।

বইমেলা উপলক্ষ্যে ইতিমধ্যেই হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণ সাজিয়ে তোলা হয়েছে। এবারের বইমেলার থিম বা মূল ভাবনা "বন্দেমাতরম"। এবারের বইমেলায় ১৮৩টি স্টল খোলা হয়েছে। বই প্রকাশক, বিক্রেতাগণ ইতিমধ্যে তাদের বইয়ের স্টল সাজিয়ে তুলেছেন। প্রতি বছরের মতো এবারের বইমেলায়ও কবি সম্মেলন, বই প্রকাশ, আলোচনাচক্র, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, আকস্মিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, আলোকচিত্র প্রদর্শনী ইত্যাদির আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকবে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার শিল্পীদের পরিবেশিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ১৩দিনব্যাপী বইমেলায় বইপ্রেমীদের যাতায়াতের জন্য এবছরও আগরতলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিনামূল্যে বাস পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বইমেলা প্রতিদিন দুপুর ১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। প্রতিবছরের মতো এবারও বইমেলায় সবার জন্য উন্মুক্ত।

এদিকে, আগামীকাল থেকে শুরু ১৩ দিনব্যাপী ৪৪ তম আগরতলা বইমেলায় এবারও বইপ্রেমীদের যাতায়াতের জন্য আগরতলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিনামূল্যে বাস পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাসগুলো চন্দ্রপুর বাস স্ট্যান্ড, রাধানগর বাস স্ট্যান্ড এবং রবীন্দ্র ভবনের সামনে থেকে প্রতিদিন মেলা চলাকালীন সময়ে চলাচল করবে।

৬০ হাজার কিলোমিটারের সংকল্পযাত্রা ঃ সাইকেলে রাজস্থান

● প্রথম পাতার পর

অরুণাচল প্রদেশ ঘুরে এবার তিনি পা রাখলেন ত্রিপুরায়। ধর্মনগর সার্কিট হাউজে তিনি আজ রাত যাপন করবেন।

এই দীর্ঘ যাত্রার লক্ষ্য শুধু ব্যক্তিগত কৃতিত্ব অর্জন নয়, বরং সমাজকে একটি ইতিবাচক বার্তা দেওয়া। পাপ্পু রামের অভিযানের মূল উদ্দেশ্য তিনটি। প্রথমত, লক্ষ বৃক্ষরোপণের সংকল্প, যার মধ্যে ইতিমধ্যেই ৩০ হাজার গাছের চারা রোপণ সম্পন্ন করেছেন তিনি। দ্বিতীয়ত, পথে পথে স্কুল ও কলেজের পড়ুয়াদের মধ্যে ট্রাফিক সচেতনতা ও সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি। তৃতীয়ত, যুবসমাজকে মাদকাসক্তি থেকে দূরে সরিয়ে খেলাধুলা ও সুস্থ জীবনধারায় উদ্বুদ্ধ করা।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে পাপ্পু রাম বলেন,আমার লক্ষ্য শুধু মাউন্ট এভারেস্ট জয় করা নয়। আমি চাই ভারতের প্রতিটি তরুণের স্বপ্ন যেন এভারেস্টের থেকেও উঁচুতে পৌঁছায়। একটি সুস্থ, সচেতন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ভারত গড়াই আমার এই যাত্রার মূল উদ্দেশ্য।

ভারত-বাংলাদেশ ও ভারত-ভুটান সীমান্তবর্তী দুর্গম এলাকা, প্রতিকূল আবহাওয়া কিংবা পাহাড়ি পথ কোনো কিছুই তাঁর সংকল্পকে দমাতে পারেনি। ত্রিপুরা সফর শেষ করে তিনি আরও গভীর পাহাড়ি অঞ্চলের দিকে রওনা দেবেন। চূড়ান্ত লক্ষ্য বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ায় ভারতের তেরঙা পতাকা উড়ানো।

ত্রিপুরার মাটিতে এই দুঃসাহসী সাইকেল আরোহীকে এক ঝলক দেখতে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। সকলের একটাই কামনা পাপ্পু রাম চৌধুরীর 'শক্তি সংকল্প সফর' সফল হোক এবং এভারেস্টের শিখরে গর্বের সঙ্গে উড়ুক ভারতের তেরঙা।

পরিকাঠামোয় আমূল

● প্রথম পাতার পর

পরিচালিত সিস্টেম সার্ভিল্যান্স অডিটে চিহ্নিত বিভিন্ন ত্রুটিযেমন বায়োমেট্রিক অ্যাক্সেস কন্টোল, ইউজার আইডেন্টিটি ম্যানেজমেন্ট, ইন্টেলিজেন্ট থ্রেট সিস্টেম, ভেসডা স্মোক ডিটেকশন ও ফিজিক্যাল সিকিউরিটিসংশোধনের পর তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক, ভারত সরকার এই মর্যাদাপূর্ণ সার্টিফিকেশন প্রদান করেছে।

ত্রিপুরার বিদ্যুৎ ব্যবস্থার দীর্ঘ ইতিহাসের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন যদিও রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম গঠিত হয়েছে ২০০৪ সালে, তবে ত্রিপুরার বিদ্যুৎ খাতের যাত্রা শুরু হয়েছিল প্রায় ৮৯ বছর আগে, ১৯৩৭ সালে। রাজশাসনের সময় ডিজেল ইঞ্জিনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হয়েছিল। পরবর্তীতে ২০০৫ সাল থেকে রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম আধুনিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থার রূপ নিয়েছে।

তিনি জানান, ২০০৫ সালে যেখানে বিদ্যুৎ গ্রাহকের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩.৯ লক্ষ, বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৫.৭ লক্ষে। বিদ্যুৎ পরিকাঠামোতেও এসেছে অভূতপূর্ব অগ্রগতি ১৩২ কেভি ও ৩৩ কেভি সাব-স্টেশন এবং ট্রান্সমিশন লাইনের বিস্তার রাজ্যের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করেছে।

বিদ্যুৎমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, বিদ্যুৎই উন্নয়নের মূল ভিত্তি। তাই বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে আধুনিক ও জনমুখী করতে একাধিক সংস্কার আনা হয়েছে। লোডশেডিং এখন অনলাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত, স্মার্ট মিটার ও স্বচ্ছ বিলিং চালু হয়েছে। গ্রাহকরা ঘরে বসেই বিল পরিশোধ করতে পারছেন।

তিনি আরও জানান, ২৪শ্র৭ কল সেন্টার, দ্রুত ত্রুটি সারাই পরিষেবা ও ডিজিটাল ব্যবস্থার ফলে রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম আজ একটি আধুনিক পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, রাজ্যের বিদ্যুৎ চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। সেই চাহিদা পূরণে গ্যাস, সৌর ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। রুখিয়ায় ১২০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল প্রকল্প, গোমতী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র পুনরুদ্ধার, ৮০০ মেগাওয়াট পাম্প স্টোরেজ প্রকল্প এবং সৌরবিদ্যুৎ সম্প্রসারণ তারই অংশ।

তিনি জানান, আগরতলা পৌরনিগম এলাকায় সম্পূর্ণভাবে আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি লাইভ লাইন মেইনটেন্যান্স, ড্রোন প্রযুক্তির মাধ্যমে ত্রুটি শনাক্তকরণ এবং হাসপাতাল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক কমিশনের চেয়ারম্যান হেমন্ত ভার্মা, বিদ্যুৎ নিগম -এর এমডি বিশ্বজিৎ বসু সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সময়োপযোগী শিক্ষাদানের

● প্রথম পাতার পর

দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রতিটি বিদ্যালয়ে স্মার্ট ক্লাস চালু করা হয়েছে। জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার সুবিধার জন্য নতুন নতুন ছাত্রাবাস খোলা হয়েছে। পিএমজনমন সহ বিভিন্ন প্রকল্পে ৪৭টি নতুন ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের লক্ষ্য রয়েছে রাজ্যের ৫৮টি ব্লকে একটি করে একলব্য বিদ্যালয় স্থাপন করার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শুধু বিদ্যালয় শিক্ষাই নয়, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও রাজ্য সরকার নতুন নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ণ করছে। রাজ্যে নতুন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা আরও সম্প্রসারিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে শিক্ষা দপ্তরের সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার বলেন, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের সময়োপযোগী শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি বিবেকনগর রামকৃষ্ণ মঠের মহারাজ স্বামী ভক্তিশুধানন্দ বলেন, শিক্ষাদানের মধ্য দিয়েও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় এবং সম্মান অর্জন করা যায়। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ড. ধনঞ্জয় গণচৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সচিব ড. জয়দ্বীপ ভট্টাচার্য। আজ এই অনুষ্ঠানে ২০২২ সাল থেকে ২০২৫ পর্যন্ত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য ফলাফলের জন্য ২৩ জন কৃতি ছাত্রীকে পুরস্কৃত করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী তাদের হাতে শংসাপত্র এবং পুরস্কারের অর্থমূল্য ১০ হাজার টাকার চেক তুলে দেন। মুখ্যমন্ত্রী মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে স্মরণিকার আবরণ উন্মোচন করেন।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় টিএমসির উদ্যোগ শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়।

তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবসে নতুন প্রচার অভিযানে নামলো শাসকদল, ”বাংলার সমর্থনে সংযোগ” কর্মসূচি শুরু

কলকাতা, ১ জানুয়ারি : চলতি বছরে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগেই পুরোদস্তুর প্রচারে নামলো তৃণমূল কংগ্রেস। আজ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রাজ্যজুড়ে শুরু হলো 'বাংলার সমর্থনে সংযোগ' প্রচার কর্মসূচি। এই প্রচারের মাধ্যমে রাজ্যের ১৫ বছরের শাসনের কাজের রিপোর্ট কার্ড বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।

প্রচার কর্মসূচির প্রথম পর্যায়ে রাজ্যের প্রায় ১,৮০০ জন বিশিষ্ট মানুষের বাড়িতে পৌঁছে যাবে রিপোর্ট কার্ড। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই কর্মসূচির জন্য মোট ৩৮টি দল গঠন করা হয়েছে। প্রতিটি দলে সাংসদ, বিধায়ক এবং জেলা ও ব্লক স্তরের নেতৃত্ব থাকবেন। বিশিষ্টদের জন্য একটি করে কিটও পৌঁছে দেওয়া হবে, যাতে থাকবে মুখ্যমন্ত্রীর লেখা চিঠি এবং 'উন্নয়নের পাঁচালি'।

দ্বিতীয় পর্যায়ের জনসংযোগ কর্মসূচির নাম রাখা হয়েছে 'উন্নয়নের সংলাপ'। এটি বুথ স্তরে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে জনগণের মধ্যে সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের কথা তুলে ধরা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আর্থিক বঞ্চনার অভিযোগও এই প্রচারে জোরালোভাবে তুলে ধরা হবে। আগামিকাল থেকেই জেলা সফরে যাচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই দলের অভ্যন্তরে নেতাদের মধ্যে দূরত্ব ঘোচানোর জন্য কড়া বার্তা দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক। দলীয় প্রচারের সঙ্গে সম্পর্কিত যে কোনো কাজেও শীর্ষ নেতৃত্ব নিজেদের নজরদারি রাখবে। কর্মীদের একসাথে কাজ করার ব্যাপারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বার্তা দিয়েছেন।

এদিন, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সকল কর্মী ও সমর্থকদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেছেন, '১৯৯৮ সালের আজকের দিনে তৃণমূল কংগ্রেসের পথচলা শুরু হয়েছিল। আমাদের দলের মূল উদ্দেশ্য দেশমাতৃকার সম্মান, বাংলার উন্নয়ন এবং মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা। এই ঐতিহাসিক যাত্রাপথে আমাদের প্রতিটি কর্মী-সমর্থক অঙ্গীকারবদ্ধ এবং তাঁদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আমরা অবিচল। কোনও অপশক্তির কাছে মাথা নত না করে, সাধারণ মানুষের জন্য আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।'

এছাড়া, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলের কর্মীদের একসাথে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আমরা সকলেই একত্রিত হয়ে দলীয় কাজের দিকে মনোনিবেশ করবো, যাতে আগামী নির্বাচনে জনগণের কাছে আমাদের কাজের ফলাফল পৌঁছাতে পারে।'

'সিকিমের সোনালী জয়ন্তী: মুখ্যমন্ত্রী প্রম সিং তামাং ২০২৬ সালের জন্য নতুন আশা ও উন্নতির বার্তা দিলেন'

গ্যাংটক, ১ জানুয়ারি : সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রম সিং তামাং বৃহস্পতিবার সিকিমবাসীকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, ২০২৬ সাল নতুন শুরুর এবং নব উদ্দীপনার বছর হবে, এবং সিকিম রাজ্য আগামী বছরটি ধারাবাহিক উন্নতির সাক্ষী হবে।

নতুন বছরের বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রত্যেকটি নতুন বছর আমাদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার একটি সুযোগ নিয়ে আসে, যেখানে আমাদের স্পষ্টতা, আত্মবিশ্বাস এবং উদ্দেশ্য আরও দৃঢ় হয়।'

তিনি উল্লেখ করেন যে, সিকিমের স্থিতিশীল উন্নয়নের মূল ভিত্তি হল জনগণের মধ্যে ঐক্য এবং সহযোগিতা।

“আমাদের সমষ্টিগত শক্তি, যা জনগণের নিষ্ঠা, সহিষ্ণুতা এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে গঠিত, তা আমাদের অর্জিত সাফল্যের মূল চাবিকাঠি,” বলেন মুখ্যমন্ত্রী তামাং। তিনি আরও বলেন, জনগণই সিকিমের প্রতিটি সাফল্যের পেছনে শক্তি প্রদান করেছে।মুখ্যমন্ত্রী তার বার্তায় জনগণের আস্থা, সমর্থন এবং সরকারের প্রতি বিশ্বাসের জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সুইজারল্যান্ডের ক্রাঁস-মোন্তানায় নববর্ষে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, একাধিক নিহত

জেনেভা, ১জানুয়ারী : সুইজারল্যান্ডের অভিজাত আলপাইন পর্যটন শহর ক্রাঁস-মোন্তানায় নববর্ষ উদযাপনের সময় একটি জনবহুল বারে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে একাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে বৃহস্পতিবার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় ভ্যালাইস ক্যান্টনের পুলিশ জানিয়েছে, ভোররাতে একটি বিস্ফোরণ ঘটে, যার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশের মুখপাত্র গায়েতাঁ লাথিওঁ সংবাদ সংস্থা এএফপি-কে জানান, এই ঘটনায় বহু হতাহতের খবর পাওয়া গেছে।

“অজ্ঞাত কারণে একটি বিস্ফোরণ হয়েছে। এতে একাধিক মানুষ আহত হয়েছেন এবং বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে,” বলেন লাথিওঁ।

স্কাই নিউজের এক প্রতিবেদনে পুলিশ সূত্রের বরাতে জানানো হয়েছে, বিস্ফোরণে অন্তত ১০ জন নিহত হয়েছেন। যদিও স্থানীয় কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের দাবি, মৃতের সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে। তবে এখনো পর্যন্ত নিহতদের সঠিক সংখ্যা নিশ্চিত করা যায়নি।

রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিস্ফোরণের সময় ওই বারে ১০০ জনেরও বেশি মানুষ উপস্থিত ছিলেন। ঘটনার পর পুরো এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে এবং ক্রাঁস-মোন্তানার আকাশপথে সাময়িকভাবে উড়ান নিষিদ্ধ (নো-ফ্লাই জোন) ঘোষণা করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, স্থানীয় সময় রাত আনুমানিক ১টা ৩০ মিনিটে 'লে কঁস্টেলাসিওঁ' নামের একটি বারে এই বিস্ফোরণ ঘটে। এটি পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় একটি বার, বিশেষ করে এই বিলাসবহুল স্কি রিসোর্টে আগত পর্যটকদের ভিড় লেগে থাকে এখানে।

সুইস গণমাধ্যমে প্রকাশিত ছবিতে দেখা গেছে, বারের ভবনের একটি অংশে আগুন জ্বলছে। ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছে যায় দমকল বাহিনী, অ্যাম্বুল্যান্স ও পুলিশ। জরুরি পরিষেবার কর্মীরা সারা রাত ধরে উদ্ধারকাজ চালান।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, উদ্ধার ও তদন্ত কার্যক্রম এখনো চলমান রয়েছে। আহতদের চিকিৎসা দেওয়া, এলাকা নিরাপদ করা এবং বিস্ফোরণের কারণ নির্ণয়ে তদন্তে জোর দেওয়া হচ্ছে।

এই মর্মান্তিক ঘটনায় নববর্ষের আনন্দ মুহূর্তেই বিষাদে পরিণত হয়েছে ক্রাঁস-মোন্তানার মতো বিলাসবহুল পর্যটনকেন্দ্রে। বিস্ফোরণের প্রকৃত কারণ ও দায়ীদের শনাক্তে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

উত্তরপূর্ব ভারতের মানুষের প্রতি সচেতনতা বাড়ানোর আহ্বান হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

গুয়াহাটি, ১ জানুয়ারি: ত্রিপুরার ছাত্র অ্যাঞ্জেল চাকমার মৃত্যুর পর ভারতে উত্তরপূর্ব অঞ্চল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

ত্রিপুরার ২৪ বছর বয়সী এমবিএ ছাত্র অ্যাঞ্জেল চাকমা ১৬ দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করার পর, একদল মদ্যপ ব্যক্তি তার উপর আক্রমণ চালিয়ে জাতিগত নিগ্রহ করে। এই হামলার পর, তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল, যেখানে তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনা প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ে উত্তরপূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও দিল্লিতেও।

মুখ্যমন্ত্রী শর্মা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'যদি অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়, তবে এটি দেশের জন্য একটি শক্তিশালী বার্তা হবে এবং আশা করা যায়, এমন ঘটনা আর ঘটবে না।'

তিনি বলেন, 'উত্তরপূর্ব ভারতীয়রা গর্বিত ভারতীয় নাগরিক। তাই দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের কাছে উত্তরপূর্ব সম্পর্কে আরও সচেতনতা বাড়ানোর প্রয়োজন।' চাকমার মৃত্যুকে তিনি 'দুঃখজনক ও অদ্ভুত ঘটনা' হিসেবে উল্লেখ করে তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান এবং হামলার নিন্দা করেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, গত পাঁচ বছরে আসামে এমন কোনো ঘটনার উদাহরণ নেই এবং তিনি আশা করেন যে, ভবিষ্যতেও এমন ঘটনা পুনরাবৃত্তি হবে না। যখন তাকে অন্য রাজ্যে পড়াশোনা করা উত্তরপূর্বের ছাত্রদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, তখন তিনি বলেন, 'বর্তমানে কেন্দ্রীয় ডেটা নেই, তবে প্রয়োজন হলে তা সংগ্রহ করা সম্ভব।'

হিমন্ত বিশ্ব শর্মা : 'আমার কাজ আসামের শাসন এবং আমাদের আদর্শিক অবস্থান রক্ষা করা'

গুয়াহাটি, ১ জানুয়ারি : আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ১ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে দাবি করেছেন যে, তার সরকার মুসলিম-বিরোধী নয়, বরং তিনি আসাম রাজ্যের শাসনব্যবস্থা ও আদর্শিক অবস্থান রক্ষা করার জন্য দায়ী। তিনি বললেন, তাঁর কাজ দেশের বাইরে থেকে আসা দৃষ্টিভঙ্গি মোকাবিলা করা নয়।

'আমার কাজ আসামের শাসন এবং দেশের জন্য কাজ করা। আমাদের একটি স্পষ্ট আদর্শিক অবস্থান রয়েছে, এবং আমরা আমাদের আদর্শিক বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলি,' বলেন শর্মা। তিনি আরও বলেন, তার সরকারের কাজের মূল্যায়ন আসামের মাটিতেই করা উচিত, এবং মানুষ আসামে এসে দেখে নিতে পারেন কিভাবে তারা গরীব ও নির্যাতিতদের জন্য কাজ করছেন।

ভারতের জাতীয় ন্যারেটিভ, যা শর্মাকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বরং 'মিয়া' (অবৈধ বাংলাদেশি অভিবাসী) বিরুদ্ধে হওয়ার দাবিতে অভিযুক্ত করে, সেই বিষয়ে তিনি বলেন, 'আমার জন্য এমন ধারণার ব্যাখ্যা দেওয়ার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই।'

মুখ্যমন্ত্রী জানান, তার প্রশাসনের বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত মুসলিম মহিলাদের জন্য সরাসরি উপকারে এসেছে। এক্ষেত্রে, তিনি বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার প্রসঙ্গে বলেন, 'যখন আমরা বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করি, তখন মুসলিম মহিলারা সবচেয়ে বেশি খুশি ছিলেন।'

শর্মা আরও জানান, যারা মনে করেন তার সরকার মুসলিম-বিরোধী, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করার দায়িত্ব তার নয়। 'এটি আমার কাজ নয়, যারা এমনটা মনে করেন তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা,' তিনি মন্তব্য করেন। 'লোকেরা আসামে এসে দেখবে, তারপর তারা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।'

মণিপুর পুলিশ প্রিপ্যাক (প্রো) গেরিলাকে গ্রেপ্তার করেছে, নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার

ইম্ফল, ১ জানুয়ারি : মণিপুর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে তারা নিষিদ্ধ গেরিলা সংগঠন প্রিপ্যাক (প্রো) এর এক সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির নাম ইউমনাম হেরামনি সিংহ, যাকে 'মালেম' নামেও পরিচিত (বয়স ৪১)। গ্রেপ্তার অভিযানের অংশ হিসেবে রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা হয়েছে, যা বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ এবং চাঁদাবাজির প্রচেষ্টা রোধ করতে সহায়ক।মণিপুর পুলিশ এক টুইটে জানিয়েছে, '৩০.১২.২০২৫ তারিখে সুরক্ষা বাহিনী ইম্ফল পূর্ব জেলার লামলাই পুলিশ স্টেশন এর অধীনে কেবি গ্রাম থেকে ইতম নুঙোই মায়াই লেইকাই এর বাসিন্দা ইউমনাম হেরামনি সিংহ @ মালেম (৪১) কে গ্রেপ্তার করেছে। তার কাছ থেকে একটি আধার কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে।'

সম্প্রতি, মণিপুর পুলিশ তাদের অপারেশনগুলোকে তীব্র করেছে, বিশেষ করে সংবেদনশীল এবং সীমান্তবর্তী অঞ্চলে, যাতে সহিংসতা প্রতিরোধ এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির কর্মকাণ্ড এবং তার সম্পর্কের তদন্ত চলছে।

করবুক মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে লোকজনের চলাচলের উপর বিধিনিষেধ

আগরতলা, ১ জানুয়ারি: গতকাল থেকে আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত করবুক মহকুমার ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন ৩০০ মিটার এলাকায় ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৬৩ ধারা জারি করা হয়েছে। এই আদেশবলে করবুক মহকুমার ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্ত বি.ও.পি. লাবোকান্ত পাড়া থেকে বি.ও.পি. চাপলিংছড়া পর্যন্ত ৩০০ মিটার এলাকায় সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরের দিন সকাল ৬টা পর্যন্ত করবুক মহকুমা শাসকের অনুমতি ছাড়া সাধারণ নাগরিকের চলাফেরা এবং কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া ৪ জনের বেশি ব্যক্তির জমায়েত নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

এছাড়া কর্তব্যরত পুলিশ, সিআর.পি.এফ, বি.এস.এফ. ইত্যাদি ব্যতীত কোনও ব্যক্তি লাঠি, আগ্নেয়াস্ত্র কিংবা কোনও ধরনের অস্ত্রশস্ত্র বহন করতে পারবে না। গোমতী জেলার জেলাশাসক এক আদেশবলে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। যদি কোনও ব্যক্তি এই আদেশ অমান্য করেন তাহলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং বি.এন.এস.এস. ২২৩ ধারা অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উল্লেখ্য, কর্তব্যরত পুলিশ, নিরাপত্তারক্ষী, সরকারি কর্মচারি এবং সীমান্ত এলাকায় ৩০০ মিটারের মধ্যে বসবাসকারী নাগরিক এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় বাইরে থাকবেন।

কেন্দ্র সরকার চারটি নতুন শ্রম কোডের খসড়া নিয়ম ঘোষণা করেছে, জনগণের পরামর্শ আহ্বান

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি: কেন্দ্র সরকার চারটি নতুন শ্রম কোডের জন্য খসড়া নিয়ম ঘোষণা করেছে। এই শ্রম কোডগুলি হল — মজুরি কোড ২০১৯, শিল্পিক সম্পর্ক কোড ২০২০, সামাজিক নিরাপত্তা কোড ২০২০ এবং পেশাগত সুরক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মপরিস্থিতি কোড ২০২০। এই কোডগুলিতে গিগ শ্রমিকসহ অন্যান্য শ্রমিকদের, মজুরি, কর্মসংস্থানের ধরন, গ্র্যাচুয়িটি, বোনাস এবং সামাজিক নিরাপত্তার সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এই খসড়া নিয়মগুলির উপর ৪৫ দিনের মধ্যে সব সংশ্লিষ্ট পক্ষ তাদের আপত্তি এবং পরামর্শ জমা দিতে পারবেন।

শ্রম মন্ত্রক গত বছর ২১ নভেম্বর দেশের দীর্ঘকালীন প্রচলিত শ্রম আইনগুলিকে সহজ এবং সুষ্ঠু করার জন্য এই চারটি নতুন শ্রম কোডের বাস্তবায়নের ঘোষণা করেছিল। মন্ত্রকের মতে, নতুন শ্রম কোডগুলি দেশের কর্মীবাহিনীর জন্য উন্নত মজুরি, সুরক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং কল্যাণ নিশ্চিত করবে।শ্রম কোডটি সব শ্রমিকদের জন্য সময়মতো ন্যূনতম মজুরি, তরুণদের জন্য নিয়োগ পত্র, মহিলাদের জন্য সমান বেতন ও সম্মান, ৪০ কোটি শ্রমিকের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা এবং এক বছরের চাকরির পর নির্দিষ্ট সময়ের কর্মীদের জন্য গ্র্যাচুয়িটির গ্যারান্টি প্রদান করবে। এই সংস্কারগুলি ৪০ বছর বা তার বেশি বয়সী শ্রমিকদের জন্য বিনামূল্যে বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা, অতিরিক্ত কাজের জন্য দ্বিগুণ মজুরি এবং আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী শ্রমিকদের জন্য সামাজিক ন্যায়ের গ্যারান্টি নিশ্চিত করবে।

ভারত ও পাকিস্তান একে অপরের হেফাজতে থাকা নাগরিক বন্দী ও মৎস্যজীবীদের তালিকা আদান-প্রদান করেছে

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি: ভারত এবং পাকিস্তান আজ একে অপরের হেফাজতে থাকা নাগরিক বন্দী এবং মৎস্যজীবীদের তালিকা রাজনৈ চ্যানেলের মাধ্যমে আদান-প্রদান করেছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, ভারত তার হেফাজতে থাকা ৩৯১ নাগরিক বন্দী এবং ৩৩ মৎস্যজীবীর তালিকা পাকিস্তানের কাছে পাঠিয়েছে, যারা পাকিস্তানি অথবা পাকিস্তানি হওয়ার সন্দেহ রয়েছে। একইভাবে, পাকিস্তানও তার হেফাজতে থাকা ৫৮ নাগরিক বন্দী এবং ১৯৯ মৎস্যজীবীর তালিকা ভারতকে দিয়েছে, যারা ভারতীয় অথবা ভারতীয় হওয়ার সন্দেহ রয়েছে। ভারত পাকিস্তান থেকে নাগরিক বন্দী, মৎস্যজীবী এবং তাদের নৌকাগুলিকে দ্রুত মুক্তি দেওয়ার এবং তাদের দেশে ফেরত পাঠানোর আবেদন করেছে। এছাড়া, ভারত পাকিস্তান থেকে নিখোঁজ ভারতীয় প্রতিরক্ষা কর্মীদের ফিরিয়ে আনার দাবিও করেছে। পাকিস্তানকে সাজার মেয়াদ পূর্ণ করা ১৬৭ ভারতীয় মৎস্যজীবী এবং নাগরিক বন্দীদের দ্রুত মুক্তি এবং দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া, ভারত পাকিস্তান থেকে হেফাজতে থাকা ৩৫ নাগরিক বন্দী ও মৎস্যজীবীদের তাতণিক কনস্যুলার সহায়তা প্রদান করতে বলেছে, যাদের ভারতীয় হওয়ার সন্দেহ রয়েছে এবং যাদের এখনো কনস্যুলার সহায়তা দেওয়া হয়নি। ভারত পাকিস্তানকে অনুরোধ করেছে যে, সকল ভারতীয় এবং ভারতীয় হওয়া সন্দেহভাজন নাগরিক বন্দী ও মৎস্যজীবীর মুক্তি এবং দেশে ফিরে আসা না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং কল্যাণ নিশ্চিত করতে হবে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলে ২০১৪ সাল থেকে এখন পর্যন্ত পাকিস্তান থেকে ২,৬৬১ ভারতীয় মৎস্যজীবী এবং ৭১ ভারতীয় নাগরিক বন্দীকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এর মধ্যে ২০২৩ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান থেকে ৫০০ ভারতীয় মৎস্যজীবী এবং ১৩ ভারতীয় নাগরিক বন্দীও ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

বাংলাদেশ: শেখ হাসিনা মোহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও মিথ্যার অভিযোগ তুললেন

ঢাকা, ১ জানুয়ারি: বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা মোহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারকে দুর্নীতি, মিথ্যা এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য দেশকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়ার অভিযোগ করেছেন। আওয়ামী লীগের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম পেজে নতুন বছরের বার্তায় শেখ হাসিনা বলেন, 'বাংলাদেশকে ধ্বংস করার চক্রান্তকারী এখন প্রকাশ্যে এসেছে।' তিনি বলেন, 'আজ বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আতঙ্কের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ আর কোন দেশ বাংলাদেশ এবং তার জনগণকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে না।'শেখ হাসিনা দাবি করেন যে, বিদেশী বিনিয়োগকারীরা এবং দানকারীদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা এবং অরাজক পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। তিনি আরও বলেন, 'বাংলাদেশের স্বতন্ত্র পরিচয় এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহ্য আজ প্রশ্নবিদ্ধ।'তিনি উল্লেখ করেন, তার সরকার বৈশ্বিক মঞ্চে দেশের জন্য সম্মানজনক স্থান অর্জনের জন্য নিরলস পরিশ্রম করেছে। শেখ হাসিনা বলেন, 'দেশ সংকটে পড়লে জনগণ ধর্ম, বর্ণ, ভাষা এবং জাতীয়তার সব বিভেদ ভুলে এক হয়ে দেশের জন্য কাজ করেছে।'

শেখ হাসিনা ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ভারতেও অবস্থান করছেন, যেখানে তিনি নিরাপদ স্থানে বসবাস করছেন এবং বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীতে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় রয়েছেন। সাম্প্রতিক সময়ে তিনি ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারকে বৈধতার অভাব এবং চরমপন্থী উপাদানগুলিকে ক্ষমতায় বসানোর অভিযোগ তুলেছেন। তার দাবি, 'সন্ত্রাসীদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে, সংখ্যালঘুদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে এবং আওয়ামী লীগকে কার্যত উপেক্ষা করা হয়েছে।'

শেখ হাসিনা ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এর নির্বাচনের পরিকল্পনাও প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং বলেছেন যে, তার দলের অংশগ্রহণ ছাড়া ওই নির্বাচনটি অবৈধ এবং অস্বীকারযোগ্য হবে। তিনি পূর্বাভাস দেন, যে শীঘ্রই জনরোষ বর্তমান সরকার এবং তার শাসকদের বিরুদ্ধে কঠোর হবে।তবে, তার কঠোর সমালোচনার পরেও শেখ হাসিনা তার নতুন বছরের বার্তায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা কামনা করেছেন এবং জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশকে বর্তমান পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন।

কাজ হারিয়ে সংকটে রোগী পরিচারিকা সমিতির কর্মীরা, হাঁপানিয়া মেডিকেল কলেজে ধর্ণা

আগরতলা: দীর্ঘ ২২ বছর ধরে রোগীর সেবায় নিয়োজিত থাকার পর হঠাৎই গত দু'মাস ধরে কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম সংকটে পড়েছেন রোগী পরিচারিকা সমিতির কর্মীরা। কাজ ফিরে পাওয়ার দাবিতে সোমবার হাঁপানিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ধর্ণা কর্মসূচিতে বসেন তাঁরা।

ধর্ণায় অংশগ্রহণকারী কর্মীরা জানান, বছরের পর বছর হাসপাতালের রোগীদের পরিচর্যায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন ১৫০ জন পরিচারিকা কর্মীরা। কিন্তু কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তাঁদের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এর ফলে বহু পরিবার আজ চরম আর্থিক অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। তাই মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার নিকট বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ সহকারে দেখার জন্য করজোরে আবেদন করেন।

তাঁদের দাবি, অবিলম্বে পূর্বের মতো কাজ পুনরায় চালু করতে হবে এবং স্থায়ীভাবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার স্থায়ী সমাধান চাওয়া হয়। ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতাল চত্বরে পরিস্থিতি সামাল দিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়।

ট্রিপারের ব্যাটারি চুরির সময় হাতেনাতে ধরা পড়ল দুই যুবক

আগরতলা, ১ জানুয়ারি : ট্রিপারের ব্যাটারি চুরির সময় জনতার হাতে আটক হয়েছে দুই যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে এয়ারপোর্ট থানাধীন দুর্গাবাড়ি এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, একটি ট্রিপার গাড়ি থেকে ব্যাটারি চুরি করার চেষ্টা করছিল ওই দুই যুবক। সন্দেহজনকভাবে তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে স্থানীয় বাসিন্দারা এগিয়ে এসে দু'জনকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। পরে খবর দেওয়া হলে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আটক দুই যুবককে হেফাজতে নেয়।

আটক যুবকদের বিরুদ্ধে ট্রিপারের ব্যাটারি চুরির অভিযোগে মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং এই চক্রের সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা এলাকায় চুরি-ছিনতাইয়ের ঘটনা রুখতে পুলিশের নিয়মিত টহলের দাবি জানিয়েছেন।

রাজ্য প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্রে স্বাস্থ্য অধিকর্তার পরিদর্শন

আগরতলা, ১ জানুয়ারি: স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ দেবশ্রী দেববর্মা, যুগ্ম অধিকর্তা ডাঃ অলক দেওয়ান আজ স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীন আগরতলা শ্যামলীবাজারস্থিত রাজ্য প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিদর্শনে যান। পরিদর্শনকালে স্বাস্থ্য অধিকর্তা উক্ত রাজ্য প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং জেলা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্রের পরিকাঠামো সহ বিভিন্ন অফিস কক্ষগুলি ঘুরে দেখেন এবং পারিপার্শকি কর্ম পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ-খবর নেন। এরপর তিনি উক্ত প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র দু”টির আধিকারিক সহ সমস্ত কর্মীদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন এবং এই প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র দু”টির মাধ্যমে বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের পুনর্বাসনে সহায়তা করে আন্তরিকতার সাথে পরিষেবা প্রদানে কাজ করার জন্য সকলকে পরামর্শ দেন।

তাছাড়া দিব্যাঙ্গজনদের ইউনিক ডিসেবিলিটি আইডেন্টিটি কার্ড প্রদান করা, প্রতিবন্ধী শংসাপত্র প্রদানে সহায়তা করা, গ্রামীণ এলাকায় শিবিরের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা বা শনাক্তকরণ ক্যাম্প করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। পাশাপাশি বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের থেরাপিউটিক পরিষেবায় ফিজিওথেরাপি, স্পিচ থেরাপি এবং অন্যান্য কাউন্সেলিং পরিষেবা প্রদানে সহায়তা করা এবং হাঁটার যন্ত্র, হুইলচেয়ার বা শ্রবণ যন্ত্রের মতো সহায়ক সরঞ্জাম পেতে সহায়তা করা বা মেরামত ও ব্যবহার শেখানো ইত্যাদি বিষয়ে পরিষেবার মান উন্নয়ন করার জন্য আহ্বান রাখেন স্বাস্থ্য অধিকর্তা। সভায় স্বাস্থ্য অধিকর্তা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র দু”টির কর্মীদের বিভিন্ন অভাব অভিযোগ শুনেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। এই পরিদর্শনে স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ দেবাশ্রী দেববর্মা ও স্বাস্থ্য অধিকারের যুগ্ম অধিকর্তা ডাঃ অলক দেওয়ান এর সাথে ছিলেন জেলা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্রের সদস্য সচিব ও ডিডিআরও ডাঃ সুধীর দেববর্মা। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজের মাধ্যমে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

কৈলাসহরে শুরু হতে চলেছে ঐতিহ্যবাহী সংহতি মেলা২০২৬

আগরতলা, ১ জানুয়ারি: কৈলাসহরে আশ্রয় সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে আগামীকাল থেকে আগামী ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ঐতিহ্যবাহী সংহতি মেলা২০২৬। মেলাটি অনুষ্ঠিত হবে কৈলাসহর বিমানবন্দর সংলগ্ন মাঠে। উল্লেখ্য, প্রতিবছরই মেলাটি ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয়।

মেলা শুরুর প্রাক্কালে বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে মেলার বিস্তারিত কর্মসূচি ও পরিকল্পনার কথা জানান কৈলাসহরের বিধায়ক তথা আশ্রয় সামাজিক সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বিরজীৎ সিনহা।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান বদরুজ্জামান, সমাজসেবক রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্য্য সহ আশ্রয় সংস্থার অন্যান্য সদস্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সংগঠকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এবারের সংহতি মেলায় থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিভিন্ন স্টল, বিনোদনমূলক আয়োজন ও সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি। মেলাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই এলাকায় উৎসবের আমেজ তৈরি হয়েছে।

রুপাইছড়ির চাতকছড়ি এসটি বয়েজ হোস্টেল পরিদর্শনে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী

আগরতলা, ১ জানুয়ারি: সাব্রুম মহকুমার রুপাইছড়ি এলাকায় অবস্থিত চাতকছড়ি এসটি বয়েজ হোস্টেল পরিদর্শনে যান রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ এবং সভাধিপতি দীপক দত্ত।

পরিদর্শনকালে মন্ত্রী হোস্টেলের আবাসিক পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন এবং হোস্টেলের সার্বিক সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ নেন। ছাত্রদের পড়াশোনা, আবাসন ব্যবস্থা, পানীয় জল, শৌচাগার, বিদ্যুৎ সংযোগ ও দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁদের মতামত শোনেন তিনি।

মন্ত্রী জানান, ছাত্রদের স্বার্থে প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং হোস্টেলের পরিকাঠামো আরও উন্নত করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হবে।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1
02-01-2026, 01:42

াঙ্গন

প্রস্তুতি চূড়ান্ত : টিসিএ-র অনূর্ধ ১৮ প্রথম রাজ্য ক্রিকেট সূচনা আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রস্তুতি একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে। ঐতিহাসিক আয়োজন। প্রথমবারের মতো এই উদ্যোগ। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের। আগামীকাল (শুক্রবার) থেকে শুরু হচ্ছে অনূর্ধ ১৮ বয়স ভিত্তিক রাজ্য ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। সদরের ১৪ টি ক্লাব ক্রিকেট দলের পাশাপাশি ১৮ টি সাব ডিভিশন কে নিয়ে মোট ৩২টি টিমের মধ্যে লীগ কাম নকআউট পর্যায়ের টুর্নামেন্ট আগামীকাল ২ জানুয়ারি, শুক্রবার থেকে শুরু হয়ে ফাইনাল ম্যাচ ১৬ ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হবে। এই হিসেবে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সম্পাদক সুব্রত দে ইতোমধ্যে প্রতিযোগিতার ক্রীড়া সূচিও ঘোষণা করেছেন। উল্লেখ্য প্রতিটি ম্যাচ হবে তিন দিবসীয়।

প্রথম রাউন্ডের খেলায় সারা রাজ্য জুড়ে ৮ টি মাঠে আটটি ম্যাচ একযোগে শুরু হবে। যেমন ২ থেকে ৪ জানুয়ারি উদয়পুরের জামজুরি গ্রাউন্ডে পোলস্টার খেলবে জিরানিয়ার বিরুদ্ধে। বিলোনিয়ার বিদ্যাপীঠ মিনি স্টেডিয়ামে লংতরাই ভ্যালি ও কসমোপলিটন পরস্পরের মুখোমুখি হবে। নরসিংগড়ের পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে হার্ভে খেলবে গন্ডাছড়ার বিরুদ্ধে। মেলাঘরের শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে ধর্মনগর ও উদয়পুর পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। নীপকো গ্রাউন্ডে কমলপুর খেলবে খোয়াই-এর বিরুদ্ধে। ধর্মনগর কলেজ স্টেডিয়ামে বিশালগড় ও ব্লাডমাউথ পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

এমবিবি স্টেডিয়ামে ইউনাইটেড বিএসটি খেলবে স্কুলিঙ্গ ক্লাবের বিরুদ্ধে। তালতলা গ্রাউন্ডে জয়নগর টিকেট ক্লাব এবং শতদল সংঘ পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলা অনুষ্ঠিত হবে ৬ থেকে ৮ জানুয়ারি। এভাবে ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রথম রাউন্ডের খেলা শেষে ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে প্রি কোয়ার্টার ফাইনাল এবং ৮ই ফেব্রুয়ারি থেকে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। ১২ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি সেমিফাইনাল এবং ১৬ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি ফাইনাল ম্যাচের দিনক্ষণ ঘোষিত হয়েছে। অংশগ্রহণকারী ৩২ টি দলকে আটটি গ্রুপে ভাগ করে লীগ পর্যায়ের শেষে ১৬ টি দল নিয়ে হবে প্রি কোয়াটার ফাইনাল ম্যাচ। নকআউট পর্যায়ের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল শেষে ৮ই ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ।

চৌধুরী চরণ সিং স্মৃতি রাজ্যস্তরীয় মহিলা ফুটবলের সেমিফাইনাল কাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্যস্তরীয় মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট বেশ জমজমাট। সেমিফাইনালের লাইন আপ প্রস্তুত। আগামী তিন জানুয়ারি দু-বেলায় দু-টি সেমিফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। ৩ জানুয়ারি, শনিবার বেলা ১১ টায় প্রথম সেমিফাইনালে ধলাই জেলা দল এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলা দল পরস্পরের মুখোমুখি হবে। বেলা দেড়টায় দ্বিতীয় সেমিফাইনালে সিপাহীজলা জেলা দল এবং গোমতী জেলা দল পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে।

খেলা ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত চৌধুরী চরন সিং মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৫-২৬। রাজ্যের আটটি জেলার আটটি দলকে নিয়ে স্টেট লেভেল এই টুর্নামেন্টের চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগরতলার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে সকাল দশটায় আয়োজিত প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে ধলাই জেলা দল ৩-১ গোলের ব্যবধানে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা দলকে পরাজিত করেছে। বিজয়ী দলের পক্ষে সোনিয়া সিনহা, নবমিতা চাষা ও মিনিরং রিয়াং খেলার দ্বিতীয়ার্ধে পরপর তিনটি গোল করেন। তবে প্রথমার্ধের ৩০ মিনিটের মাথায় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অঞ্জনা ত্রিপুরা একটি গোল করে দলকে লিড এনে দিয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ধলাই জেলার স্ট্রাইকারদের দাপটে দক্ষিণ জেলাকে হেরে বিদায় নিতে হয়। দুপুর ১ টায় দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে সিপাহীজলা জেলা দল ৪-০ গোলের ব্যবধানে খোয়াই কে পরাজিত করে সেমিফাইনালে উন্নীত হয়েছে।

বিজয়ী দলের পক্ষে শম্পালি জমাতিয়া খেলার দুই অর্ধে দু-টি গোল করে। তবে তার আগে সোয়ারী দেববর্মা এবং সানিয়া দেববর্মা আরও দুটি গোল করে। শম্পালির দুই গোলে ব্যবধান বেড়ে ৪-০ হয়। বিকেল চারটায় তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে উত্তর জেলা দল ৭-২ গোলের ব্যবধানে পশ্চিম জেলা দলকে পরাজিত করে শেষ চারে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। বিজয়ী দল প্রথমার্ধে ৩-১ গোলে এগিয়েছিল। বিজয়ী উত্তর জেলা দলের পক্ষে বিনীতা সিনহার হ্যাটট্রিক এবং সাকচ্চান্তি রিয়াং-এর দুটি গোল উল্লেখযোগ্য। প্রথমার্ধে একটি করে গোল পায় সঞ্চিতা রিয়াং ও রেমিকা রিয়াং।

পশ্চিম জেলা দলের দুই অর্ধে দুটি গোল করে শ্রেয়া দেব ও উর্মি দেবনাথ। সন্ধ্যা ছয়টায় চতুর্থ তথা অন্তিম কোয়ার্টার ফাইনালে গোমতী জেলা দল ৪-০ গোলের ব্যবধানে ঊনকোটি জেলা দলকে পরাজিত করে। বিজয়ী দলের পক্ষে রংপাপলি জমাতিয়া ও মিতা জমাতিয়া খেলার প্রথমার্ধে দুটি গোল করলে, নিশা জমাতিয়া পরপর দুটি গোল করে করলে চূড়ান্ত ব্যবধান ৪-০ হয়। উল্লেখ্য, ৩০ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ছয়টায় প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন রাজ্যের রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় লোক দলের সাধারণ সম্পাদক তিলক ত্যাগী, বৈকুণ্ঠ নাথ তারক রত্ন মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সভাপতি প্রণব রায়, ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রণব সরকার, সম্পাদক অমিত চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বলা বাহুল্য ৪ জানুয়ারি বিকেল সাড়ে পাঁচটায় প্রতিযোগিতার ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। তবে এর আগে বেলা ১১ টায় অনুষ্ঠিত হবে তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্যাচ।

খোয়াইয়ে বিরসা মুন্ডা জনজাতি আন্তঃ আবাসিক ফুটবল আসর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। খোয়াই সরকারি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের সিন্থেটিক ফুটবল মাঠে খোয়াই মহকুমা জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের আয়োজনে খোয়াই মহকুমাভিত্তিক ভগবান বিরসা মুন্ডা আন্তঃ হোস্টেল তফশিলী জনজাতি ছেলে ও মেয়েদের ফুটবল প্রতিযোগিতার সমাপনী পর্ব অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার।এই প্রতিযোগিতার সমাপনী পর্বে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সত্যেন্দ্র চন্দ্র দাস। প্রধান অতিথি হয়ে খোয়াই জেলা পরিষদের কর্মবিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি অনুকূল দাস বিশেষ অতিথি হয়ে খোয়াই জেলা যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর কমলেন্দু শীল ভারপ্রাপ্ত খোয়াই মহকুমা শাসক কিশোর দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ছিলেন খোয়াই মহকুমা জনজাতি কল্যাণ আধিকারিক নরেন্দ্র দেব্বর্মা। পৌরহিত্য করেন খোয়াই ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি সমীর কুমার দাস। অনুষ্ঠানের শুরুতেই অতিথিদের উত্তরীয় পড়িয়ে ও ফুলের তোড়া দিয়ে বরন করে নেওয়া হয়। এরপর মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে শুভসূচনা করেন উদ্বোধক সহ অন্য অতিথিরা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন নরেন্দ্র দেব্বর্মা। পরপর বক্তব্য রাখেন অনুকূল দাস সত্যেন্দ্র চন্দ্র দাস। অনুষ্ঠানের সভাপতি সমীর কুমার দাস বক্তব্য রাখার মধ্য দিয়ে প্রথমার্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। দ্বিতীয়ার্ধের প্রারম্ভে অতিথিরা খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন। এরপর কিকঅফ করার মধ্য দিয়ে সমাপনী পর্বে চূড়ান্ত পর্যায়ের ফুটবল খেলার সূচনা করেন সমীর কুমার দাস। প্রথমে রতনপুর এস টি গার্লস হোস্টেল বনাম খোয়াই সরকারি এসটি গার্লসহোস্টেলের খেলা। এতে রতনপুর এস টি গার্লস হোস্টেল ৭-০ গোলের ব্যবধানে চ্যাম্পিয়ন হয়। খোয়াই সরকারি এসটি গার্লসহোস্টেল রানার্স হয়। এরপরে খোয়াই সরকারি এস টি বয়েজ হোস্টেল বনাম তাংবিটি এস টি বয়েজ হোস্টেলের খেলা হয়।এতে খোয়াই সরকারি এস টি বয়েজ ৬-১ গোলের ব্যবধানে চ্যাম্পিয়ন হয়। তাংবিটি এস টি বয়েজ হোস্টেল রানার্স। গোটা অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সৌর প্রতিম শর্মা।এদিন চূড়ান্ত পর্যায়ের দুটো ম্যাচে রেফারির দ্বায়িত্ব পালন করেন বরিষ্ঠ শারীর শিক্ষক অজয় ভট্টাচার্য। বিশিষ্ট শারীর শিক্ষক বিশ্বজিৎ দেব সরকার প্রশান্ত সিংহ ও মনিন্দ্র চন্দ্র দেব। উল্লেখ্য যে এই প্রতিযোগিতা শুরু বিগত ২৯ শে ডিসেম্বর এবং গোটা প্রতিযোগিতায় সর্বমোট মেয়েদের পাঁচটা দল ও ছেলেদের এগারোটা দল অংশগ্রহণ করে। এদিন খেলায় মাঠে দর্শক-শ্রোতাদের ভীড় ছিলো লক্ষ্যণীয়।এই প্রতিযোগিতার সমাপনী পর্বে ক্রীড়ামোদী গুণীজনদের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপস্থিতিতে সহযোগীতায় সর্বতভাবে সফল হয়ে উঠেছে।

রোহিত-কোহলি অবসর নেওয়ার পর কী হবে ? এক দিনের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায় অশ্বিন

এক দিনের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায় রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তাঁর প্রশ্ন, ২০২৭ সালের এক দিনের বিশ্বকাপের পর আর ৫০ ওভারের ক্রিকেট থাকবে তো? ২০২৭ সালের এক দিনের বিশ্বকাপে রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি খেলবেন কি না, তা নিয়ে নিশ্চয়তা নেই। রোহিত, কোহলি অবসর নেওয়ার পর এক দিনের ক্রিকেট আর কেউ দেখবেন কি না, সেই প্রশ্ন তুলেছেন ভারতের প্রাক্তন স্পিনার।

নিজের ইউটিউব চ্যানেল 'অ্যাশ কি বাত'-এ অশ্বিন বলেন, "২০২৭ সালের পর এক দিনের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার চিন্তা হচ্ছে। আমি জানি না কী হবে। আমি বিজয় হজারে দেখছি। কিন্তু যে উৎসাহ নিয়ে মুস্তাক আলি টি২০ দেখেছি, সেই উৎসাহ পাচ্ছি না।"

অশ্বিনের মতে, টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি নিয়ে কোনও চিন্তা নেই। কিন্ত এক দিনের ক্রিকেট জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে। তিনি বলেন, "আমাদের ভাবতে হবে, দর্শকেরা কী চাইছেন। আমার মতে, টেস্ট ক্রিকেটের নির্দিষ্ট দর্শক রয়েছেন। তাই টেস্টের ভয় নেই। টি-টোয়েন্টি তো ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে। কিন্তু সমস্যায় পড়েছে এক দিনের ক্রিকেট। এই ফরম্যাটের জনপ্রিয় হওয়ার কোনও জায়গা নেই।"

রোহিত, কোহলির মতো ক্রিকেটার যত দিন এক দিনের ক্রিকেট খেলছেন, তত দিন দর্শক দেখবেন। কিন্তু তাঁরা ছেড়ে দেওয়ার পর কী হবে তা নিয়ে চিন্তায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতের দ্বিতীয় সর্বাধিক (৭৬৫) উইকেটের মালিক। অশ্বিন বলেন, "দেখুন, রোহিত, কোহলি খেলছে বলেই লোকে বিজয় হজারে দেখছে। আমরা জানি, কোনও খেলা এক বা দু'জন ব্যক্তির থেকে বড় হতে পারে না। কিন্তু রোহিত, কোহলি এই ফরম্যাটকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কিন্তু ওরা তো সারা জীবন খেলবে না। ২০২৭ সালের বিশ্বকাপের পর অবসর নেবে। তখন কী হবে?"

টি-টোয়েন্টির প্রভাবে এক দিনের ক্রিকেট আগের থেকে বদলে গিয়েছে। আর সেখানেই সমস্যা হয়েছে। এমনটাই মনে করেন অশ্বিন। তিনি বলেন, "এক সময় এক দিনের ক্রিকেটের আলাদা জনপ্রিয়তা ছিল। এই ফরম্যাট মহেন্দ্র সিংহ ধোনির মতো ক্রিকেটারের জন্ম দিয়েছে। ধোনি ১০-১৫ ওভার দৌড়ে রান নেওয়ার দিকে মন দিত। শেষ দিকে হাত খুলত। কিন্তু এখন তো আর ধোনির মতো ক্রিকেটার নেই। কারণ, দুটো নতুন বলে খেলা হচ্ছে। পাঁচ ফিল্ডার ৩০ গজ বৃত্তের মধ্যে থাকছে। এতে ব্যাট-বলের লড়াই হচ্ছে না।"

তবে এখান থেকেও এক দিনের ক্রিকেটকে বাঁচানো সম্ভব। তার জন্য আইসিসি-কে কড়া সিদ্ধান্ত নিতে হবে, এমনটাই মত অশ্বিনের। তিনি বলেন, "এখন প্রতি বছর কোনও না কোনও বিশ্বকাপ হচ্ছে। আইসিসি লাভের জন্য সেটা করছে। কিন্তু তার খারাপ প্রভাব পড়ছে।" অশ্বিনের মতে, আইসিসি-র উচিত ফিফা-কে দেখে শিক্ষা নেওয়া। তিনি বলেন, "ফুটবলে সারা বছর ধরে বিভিন্ন দেশে লিগ হয়। চার বছর অন্তর বিশ্বকাপ হয়। সকলে মুখিয়ে থাকে। ক্রিকেটেও সেটা করতে হবে। দ্বিপাক্ষিক সিরিজ হবে। লিগ হবে।

খয়েরপুরে আকর্ষণীয় প্রাইজ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দেশে বিজেপি শাসিত প্রথম প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ির জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে গোটা দেশজুড়ে চলছে নানা কর্মসূচী। আর এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বিগত দিনের মতো এবারও অটল স্মৃতি নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে চলেছে বিজেপি খয়েরপুর মন্ডল। যুব মোর্চার সহযোগিতায় খয়েরপুর রাজবাড়ী মাঠে এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হবে আগামী ২৬ শে জানুয়ারি। টুর্নামেন্টে অংশ নেবে মোট ৬৪ টি দল। নকআউট এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলকে দেওয়া হবে সুদৃশ্য ট্রফি সহ যথাক্রমে চার চাকা ও দু চাকার গাড়ি। এছাড়াও প্রতিটি ম্যাচে রয়েছে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ সহ ফাইনাল ম্যাচে সেরা ক্রিকেটারের জন্য আকর্ষণীয় পুরস্কার। যে সমস্ত দল এই আকর্ষণীয় প্রাইজের ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাদেরকে চার হাজার টাকা এন্টি ফি সহকারে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। বৃহস্পতিবার খয়েরপুর গীতবিতান হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানালেন এলাকার বিধায়ক রতন চক্রবর্তী। বিজেপি খয়েরপুর মন্ডল সভাপতি ও যুব মোর্চার নেতৃত্বদের পাশে রেখে এদের সাংবাদিক সম্মেলনে বিধায়ক শ্রী চক্রবর্তী আরো জানান টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করার জন্য রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়কে আমন্ত্রণ জানানো হবে। এছাড়াও টুর্নামেন্ট উপভোগ করার জন্য অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদেরও জানানো হবে আমন্ত্রণ। বিগত দিন এই টুর্নামেন্ট সফল করার জন্য যেভাবে সাধারণ মানুষ উৎসাহের সাথে এগিয়ে এসেছেন এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না বলে প্রত্যাশা করেন তিনি।

জাতীয় বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিতে রাজ্যদলের রওয়ানা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নবম ই-লাইট পুরুষ এবং মহিলা জাতীয় বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬ উত্তর প্রদেশের গৌতম বুদ্ধ ইউনিভার্সিটি গ্রেটার নয়ডা তে অনুষ্ঠিত হতে চলছে। এতে অংশ নিতে রাজ্য টিম রেলপথে আজ, বৃহস্পতিবার রওনা হয়েছে। ত্রিপুরা অ্যামেচার বক্সিং এসোসিয়েশন গত একুশে ডিসেম্বর, রবিবার সকাল ১১ টায় এন এস আরসিসি বক্সিং হল-এ সিলেকশন ট্রায়ালের মাধ্যমে পুরুষ বিভাগে চারজন এবং মহিলা বিভাগে তিনজনকে সিলেকশন করা হয়। রাজ্য দলের বক্সাররা হলেন: নবজিৎ ঘোষ, সুরজ ঘোষ, করন রূপিণী, সায়ন লোধ এবং রেজিনা দেববর্মা, দিবা রাজাক, সীমন্তনি দাস। টিম কোচ হিসেবে সঙ্গে রয়েছেন রানা অমিত পোদ্দার। ত্রিপুরা এমেচার বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন এর সম্পাদক সমীর সাহা এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

টানা ছয় ছক্কা, দক্ষিণ আফ্রিকার লিগে ঝড় ব্রেভিস-রাদারফোর্ডের, প্রথম জয় সৌরভের দলের

দক্ষিণ আফ্রিকা টি-টোয়েন্টি লিগে জয় দিয়ে বছরটা শেষ করল প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস। বুধবার এমআই কেপ টাউনকে তারা হারিয়েছে ৮৫ রানে। নেপথ্যে ডেওয়াল্ড ব্রেভিস এবং শেরফানে রাদারফোর্ড জুটি। দু'জনে মিলে টানা ছ'টি ছক্কা মেরেছেন। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কোচিংয়ে এটি প্রিটোরিয়ার প্রথম জয়।

বুধবার রাতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমেছিল প্রিটোরিয়া। শেষ দিকে ব্রেভিস এবং রাদারফোর্ড চালিয়ে খেলে দলের স্কোর ২০০ পার করে দেন।

নতুন বছরের প্রথম কোচ ছাঁটাই! পয়লা জানুয়ারিই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব চেলসি

নতুন বছরের প্রথম দিনই কড়া সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলল চেলসি। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের এই ক্লাব ছেঁটে ফেলল কোচ এনজো মারেসকাকে। বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে চেলসি এই কথা জানিয়ে দিয়েছে।

মারেসকার প্রশিক্ষণে উয়েফা কনফারেন্স লিগ এবং ক্লাব বিশ্বকাপে চেলসির সাফল্যের কথা তুলে ধরে ক্লাব জানিয়েছে, "ভবিষ্যতের কথা ভেবে এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করার লক্ষ্যে চেলসি এবং মারেসকা উভয় পক্ষই মনে করছে, পরিবর্তন দরকার।"

গত কয়েক দিন ধরেই মারেসকাকে নিয়ে জল্পনা চলছিল। শেষ দু'দিনে সেই জল্পনা আরও দানা বাঁধে। শেষ পর্যন্ত ইটালীয় কোচকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ক্লাব। নতুন কোচ খোঁজার কাজ চেলসি শুরুও করে দিয়েছে। দৌড়ে এগিয়ে স্ট্রাসবুর্গের কোচ লিয়াম রোজেনির।

ইপিএলে চেলসি গত কয়েকটি ম্যাচে একেবারেই ভাল খেলতে পারেনি। শেষ পাঁচ ম্যাচে জিতেছে মাত্র একটি।

১৯ ম্যাচে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে তারা পঞ্চম স্থানে। একই পয়েন্ট নিয়ে ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। মাত্র ২ পয়েন্ট পিছনে রয়েছে সান্ডারল্যান্ড এবং এভার্টন। ফলে যেকোনও সময়ে আরও নীচে নেমে যেতে পারে চেলসি।

এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ক্লাবকর্তাদের সঙ্গে মতানৈক্য। লিডস ইউনাইটেডের কাছে ৩—১ ব্যাবধানে হারের পর মারেসকা বলে বসেন, এই ম্যাচে অনেকেই তাঁদের সমর্থন করেননি! এতেই আগুনে ঘি পড়ে। তখনই মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে যায়, তাঁকে আর রাখবে না ক্লাব। তিনিও বুঝিয়ে দেন, চেলসি ছাড়তে পারলেই তিনি খুশি হবেন।

নাটকের এখানেই শেষ নয়। বোর্নমাউথের সঙ্গে চেলসি ড্র করার পর মারেসকা সাংবাদিক সম্মেলনেই আসেননি। চেলসির পক্ষ থেকে পাঠানো হয় সহকারী কোচ উইলি কাবালেরোকে। বলা হয়, মারেসকা অসুস্থ। সেই কারণে সাংবাদিক সম্মেলনে আসতে পারেননি।

নতুন কোচ হওয়ার দৌড়ে রোজেনির ছাড়াও রয়েছেন চেলসিরই প্রাক্তন ফুটবলার সেস ফাব্রেগাস, বোর্নমাউথের কোচ আন্দোনি ইরাওলা এবং বার্সেলোনার জাভি।

মেসিকাণ্ডে টিকিটের টাকা ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু, রেকর্ড হবে দর্শকদের বয়ানও

মেসিকাণ্ডে টিকিটের টাকা ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করল সিট। সপ্তাহখানেক আগে যুবভারতী কাণ্ডে টিকিট বিক্রির বরাত পাওয়া সংস্থা 'ডিস্ট্রিক্ট বাই জোম্যাটো'কে তলব করেছিল তদন্তকারী দল। সেখানে টাকা ফেরত দেওয়ার উপায় ও পদ্ধতি নিয়ে জানতে চাওয়া হয়। আর এবার টিকিটের টাকা ফেরতের প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গেল। জোম্যাটো কর্তাদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে পুলিশ। টিকিট বিক্রি করে ১৯ কোটি টাকা তোলার অভিযোগ রয়েছে। টাকা ফেরতের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছে পুলিশ। শতদ্রুর অ্যাকাউন্ট থেকে ইতিমধ্যেই ২২ কোটি টাকা ফ্রিজ করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার দিন যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন দর্শকের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। আরও বেশ কিছু দর্শকের বয়ান রেকর্ড করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

সূত্রের খবর, ওই সংস্থার সহ-সভাপতি জানিয়েছেন, সংস্থার সঙ্গে শতদ্রু দত্তর তিনটে শহরের চুক্তি হয়েছিল। কলকাতা, নয়াদিল্লি ও মুম্বই।

তিনটে শহরের মোট যা অর্থ দেওয়ার কথা ছিল শতদ্রুকে, তার বেশিরভাগটাই দেওয়া হয়ে গিয়েছে। মাত্র ৮ কোটি টাকা 'ডিস্ট্রিক্ট'-এর কাছে বাকি আছে। সেটা যদি সিট বলে, তারা সেই টাকা তদন্তকারীদের তিনি দিয়ে দেবেন। কিন্তু, বাকি টাকা শতদ্রুকেই দিতে হবে বলে জানান সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট।

বস্তুত যুবভারতীতে মেসির অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলার পর থেকেই পুলিশ হেফাজতে অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্ত। ১৩ ডিসেম্বর বিমানবন্দর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই পুলিশকে মুচলেকা দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, টিকিটের সব টাকা ফেরত দেওয়া হবে। টিকিটের টাকা ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হল। উল্লেখ্য, ভারত সফরের জন্য মেসিকে ৮৯ কোটি টাকা দেওয়া হয়। আর কর বাবদ ১১ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল ভারত সরকারকে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ১০০ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল। এ কথা জেরায় জানিয়েছিলেন শতদ্রু। এর মধ্যে কিছুটা টাকা আসে স্পনসরদের কাছ থেকে। বাকিটা এসেছে টিকিট বিক্রি করে।

নতুন বছরের প্রথম দিনেই বিশ্বকাপের দল ঘোষণা অস্ট্রেলিয়ার, চোট থাকা তিন ক্রিকেটার দলে, বাদ স্মিথ

নতুন বছরের প্রথম দিনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করে দিল অস্ট্রেলিয়া। বৃহস্পতিবার প্রধান নির্বাচক জর্জ বেইলি দল ঘোষণা করেছেন। অস্ট্রেলিয়া দলে বিশেষ চমক নেই। তবে চোটে থাকা তিন ক্রিকেটারকে রাখা হয়েছে দলে। অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্ট খেলে দলকে সিরিজ জিতিয়েছিলেন প্যাট কামিন্স। প্রথম দু'টি টেস্টে খেলেননি। শেষ দুই টেস্টেও খেলবেন না বলে জানিয়েছিলেন। তাঁকে রাখা হয়েছে বিশ্বকাপের দলে।

একই ভাবে জশ হেজলউড এবং টিম ডেভিডকেও রাখা হয়েছে। ভারতের বিরুদ্ধে গত বছরের ৩১ অক্টোবর দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচের পর চোট পেয়ে আর খেলেননি হেজলউড। তবে বিশ্বকাপের আগে তিনি ফিট হয়ে যাবেন বলে আশাবাদী অস্ট্রেলিয়া। ডেভিড চোট পেয়েছেন বিগ ব্যাশ লিগ খেলতে গিয়ে।

২০২১-এর ফাইনালের ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার মিচেল মার্শের অধিনায়কত্বে বিশ্বকাপে খেলবে অস্ট্রেলিয়া। তিনিই এখন টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক। বিশ্বকাপের দলে গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, ট্রেভিস হেড, মার্কাস স্টোইনিস, অ্যাডাম জাম্পা, জশ ইংলিস-সহ সকল প্রথম সারির ক্রিকেটারই রয়েছেন। উল্লেখযোগ্য বাদ পড়া নাম বলতে বেন ডোয়ারশুইস।

অস্ট্রেলিয়া দল গড়া হয়েছে স্পিনার এবং পেসার মিলিয়ে। প্রধান নির্বাচক বেইলি বলেছেন, "গত কয়েক বছর ধরেই ধারাবাহিক ভাবে সফল হয়েছে আমাদের টি-টোয়েন্টি দল। তাই শ্রীলঙ্কা এবং ভারতের পরিবেশের কথা মাথায় রেখে ভারসাম্য রেখে দল গড়া হয়েছে। কামিন্স, হেজলউড এবং ডেভিড ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছে। ওদের বিশ্বকাপে পাওয়ার ব্যাপারে আমরা আশাবাদী।"

অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ দল

মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), জেভিয়ার বার্টলেট, কুপার কনোলি, প্যাট কামিন্স, টিম ডেভিড, ক্যামেরন গ্রিন, নেথান এলিস, জশ হেজলউড, ট্রেভিস হেড, জশ ইংলিস, ম্যাথু কুনেম্যান, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, ম্যাথু শর্ট, মার্কাস স্টোইনিস এবং অ্যাডাম জাম্পা।

নতুন বছরে গুরুত্ব বাড়ছে ঘরোয়া ক্রিকেটের, রোহিত-বিরাটের পর বিজয় হাজারেতে আরও ৩ মহাতারকা

রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিদের ইতিমধ্যে বিজয় হাজারে ট্রফি খেলতে নেমে পড়তে দেখা গিয়েছে।

কোহলি তো নতুন বছরেও একটা ম্যাচ খেলবেন। নিউজিল্যান্ড সিরিজ খেলতে নামার আগে। এবার আরও বেশি তারকাদ্যুতি যোগ হতে চলেছে বিজয় হাজারে ট্রফিতে। সব কিছু ঠিকঠাক চললে, শুভমান গিল-কেএল রাহুল-রবীন্দ্র জাদেজা, তিন জনেই নতুন বছরে খেলতে নামবেন বিজয় হাজারে ট্রফি।

আসলে জাতীয় দলের খেলা না থাকলে, নিদেনপক্ষে দু'টো ঘরোয়া ক্রিকেটের ম্যাচ খেলা আন্তর্জাতিক তারকাদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে ভারতীয় বোর্ড। সেই নির্দেশিকায় মান্যতা দিয়ে গিল এবং রাহুলও খেলবেন ঘরোয়া ক্রিকেট।

খবর যা, তাতে আগামী ৩ জানুয়ারি এবং ৬ জানুয়ারি পাঞ্জাবের হয়ে বিজয় হাজারে খেলতে নামবেন গিল। জয়পুরে। বিজয় হাজারে ট্রফিতে শক্ত গ্রুপে রয়েছে গিলের পাঞ্জাব। একই গ্রুপে তাদের সঙ্গে রয়েছে মুম্বই।

কর্নাটক ক্রিকেট সংস্থা নিশ্চিত করতে না পারলেও কে এল রাহুলও ৩ জানুয়ারি এবং ৬ জানুয়ারি ত্রিপুরা এবং রাজস্থানের বিরুদ্ধে খেলতে নামবেন বলে খবর।

এদিকে রবীন্দ্র জাদেজা ৬ এবং ৮ জানুয়ারি দুটি ম্যাচ খেলতে চলেছেন। সৌরাষ্ট্রের হয়ে তিনি খেলবেন সার্ভিসেস এবং গুজরাটের বিরুদ্ধে। সব মিলিয়ে এই ৩ মহাতারকার আগমন দ্যুতি ছড়াবে বিজয় হাজারেতে। তাছাড়া আগামী ১১ জানুয়ারি থেকে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে যে ওয়ানডে সিরিজ শুরু হচ্ছে, সেই সিরিজের প্রস্তুতিও সেরে ফেলতে পারবেন মহাতারকারা।

উল্লেখ্য, বিরাট, রোহিত, গিল, রাহুল, জাদেজা প্রত্যেকেই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে দলে রয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওয়ানডে খেলার পর দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে ছিলেন তাঁরা।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক জানাতে নয়াদিল্লিস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়ে শোক বইতে স্বাক্ষর করেন। ছবিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহকেও দেখা যাচ্ছে।

ইংরেজি নববর্ষে খোয়াই থানার উদ্যোগে বাইক আরোহীদের হেলমেট বিতরণ

আগরতলা, ১ জানুয়ারি: ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে খোয়াই থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকারের উদ্যোগে আজ খোয়াই সুভাষ পার্ক এলাকায় এক সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচির মাধ্যমে বেশ কয়েকজন বাইক আরোহীর হাতে হেলমেট তুলে দেওয়া হয়।

হেলমেট বিতরণের মূল উদ্দেশ্য হলো নতুন বছরে সকল বাইক চালক যেন নিয়ম মেনে হেলমেট ব্যবহার করেন এবং নিজেদের জীবনকে যেকোনো ধরনের দুর্ঘটনার হাত থেকে সুরক্ষিত রাখতে পারেন। সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান ওসি কৃষ্ণধন সরকার।

এদিন তিনি ইংরেজি শুভ নববর্ষ উপলক্ষে সকল সাধারণ মানুষকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান এবং নিরাপদে যানবাহন চালানোর জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

বইপ্রকাশ অনুষ্ঠান নতুন লেখকদের উৎসাহিত করে রাজ্যপাল

আগরতলা, ১ জানুয়ারি: রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজ সকালে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ৫টি নতুন বইয়ের আবরণ উন্মোচন করেন। এর মধ্যে রয়েছে বি ভেঙ্কটপ্রসাদ এবং সীতাংশু রঞ্জন দে''র গভর্নমেন্ট স্কিমস এন্ড প্রজেক্টস ইন ইন্ডিয়া, বি ভেঙ্কটপ্রসাদ এবং প্রশান্ত আদিত্য মোদক''র ''লার্ন বেঙ্গলি ইন তেলেগু'', বিকাশরাই দেববর্মার ''ব্লগিং সিপ'', বিকাশরাই দেববর্মা এবং সুপ্রচিতা দেববর্মার ''দি স্টোরি অব টাইগার কাব'' এবং বিকাশরাই দেববর্মার ''সং বরক''। ৫টি বইয়ের আবরণ উন্মোচন করে রাজ্যপাল বলেন, বইপ্রকাশ হল কোন ধারণা পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত করা। বইপ্রকাশ অনুষ্ঠান নতুন লেখকদের উৎসাহিত করে। নতুন নতুন বই প্রকাশের জন্য আগ্রহী হতে তিনি প্রকাশকদের প্রতি আহ্বান জানান। এই ৫টি বই প্রকাশ করেছে পি আর পাবলিকেশন। অনুষ্ঠানে সুপ্রচিতা দেববর্মা, বি ভেঙ্কটপ্রসাদ, সীতাংশু রঞ্জন দে, বিকাশরাই দেববর্মা আলোচনা করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পি আর পাবলিকেশনের পক্ষে প্রণব রায়। লোক ভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

অ্যালবার্ট এক্কা যুদ্ধ স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ৫৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন অ্যালবার্ট এক্কা ব্রিগেডের

আগরতলা, ১ জানুয়ারি: আগরতলায় অবস্থিত অ্যালবার্ট এক্কা যুদ্ধ স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অ্যালবার্ট এক্কা ব্রিগেড তাদের ৫৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করছে। এই উপলক্ষে শহীদ বীরদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

অনুষ্ঠানে ব্রিগেডের পক্ষ থেকে জাতির প্রতি বীরত্ব, আত্মত্যাগ এবং নিরবচ্ছিন্ন সেবার ঐতিহ্যকে স্মরণ ও পুনর্ব্যক্ত করা হয়। দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষায় শহীদদের অবদান স্মরণ করে তাঁদের আত্মবলিদানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

এই প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সেনা সদস্যদের মধ্যে দেশপ্রেম ও কর্তব্যবোধের বার্তা আরও একবার তুলে ধরা হয়।

টিটিএএডিসি'র পক্ষ থেকে প্রয়াত এঞ্জেল চাকমার পরিবারকে আর্থিক সহায়তা

আগরতলা, ১ জানুয়ারি : টিটিএএডিসি'র পক্ষ থেকে মুখ্য নির্বাহী সদস্য পূর্ণ চন্দ্র জমাতিয়া প্রয়াত এঞ্জেল চাকমার পরিবারের হাতে ৩ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তার চেক তুলে দেন।

টিটিএএডিসি সূত্রে জানা গেছে, প্রয়াত এঞ্জেল চাকমার অকাল প্রয়াণে শোকাহত পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার থেকেই এই সহায়তার ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই ঘোষণারই বাস্তবায়ন হিসেবে আজ পরিবারের সদস্যদের হাতে অর্থ সহায়তা তুলে দেওয়া হয়।এই সময়ে মুখ্য নির্বাহী সদস্য পূর্ণ চন্দ্র জমাতিয়া শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান এবং বলেন, দুঃসময়ে পরিবারটির পাশে থাকা টিটিএএডিসি'র নৈতিক দায়িত্ব।

ভবিষ্যতেও প্রয়োজনে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।

বছরের প্রথম দিনে পর্যটকদের ভিড়ে জমজমাট সিপাহীজলা অভয়ারণ্য, পিকনিক স্পট ও নৌকা ঘাট

চড়িলাম, ১ জানুয়ারি: ২০২৬ ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিনেই পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড়ে জমজমাট হয়ে উঠল সিপাহীজলা অভয়ারণ্য। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা অসংখ্য পর্যটক নববর্ষ উদযাপনে বেছে নেন এই জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্রকে। সকাল থেকেই অভয়ারণ্য, পিকনিক স্পট ও নৌকা ঘাটে ছিল ব্যাপক ভিড়।

প্রায় ১৮.৫৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত সিপাহীজলা অভয়ারণ্য তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও জীববৈচিত্র্যের জন্য পর্যটকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। জোলজিক্যাল ডিরেক্টর সিদ্ধার্থ দেববর্মার দায়িত্ব নেওয়ার পর অভয়ারণ্য নতুন রূপ পেয়েছে বলে পর্যটকদের একাংশের মত। এখানে রয়েল বেঙ্গল টাইগারসহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণী, লুপ্তপ্রায় চশমা বানর এবং নানা প্রজাতির পশু-পাখি দর্শনার্থীদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। এছাড়াও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ঘেরা পিকনিক স্পট ও সুবিশাল জলাশয়ে নৌকাভ্রমণের জন্য তৈরি নৌকা ঘাট পর্যটকদের বাড়তি আনন্দ দেয়। নববর্ষের দিনে পরিবার-পরিজন ও ছোট ছোট শিশুদের নিয়ে বহু মানুষ পশু-পাখি দেখার পাশাপাশি বনভোজন করতে আসেন।

যদিও গত বছরের তুলনায় এ বছর পর্যটকের সংখ্যা কিছুটা কম ছিল, তবুও কোনও অপ্রীতিকর বা উশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি। এদিন পর্যটকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ছিল কড়া। অভয়ারণ্যের প্রবেশপথে টিকিট কাউন্টারের সামনে পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র খোলা হয়। এসআই-সহ পুলিশ ও টিএসআর-এর যৌথ বাহিনী মোতায়েন ছিল। গাড়ি, বাইকসহ সব ধরনের যানবাহনের নম্বর নথিভুক্ত করা হয় এবং নিরাপত্তার স্বার্থে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশিতে কয়েকটি গাড়ি থেকে অবৈধ বিলিতি মদ উদ্ধার করা হয়েছে। সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত প্রথম গেট থেকে মোট আয় হয়েছে প্রায় ১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। এদিন মোট পর্যটকের সংখ্যা ছিল আনুমানিক ৪,৫০০ জন। টিকিট কাউন্টারের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিশ্চিত করেছেন ফরেস্টার সোয়েল মিয়া খাদিম।

সিপাহীজলা অভয়ারণ্যের জোলজিক্যাল আধিকারিক সিদ্ধার্থ দেববর্মা ও ওয়ার্ডেনের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক নিরঞ্জন দেবনাথ জানান, আগামী দিনগুলোতেও অভয়ারণ্যে পর্যটকদের আগমন অব্যাহত থাকবে বলে তাঁরা আশাবাদী।

কাঁঠালিয়ায় অদ্বৈত মল্লবর্মনের ১১২তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন

আগরতলা, ১ জানুয়ারি — কাঠালিয়ায় অদ্বৈত মল্লবর্মনের ১১২তম জন্মজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্য্যাদায় উদযাপন করা হয়েছে। এই উপলক্ষে সিপিআইএম সোনামুড়া পার্টি অফিসের হলঘরে একটি বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়।

এই কর্মসূচির আয়োজন করে ত্রিপুরা তফশিলি জাতি সমন্বয় সমিতি এবং সাংস্কৃতিক সমন্বয় কেন্দ্র যৌথভাবে। অনুষ্ঠানটি দুটি পর্বে সম্পন্ন হয়।

প্রথম পর্বে, হলঘরের বাইরে উভয় সংগঠনের নেতা-কর্মীরা অদ্বৈত মল্লবর্মনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

হল সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা তফশিলি সমন্বয় সমিতির রাজ্য সভাপতি রতন ভৌমিক, তপন দাস, এবং সিপিআইএম সোনামুড়া সম্পাদক ও বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী।

দ্বিতীয় পর্বে, সোনামুড়া বিভাগীয় সাংস্কৃতিক সমন্বয় কমিটির পক্ষ থেকে শিল্পীরা বর্ণময় সাংস্কৃতিক গান পরিবেশন করেন। বক্তারা বলেন, বর্তমানে সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক চর্চা অনেকটাই বিলুপ্তির পথে। সমাজে অতীতের সংস্কৃতি সম্পর্কে যুবসমাজ যথেষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন নয়, তাই সাংস্কৃতিক কর্মীদের দায়িত্ব মানুষের মনোভাব জাগ্রত করার জন্য গান ও শিল্পের মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালানো।

উল্লেখযোগ্য, সকালবেলায় নলচর সিপিআইএম অফিসের সামনে বিভিন্ন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা পতাকা উত্তোলন ও অদ্বৈত মল্লবর্মনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। জেলা কমিটির সম্পাদক তপন দাস পতাকা উত্তোলন করেন।

বক্তারা আশা প্রকাশ করেন, ত্রিপুরার তফশিলি জাতি সমন্বয় সমিতি ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহের মাধ্যমে এই ধরনের সাংস্কৃতিক চর্চা ধরে রাখা এবং যুবসমাজকে সংস্কৃতির সঙ্গে সংযুক্ত রাখা সম্ভব হবে।

বর্ষবরণে মরশুমের সবচেয়ে শীতলতম দিন তাপমাত্রা নামল ৯.৮ সেলসিয়াসে

আগরতলা, ১ জানুয়ারি: আজ পয়লা জানুয়ারি রাজ্যের এক অন্যতম শীতলতম দিন হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছে। রাজ্যের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আজ ৯.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

গতকাল সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১১.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা তুলনায় আজ আরও শীতল। আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানানো হয়েছে, আগামীকাল রাজ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা শীতে যথেষ্ট সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।

নতুন বছরের প্রথম দিনে পর্যটকদের ভিড় নিরমহলে

আগরতলা, ১ জানুয়ারি: বছরের প্রথম দিনেই পর্যটকদের ভিড়ে সরগরম হয়ে উঠেছিল ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী জলপ্রাসাদ নিরমহল। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি রাজ্যের বাইর থেকেও বহু পর্যটক পরিবার-পরিজন ও বন্ধুদের সঙ্গে নিরমহলে ভ্রমণে আসেন।

সকাল থেকেই রুদ্রসাগর লেকে নৌকাভ্রমণের জন্য পর্যটকদের দীর্ঘ লাইন লক্ষ্য করা যায়। শীতের মনোরম আবহাওয়া ও লেকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পর্যটকদের আরও আকৃষ্ট করে। অনেকেই নৌকায় চেপে জলপ্রাসাদের চারপাশ ঘুরে দেখেন এবং ছবি তোলায় ব্যস্ত থাকেন।

পর্যটকদের নিরাপত্তা ও সুবিধার কথা মাথায় রেখে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত নিরাপত্তারক্ষী, পাশাপাশি নৌকা চলাচলের ক্ষেত্রেও কড়া নজরদারি রাখা হয়। পর্যটন দপ্তরের কর্মীরা পর্যটকদের সহায়তায় সার্বক্ষণিক উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও পর্যটকদের ভিড়ে খুশি। খাবারের দোকান, হস্তশিল্পের স্টল এবং নৌকাচালকদের আয়ে নতুন বছরের প্রথম দিনেই সন্তোষজনক ব্যবসা হয়েছে বলে জানান তাঁরা। সব মিলিয়ে নতুন বছরের শুরুতেই পর্যটকদের পদচারণায় প্রাণ ফিরে পেয়েছে নিরমহল চত্বর, যা রাজ্যের পর্যটন শিল্পের জন্য ইতিবাচক বার্তা দিচ্ছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

মহা উৎসাহে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কল্পতরু উৎসব উদযাপন

আগরতলা, ১ জানুয়ারি: প্রতিবছর পয়লা জানুয়ারি দিনটি মহাসমারোহে উদযাপিত হয় শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কল্পতরু উৎসব হিসেবে। সেই ধারাবাহিকতায় এ বছরও আগরতলা শহরের বিভিন্ন এলাকায় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভক্তবৃন্দ ভক্তি ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে কল্পতরু উৎসব পালন করছেন।

এই উৎসব উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মিশনে রামকৃষ্ণ দেবের বিশেষ পূজার্চনার আয়োজন করা হয়েছে। গতকাল থেকে শুরু হওয়া এই বিশেষ পূজা আজও অব্যাহত রয়েছে। দিনভর পূজার্চনা শেষে ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। আগামীকাল এই উৎসবের অঙ্গ হিসেবে পাঠ্যচক্র অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

কল্পতরু উৎসবকে ঘিরে ভক্তদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও ধর্মীয় আবেশ লক্ষ্য করা যায়। ভক্তদের মতে, এই দিনটি আত্মশুদ্ধি, ভক্তি ও মানবকল্যাণের বার্তা বহন করে। উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন মন্দির ও আশ্রমে ধর্মীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে।

ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে চুরি ও হারানো মোবাইল উদ্ধার, নববর্ষে ফিরিয়ে দিলেন পুলিশ সুপার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১ জানুয়ারি: দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার মরিয়া কৃষ্ণ চন্দ্রশেখর ডিজিটাল আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে চুরি বা হারিয়ে যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করে তার মালিকদের নববর্ষের উপহার হিসেবে ফিরিয়ে দিলেন। বৃহস্পতিবার দুপুর ১টায় জেলা পুলিশ সুপার কক্ষে একটি ছোট অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন সময়ে হারিয়ে বা চুরি হওয়া মোট ২০টি মোবাইল মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মালিকরা মোবাইল হাতে পেয়ে খুশি প্রকাশ করেন এবং জেলার পুলিশ ও আরক্ষা বিভাগকে অভিনন্দন জানান। তারা জানান, আমরা মোবাইল ছাড়া চলতে পারি না। এই মোবাইলে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে, যা আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে অপরিহার্য। পুলিশ সুপার মহোদয় এসময় একটি আবেদনও জানান। তিনি বলেন, যদি আপনার মোবাইল হারিয়ে যায় বা চুরি হয়, তবে নিকটবর্তী থানায় লিপিবদ্ধ করুন। আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকবে আপনাদের সহায়তা করার। তাঁর আরও আবেদন ছিল রোড এক্সিডেন্ট কমানোর জন্য। তিনি বলেন, "মায়ের কোল খালি হচ্ছে, এটি ভালো বিষয় নয়। সবাই নির্দিষ্ট গতিতে বাইক, গাড়ি ইত্যাদি চালান। পাশাপাশি বলেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে ২০২৫ সালে সামগ্রিক অপরাধ কমেছে ২৩. ৫। শারীরিক আঘাত সংক্রান্ত অপরাধ ৪৫. ৩৪ হ্রাস পেয়েছে, নারী সংক্রান্ত অপরাধ কমেছে ২৭. ২৭, প্রয়াস বৈঠক ৩৪ বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রচিকিউশন রিপোর্ট ৪২. ৫৪ বৃদ্ধি পেয়েছে, সড়ক দুর্ঘটনা ১৫. ৬২ হ্রাস পেয়েছে, মারাত্মক দুর্ঘটনা ৪১. ৪ থেকে ৩৬ থেকে ২১ এ নেমেছে, ট্রাফিক জরিমানা ২৩.৩ বৃদ্ধি পেয়েছে, ড্রাইভিং লাইসেন্স বাজেআপ্তকরণ ১৭ বৃদ্ধি পেয়েছে, ট্রাফিক জরিমানা অনলাইন আদায় প্রায় ১০০ পৌঁছেছে,মাদক বিরোধী অভিযানেএন ডি পি এস মামলা ৩৩. ৩৩ বৃদ্ধি পেয়েছে, গাঁজা উদ্ধার ২৬. ২, এবং কফ সিরাপ ৩৪ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০২৬ সালে ত্রিপুরা পুলিশের লক্ষ্য সড়ক দুর্ঘটনা, ও প্রানহানি কমানো, মাদক বিরোধী অভিযান জোরদার করে মূল জরিতদের টার্গেট করা, অপরাধ প্রতিরোধ শক্তিশালী করা এবং প্রযুক্তি নির্ভর পুলিশি বিস্তৃতি করা এবং পুলিশি আধুনিকিকরণ অব্যাহত করা এবং বি এস এফের সাথে সমন্বয়ে সীমান্ত নজরদারি আরো জোরাদার করা।

এঞ্জেল চাকমার হত্যার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও শ্রমিক বিরোধী আইন প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভ ছাত্র যুব ফেডারেশনের

আগরতলা, ১ জানুয়ারি: দেরাদুনে ত্রিপুরার কৃতি ছাত্র এঞ্জেল চাকমার হত্যার সুষ্ঠ তদন্ত ও হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এবং বিজেপি—আরএসএস-এর ঘৃণার রাজনীতির বিরুদ্ধে আজ আগরতলায় এক বিক্ষোভ প্রদর্শন অনুষ্ঠিত হয়। এই বিক্ষোভের আয়োজন করে সারা ভারত যুব ফেডারেশন, সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন ও ভারতের জাতীয় মহিলা ফেডারেশন। বিক্ষোভ থেকে এঞ্জেল চাকমার হত্যাকাণ্ডের নিরপেক্ষ ও দ্রুত তদন্ত সম্পন্ন করে দোষীদের কঠোর শাস্তি প্রদানের দাবি জানানো হয়। একই সঙ্গে বিজেপি—আরএসএস-এর ধর্মান্ধ ও ঘৃণাভিত্তিক রাজনীতির বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এআইওয়াইএফ রাজ্য সম্পাদক বিক্রমজিৎ সেনগুপ্ত বলেন, এঞ্জেল চাকমার হত্যা সারা দেশে বিজেপি—আরএসএস-এর ঘৃণার রাজনীতিরই প্রতিফলন। শুধুমাত্র ক্ষতিপূরণ দিয়ে এই হত্যার বিচার হবে না। সমাজ ব্যবস্থা থেকে হিংসা ও ঘৃণার রাজনীতির বীজ উপড়ে ফেললেই প্রকৃত বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন এআইএসএফ রাজ্য সভাপতি শুভদীপ মজুমদার, এআইএসএফ রাজ্য সম্পাদক সায়ন পাল, এআইএসএফ নেত্রী সুস্মিতা নন্দী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সন্ধ্যায় এঞ্জেল চাকমার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করা হয়। এদিকে একই দিনে ভারতের জাতীয় মহিলা ফেডারেশন-এর ডাকে এমএন-রেগা নাম বাতিল করে নতুন নামাঙ্কিত বিভি-জি রাম জি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে পৃথক এক বিক্ষোভ প্রদর্শন অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভ থেকে এমএন-রেগা নাম পুনর্বহাল এবং নতুন প্রণীত বিভি-জি রাম জি আইন বাতিলের দাবি জানানো হয়।বিক্ষোভ সমাবেশে রাজ্য সম্পাদিকা জয়া বিশ্বাস বলেন, নতুন বিভি-জি রাম জি আইনটি সম্পূর্ণ শ্রমিক বিরোধী। এই আইনের ফলে গ্রামীণ শ্রমজীবীরা, বিশেষ করে মহিলা শ্রমিকরা কাজ হারাবেন। এই আইনে কাজের কোনও নিশ্চয়তা নেই। এটি মোদী সরকারের আরেকটি জুমলা। তিনি দাবি করেন, পুরনো এমএন-রেগা আইনই পুনরায় কার্যকর করা হোক এবং নতুন আইনটি দ্রুত বাতিল করা হোক।

মনরেগায় স্বচ্ছতার অভাব ছিল বলে অভিযোগ বিজেপি প্রদেশ সভাপতির

আগরতলা, ১ জানুয়ারি: মনরেগায় স্বচ্ছতার অভাব ছিল বলে অভিযোগ করলেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিনে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেন।

আজ বিজেপির প্রদেশ কার্যালয় কুশাভাউ ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সহ-সভাপতি সুবল ভৌমিক, পাপিয়া দত্ত, বিমল কান্তি চাকমা ও তাপস ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা ও অমিত রক্ষিত এবং প্রদেশ মিডিয়া ইনচার্জ সুনীত সরকার।

সাংবাদিক সম্মেলনে রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্ন "এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত" এবং "এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা"। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০২৫ সালে কাজ করা হয়েছে। বিকশিত ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত জনকল্যাণমুখী প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে বলেও তিনি দাবি করেন।

তিনি আরও বলেন, ২০২৬ সালে আরও বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে সরকারি সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে বিজেপি এগিয়ে চলেছে। এদিন মনরেগা বিল নিয়েও আলোচনা করেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। তাঁর অভিযোগ, আগের ব্যবস্থায় মনরেগায় অস্বচ্ছতা ছিল। নতুন বিলে স্বচ্ছতা আনার পাশাপাশি শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার কথা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন তিনি।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas